মানব-চরিত্র।

(স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহুল মহৎ লোকের জীবনের দৃষ্টান্ত
সহকৃত আদর্শ চরিত্র ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের
উপায় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী।)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু প্রণীত

ও

বেথুনকালেজের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

প্রকাশক স্থর এণ্ড কোম্পানি,

১৪ নং ডফ্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৮৯৯।

মূল্য ৷৶০ বার আনা মাত্র।

কলিকাতা,

৫১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, "মণিকা-প্রেসে"

শ্রীঅধরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে অস্মদ্দেশীয় ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির দিকে গবর্ণমেণ্টের ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু ইংরাজীতে যেরূপ আদর্শ স্থানীয় মহাত্মাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত সম্বলিত, সুপ্রণালীবদ্ধ, নীতিগর্ভ পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গভাষায় সেরূপ পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকরণার্থ ডাঃ স্মাইলস্ প্রণীত "Character" নামক গ্রন্থের আদর্শ অবলম্বনে মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য "মানবচরিত্র" নামক এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের বিষয় নির্ব্বাচন ও ভাষার পারিপাট্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। মহচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত যতদূর সম্ভব ভারতীয় নরনারীর জীবন হইতে গৃহীত হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণের অমূল্য উপদেশের সাহায্য গ্রহণ করিতেও অবহেলা করা হয় নাই। যেস্থলে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেস্থলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি মধ্যবঙ্গ ও মধ্যইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের উপযোগী করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। এক্ষণে ইহা তাহাদিগের উপকারে আসিলেই গ্রন্থকারের ও আমাদের সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পুরাণ ইতিহাস ও জীবনচরিতঘটিত বিষয় বিশদ করিবার জন্য পুস্তকের শেষে শীঘ্রই একটী পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইবে। সময়াভাবে উহা প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনকালে বে
কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহাশ
ইহার প্রুফ ও ভাষাগত দোষ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাদিগকে চির
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি।

কলিকাতা, ১৪নং ডফ্ ষ্ট্রীট্।
৭ই চৈত্র, শকাব্দা ১৮২০।

সুর এণ্ড কোম্পানি
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

—*—

ম মানব-চরিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

চরিত্র।

"স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফলস্তস্য জীবনং॥"

চরিত্র জগতের মহাশক্তি, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। বিশ্ব-নিয়ন্তা মানব-অন্তরে যে সমুদায় সদ্‌গুণাবলীর বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সে সমুদায় যখন মানব-জীবনে অঙ্কুরিত ও কাল-ক্রমে পুষ্পিত হইয়া তাঁহার ব্যবহার, বাক্য ও কার্য্যকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত এবং সৌরভময় করে, তখন উহাই চরিত্র নামে অভিহিত হয়। মানবের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাঁহাব চবিত্রই তাহার পরিচায়ক।

যে সকল মানব পশুদিগের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মাত্র দ্বাবা পরিচালিত হইয়া জীবন যাপন করে, তাহারা কাহারও চিত্ত

আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির সংকল্প সাধু; সত্য ও ন্যায়কে যাঁহারা পরম আদরের সামগ্রী বলিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়াছেন; যাঁহারা অপরিমেয় মানসিক শক্তি প্রভাবে দুর্জ্জয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহকে বশীভূত করিয়াছেন; কর্ত্তব্য পালনে যাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং সংকল্পকে অক্ষুণ্ণ ও অটল রাখিবার জন্য যাঁহারা মহাতেজে প্রতিকূল অবস্থা পরম্পরাকে প্রতিহত করিয়া সিদ্ধকাম হন; যাঁহারা পরদুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং সমাজের, দেশের ও মানব-সাধারণের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনের জন্য দৃঢ়তা ও উদ্যম সহকারে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন; যাঁহাদের সুমিষ্ট,অকপট এবং অমায়িক সদালাপে ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়, সেই সকল শুদ্ধাত্মা, তেজস্বী, উদার-প্রকৃতি,প্রেমিক-হৃদয় পুরুষগণের চরণে, মানবের চিত্ত স্বভাবতঃই গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হয়। মানবের মন স্বতঃই ঈদৃশ ব্যক্তিগণের উপরে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং ইঁহাদের জীবন চিরদিনের জন্য মানব-জাতির অনুকরণীয় হইয়া থাকে। ঈদৃশ শীল-সম্পন্ন ব্যক্তি জগতে কাহারও নিকট হইতে ভয় বা পরাভব প্রাপ্ত হন না। তিনি কপর্দ্দক-শূন্য দরিদ্র হইলেও, পৃথিবীর মহাপরাক্রমশালী সম্রাটগণের স্বর্ণ-মুকুট-শোভিত মস্তকও ভীতি, সংকোচ ও শ্রদ্ধাভরে তাঁহার সম্মুখে অবনত হয়।

বিদ্যা, প্রতিভা বা সম্পদের উপর, চরিত্র বিশেষভাবে নির্ভর করে না। প্রতিভাশালী ব্যক্তি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বলে কোন নূতন

তত্ত্বের উদ্ভাবন বা কোন অসামান্য কার্য্য সাধন করিয়া, জগৎকে মোহিত ও চমৎকৃত করিতে পারেন; বিদ্যাশালী ব্যক্তি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, স্বীয় বাগ্মিতা-বলে সংসারে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে পারেন; ধনী ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া, ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করত অশেষবিধ পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতে পারেন। ইঁহারা আমাদের সম্মান ও প্রশংসা প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই; কিন্তু চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানকে অধিকার পূর্ব্বক তথায় চির-আধিপত্য করেন। আমরা তাঁহাদের জীবন-সৌরভেই মুগ্ধ হই, এবং চিরদিন তাঁহাদের জীবনেরই অনুকরণ ও অনুসরণ করি। চরিত্র-বিহীন হইলে প্রতিভা, নিদাঘের প্রখর মরীচি-মালীর ন্যায় কেবলই ভাস্বর, কেবলই উত্তপ্ত ভাব ধারণ করে এবং বিদ্যা ফল-পুষ্প-পল্লব-সরসতা-বিহীন, বিস্তৃত ঊষর ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বিদ্বান্ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি কলুষিত-চরিত্র হইলে,লোকের নিকট তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি নিষ্প্রভ, অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়। চরিত্রের অভাবে ধন-সম্পদ অশেষ দোষের নিলয় হয় এবং পরিণামে মানবকে বিনাশের পথে প্রেরণ করে। দরিদ্র ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইয়া, সাম্রাজ্য অপেক্ষাও অধিকতর সম্পদ লাভ করেন এবং তাঁহার তেজঃ-কান্তি-বিশিষ্ট বদন মণ্ডলের স্বর্গীয় জ্যোতির সম্মুখে, মহামূল্য মণি-রত্ন-জড়িত উজ্জ্বল রাজমুকুটও ম্লান-ভাব ধারণ করে। চরিত্র প্রতিভাকে স্পর্শ করিলে, তদুদ্ভাবিত সত্য বা

তত্ত্বকে সরস এবং সহজ করত, মানব সাধারণের হৃদয়-গ্রাহী করে; বিদ্যাকে স্পর্শ করিলে, শুষ্ক জ্ঞানালোচনাজনিত অভিমান ও ঔদ্ধত্যকে বিনাশ পূর্ব্বক, জীবনে বিনয় এবং মাধুর্য্য-রসের সঞ্চার করে ও অধীত বিদ্যাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া, পরিপুষ্ট ও উন্নত করে এবং ধন-সম্পদকে স্পর্শ করিলে, উহাকে নানাবিধ কল্যাণকর ও পুণ্যজনক কার্য্যে নিয়োজিত করে। ফলতঃ প্রতিভা, বিদ্যা ও সম্পদ চরিত্র-মাধুর্য্যের সহিত সম্মিলিত হইলে মানব-জীবন, তরু-লতা-ফল-পুষ্প-শোভিত, শীতল-সরসী-সলিল-সিক্ত, নির্ম্মল-বায়ু-সেবিত, তরুণ-অরুণ-রাগ-রঞ্জিত, বিহঙ্গম-কাকলি-সমাকুল, পরম রমণীয় উদ্যানের ন্যায় সফল ও শোভমান হইয়া থাকে।

চরিত্র সাধারণ-সম্পত্তি। সূর্য্যের কিরণ, বর্ষার বারিধারা এবং নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহের ন্যায় জগৎ-পাতা জগদীশ্বর ইহা মানব জাতির সাধারণ-সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। অতুল বিত্ত-বিভব-শালীই হউন বা কুটীরবাসী দরিদ্রই হউন; পরম জ্ঞানবান পণ্ডিতই হউন বা অক্ষর-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত কৃষকই হউক; উজ্জ্বল কটাক্ষ-নিক্ষেপী প্রতিভাশালীই হউন বা করুণ-মুখ-কান্তি অল্প বুদ্ধিবিশিষ্টই হউন; বিবিধ উন্নতিতে শ্রী-শক্তি-সম্পন্ন জনপদবাসী সুসভ্যই হউন বা অরণ্য-পর্ব্বতনিবাসী, নগ্ন-দেহ বর্ব্বরই হউক, চরিত্র-ধনে সকলের তুল্য অধিকার। ষোড়শোপচারে রাজ-ভোগ সেবন; সমুন্নত অট্টালিকার অভ্যন্তরে স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে শয়ন; হস্তী, অশ্ব, শকটাদি আরোহণ বা মণিময় ভূষণ-পরিচ্ছদে অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত হইয়া, সুখে জীবন যাপন করা সকলের ভাগ্যে

ঘটে না। বিবিধ বিদ্যার উপার্জ্জন ও অনুশীলন সকলের আয়ত্তাধীন নহে এবং সকলেই কিছু নিউটন বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণরাজির বিকাশ সাধন, স্বাভাবিক কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুসরণ এবং বিবেকানুমোদিত পন্থাবলম্বনে জীবন যাপন করা ব্যক্তি মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত। যে সকল অদ্ভুত-কর্ম্মা, বিক্রমশালী মহাপুরুষ সময়ে সময়ে জগতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, ইহার কার্য্য-প্রবাহকে পরিবর্ত্তিত করত নূতন পথে পরিচালিত করেন, তাঁহা-দের মানসিক বল ও হৃদয়-শক্তি একান্ত অসাধারণ। তাঁহারা মানব-জাতির পথ-প্রদর্শক আলোক-রূপে জন-সমাজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এবং সাধারণ মানব তৎপ্রদর্শিত পথে গমন করে। যদ্রূপ নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ-নিচয় সুপ্রদীপ্ত সূর্য্য-মণ্ডল হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র রশ্মি ধরাতলে প্রেরণ করে, তদ্রূপ মহা তেজস্বী সাধুগণের জীবন হইতে মানব-সাধারণ চরিত্র-জ্যোতিঃ লাভ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের নিত্য-করণীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত কর্ত্তব্য-রাজিকে আলোকিত ও অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। মহাপুরুষগণ মানব-সাধারণের আদর্শ-স্বরূপ। অল্প লোকেই তাঁহা-দের ন্যায় মহত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সকলেই কিছু এই সংসারে এক কার্য্য করিতে আগমন করে না। সকলেরই ক্ষমতা ও নিয়তি স্বতন্ত্র। কিন্তু মানব মাত্রেরই এই সংসার-রূপ বিশাল কার্য্য-ক্ষেত্রে সাধ্যানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সত্য ও ন্যায়-পরায়ণতা সহকারে সম্পন্ন করিবার এবং জীবনের সামান্য

সামান্য কার্য্যেও বিবেকানুমোদিত পথে গমন করিবার শক্তি আছে।

চরিত্রের দৃষ্টান্তেই চরিত্র গঠিত হয়। সাধুতার সহিত মানবের চিরদিনই নিগূঢ় সহানুভূতি আছে। পাপ-কলুষিত ঘোর-পাষণ্ড মানবও যখন অকপট সাধুতার সম্মুখীন হয়, তখন তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন সাধুভাব সকল মেঘ-দাম-মধ্যস্থ সৌদামিনীর ন্যায়, ক্ষণমাত্রের জন্যও জাগ্রত হইয়া উঠে। নীতি-শিক্ষকের বহুবর্ষ-ব্যাপী শত সহস্র মৌখিক উপদেশে এবং রাশি রাশি গ্রন্থাধ্যয়নে যাহা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তির চরিত্রের বিদ্যুৎ-প্রভাবে তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে, অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে কতই আজন্ম-নারকী জঘন্য দুষ্ক্রিয়াসক্তি হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক সাধু পথ আশ্রয় করিয়াছে; কতই চৌর-রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হইয়াছে এবং কতই জগাই মাধাই নব-জীবন লাভ করিয়াছে। এই চরিত্র-প্রভাব প্রতি মুহূর্ত্তে মানবের পরিবার-মধ্যে, সমাজ-মধ্যে এবং জাতি-সমূহের মধ্যে নীরবে কার্য্য করিতেছে। সাধু বা অসাধু চরিত্রের অনবরত সংসর্গ এবং অনুকরণ দ্বারা, সংসারে প্রতিনিয়ত শত সহস্র মানব-জীবন গঠিত ও নিয়মিত হইতেছে। সাধু এবং সচ্চরিত্র পিতা মাতার সন্তান অসৎ সংসর্গে পতিত হইয়া, বিবিধ দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাত করিতেছে। আবার নরকের কীট-সদৃশ পাপাচারী ব্যক্তিও সাধু-চরিত্রের সংসর্গ ও প্রভাব-গুণে, প্রজ্ব

লিত হুতাশন-মধ্যস্থ অঙ্গার-সদৃশ সুন্দর বর্ণ ধারণ করিয়া, নির্ম্মল জীবন লাভ করিতেছে। এইরূপে বিদ্বন্মণ্ডলীর সহবাসে অজ্ঞানী জ্ঞান লাভ করিতেছে; উৎসাহশীল তেজস্বী ব্যক্তির চরিত্র-প্রভাবে অলস ও ভীরু ব্যক্তি প্রাণে অপরিমেয় শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিতেছে; প্রেমিক ব্যক্তির সহবাসে অপ্রেমিকের পাষাণ-সমান কঠিন ও শুষ্ক হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া মধুর প্রেম-প্রস্রবণ সৃষ্টি করিতেছে এবং স্বার্থপর ক্ষুদ্রাশয় মানব, উদার বিশ্ব-হিতৈষীর চরিত্র-প্রভাবে স্বার্থ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মানব-জাতির সেবা-রূপ গভীর অমৃতসাগরে চির-জীবনের মত নিমগ্ন হইতেছে।

গৃহই এইরূপ চরিত্র সংগঠনের প্রকৃত স্থান। যেমন বৃক্ষ-বাটিকায় নানা প্রকার বৃক্ষলতা সযত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া তথা হইতে নানা স্থানে নীত ও রোপিত হয় এবং পরিণামে উদ্যান-মধ্যে সরস ও সতেজ সৌন্দর্য্য বিকাশ পূর্ব্বক ফলশালী হয়, সেইরূপ এই মানবের গৃহাশ্রম-মধ্যে বালকবালিকাগণ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের হৃদ্গত যত্ন এবং পরিশ্রমে সুরক্ষিত ও উন্নতভাবে প্রতিপালিত হইলে, তাহা-রাই পরিণামে নরনারী-রূপে সমাজ মধ্যে আপনাদের চরিত্রের পবিত্র সৌন্দর্য্য বিকাশ পূর্ব্বক, মানব-জাতির কল্যাণ-রূপ ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে গৃহের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত পবিত্রতার বায়ু প্রবাহিত হয়; যে গৃহ সত্য এবং ন্যায়ের প্রশস্ত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; যে গৃহে আত্ম-সংযম ও আত্ম-শাস-

নের কঠোর বিধি সমূহ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পরিপালিত হয়, অথচ যেখানে স্নেহ যত্ন, শ্রদ্ধা সম্মান, সেবা, প্রেম, বিনয় এবং বাধ্যতার পরম সৌরভময় কুসুমরাশি সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে, কেবল সেইরূপ গৃহেই উল্লিখিতরূপ চরিত্র উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন গৃহ হইতে যে সকল সাধু-চরিত্র গঠিত হইয়া জন-সমাজে বহির্গত হয় তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

গৃহই সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের নিভৃত রচনালয়। এখান হইতেই নিউটন, ম্যাটসিনি, পার্কার, চৈতন্য, হাউয়ার্ড, গারফীল্ড, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মগণ চরিত্রে সংগঠিত হইয়া মানব সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরিত হন। বাস্তবিক, ইঁহারাই মানব-সমাজের আলোক-মঞ্চ-স্বরূপ। এই সকল প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাশয়গণ জীবনের ঊষাকালে স্বীয় স্বীয় জনক জননীর শিক্ষা, শাসন স্নেহ, কারুণ্য এবং পবিত্রতার কোমল প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, ইঁহারা উত্তরকালে অসাধারণ লোক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা প্রকার দোষগুণ গৃহ-মধ্যেই বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণামে মানব-সমাজে অবতীর্ণ হয়, এবং সেখানে সংক্রামিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কাল-প্রবাহের সহিত শুভ বা অশুভ ফল উৎপাদন করিতে থাকে। এখানকার অর্জ্জিত সংস্কার এবং ভাব সকল চিরদিনের জন্য মানবান্তঃকরণে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায়, যে তাহা ভবিষ্যজ্জীবনে কখনও উৎপাটিত হইবার নহে। অতএব সামাজিক এবং জাতীয়

চরিত্র-বিকাশ এই গৃহ-শিক্ষার উপরেই গূঢ় ভাবে নির্ভর করিতেছে।

চরিত্রই সমাজ-বন্ধনের গূঢ় শক্তি। ধন-বৃদ্ধি বা বিদ্যাবত্তা দ্বারা প্রকৃত সামাজিক কল্যাণ সংসাধিত হয় না। গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ দূর করিয়া সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ বা নানা শাস্ত্রের কণ্ঠস্থ আলোচনা দ্বারা সম্মান এবং প্রশংসা লাভ করার নাম সামাজিক উন্নতি নহে। কিন্তু যাহা লাভ করিলে সেই বিদ্যা ও ধনকে যথোপযুক্তরূপে নিয়োজিত করিয়া সমাজস্থ জনগণের ঐহিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ সংসাধন করা যায়, সেই চরিত্র-রত্ন সঞ্চয়ই সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির প্রধান মূল। যে সমাজে চরিত্রের আদর নাই, তাহা অন্যান্য বিষয়ে আড়ম্বরপূর্ণ এবং শ্রীবৃদ্ধিশালী হইলেও, তদভ্যন্তরে ক্রমশঃ নানাবিধ কলুষ-ব্যাধি গূঢ়-প্রবিষ্ট হইয়া অচিরেই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে।

জাতি সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন জাতি পরাক্রম বলে দেশদেশান্তরে অধিকার স্থাপন করিতে পারে, অসংখ্য জনপদ সৃষ্টি করিতে পারে এবং শিল্প-বাণিজ্যের বহুল বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু নিগূঢ় নৈতিক শক্তি ব্যতিরেকে সে জাতি কখনই প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারেনা, এবং এই মহত্ত্বে বঞ্চিত হওয়াতেই সত্বর তাহাকে অধঃ-পতিত হইতে হয়। প্রাচীন গ্রীকজাতি, জ্ঞানে ও শিল্পে, সাহসে ও বীরত্বে সুসভ্য এবং শক্তিশালী হইয়াও কেবল

নৈতিক-শক্তির অভাব বশতঃ অচিরকাল মধ্যেই উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্ত হইল। রোমক জাতি শৌর্য্যে বীর্য্যে ও সভ্যতায় মহা পরাক্রমশালী হইয়াও কেবল আত্ম-শাসনে অসমর্থ হওয়াতেই ক্রমে ক্রমে, বিলাসিতা, আমোদ-প্রিয়তা ও আলস্য-পরায়ণতার দুর্ভেদ্য জালে বিজড়িত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে তাহার জাতীয় গৌরব-রবি চিরদিনের মত অস্তমিত হইল। কেবল আত্মশাসন এবং সুশীলতার গুণেই বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য জাতি-সমূহ, অত্যল্প কাল-মধ্যেই শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ মঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য এবং সুখ স্বচ্ছন্দতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ, আত্মশাসন ও সুশীলতার গূঢ় শক্তিই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয়, সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলীভূত কারণ।

চরিত্র অবিনশ্বর সামগ্রী। জড়বস্তুর ন্যায় ইহার ধ্বংস হয়না। সাধুব্যক্তিগণের নিভৃত-চিন্তা-প্রসূত কার্য্য-সমূহ, কাল-প্রবাহের সহিত মানবের বংশ-পরম্পরা-ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এবং ব্যক্তি ও জাতি সমূহের মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক, তাহাদিগের জীবন ও চরিত্রকে সুগঠিত ও বিকশিত করে। মহাজনগণের নশ্বর দেহ লীলাবসানে অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, কিন্তু তাঁহাদের অমরাত্মগণ যুগ-প্রবাহের মধ্য দিয়া মানবজাতিকে শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। সক্রেটিশ ও প্লেটো, শুকদেব ও যাজ্ঞবল্ক্য, জনক ও যুধিষ্ঠির, শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য, রীড্‌লি ও লাটিমার, লুথার ও পার্কার, হাউয়ার্ড ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহা-

জনগণের ক্ষণ-ভঙ্গুর জড়-শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের অবিনশ্বর আত্মা মৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরাল হইতে, নীরব অথচ চির-পরিচিত মধুর-ভাষায়, অমূল্য-চরিত্রের জীবন্ত উপদেশ-সমূহ আমাদিগকে প্রতিনিয়ত উপহার প্রদান করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চরিত্র-সংগঠন।

মানব-জীবনের এই গূঢ় প্রাণপ্রদ শক্তি এবং এই নৈতিক-সৌন্দর্য্য কি উপায়ে লাভ করা যায়? ইহা পণ্যকারের বিপণিতে বিক্রীত হয় না, কিম্বা বৃক্ষশাখা-বিলম্বিত ফল-সমূহের ন্যায় প্রচুর এবং অনায়াস-লভ্যও নহে। যদিও চরিত্র মানব-জাতির সাধারণ-সম্পত্তি, দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে মানব-সাধারণের আয়ত্তাধীন, তথাপি ইহা সাধন-সাপেক্ষ। যে সকল সদ্‌গুণরাজির বীজ বিধাতা মানব-হৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন, মানব স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া, ঐকান্তিক আয়াসে, অহরহঃ তাহাতে সাধনা-রূপ প্রভূত বারি সেচন করিলে, ক্রমশঃ সে সকল সমুদ্গত, পরিপুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া মানবের মনোমধ্যে অমিত বল-সঞ্চার করে, মানবজীবনে সুবিমল সৌন্দর্য্য বিকাশ করে এবং তখনই তাঁহার শীল-সৌরভে মানব-সমাজ আমোদিত হইয়া থাকে।

কিন্তু কোন বিষয়ের সাধনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, তদ্বিষয়ক লক্ষ্য-নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন অভীষ্টই সুসিদ্ধ হইতে পারেনা। উদ্দেশ্য-হীন মানব, কর্ণ-ক্ষেপণী-বিহীন তরণীর ন্যায়, ঘটনা-রূপ বায়ু-প্রবাহ-দ্বারা বিত

হইয়া, সংসার-সমুদ্রে নিয়ত ভাসমান হইতে থাকে। লক্ষ্য-শূন্য জীবনে নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, শাসন নাই; তাহাতে কেবলই সংকল্পের পরিবর্ত্তন, কেবলই স্বেচ্ছাচার। কিন্তু যাঁহার জীবনে উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে, তিনি শৃঙ্খলা ও শাসনের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। অবস্থা-বৈচিত্র্যে তাঁহার সংকল্প-পরিবর্ত্তন ঘটে না। তিনি প্রতিদিন অটল নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আশা ও উদ্যমের সহিত সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে দৃঢ় পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকেন।

চরিত্র সাধনের লক্ষ্য কি এবং সে সাধনের প্রণালীই বা কি? মানব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে সাধুতার সুগভীর প্রস্রবণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার আবিষ্কার পূর্ব্বক, তাহার উৎস খুলিয়া দেওয়াই চরিত্র সাধনের লক্ষ্য। মানব-অন্তরের দৃঢ়, কোমল এবং কার্য্যকরী বৃত্তির বীজ-সমূহের সম্যক্ ও সমঞ্জসীভূত বিকাশই চরিত্র সাধনের লক্ষ্য। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে একাধারে সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস, আত্মশাসন প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ জাগ্রত হইয়া উঠে; দয়া, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়, এবং শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সেবা প্রভৃতির সম্যক্ বিকাশ হয়, তাহাই পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সাধনের প্রকৃষ্ট প্রণালী।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানব-চরিত্র বিকাশ লাভ করে। চরিত্র সাধনের প্রথম উপায়,—মানব মনের সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা শক্তি। যেমন গম্য-পথ জ্ঞাত হই-

লেই গন্তব্য-স্থানে উপনীত হওয়া যায়না,সেইরূপ কেবল জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই চরিত্র লাভ করা যায়না। কল্পনা-তুলিকাতে নানা সদ্‌গুণরাজি-রূপ বর্ণ দ্বারা, মানস-পটে একটী পূর্ণ-চরিত্রের সুন্দর আদর্শ অঙ্কিত করিয়া অথবা চরিত্র-সাধনের নিয়ম-সমূহ সুপরিজ্ঞাত হইয়া, সুখ-শয়নে বিশ্রাম লাভ করিলে, কখনই চরিত্র সংগঠিত হয়না। প্রাণকে দৃঢ়-সংকল্প-দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে; আপনাকে সেই সমুদায় গূঢ় সাধন-নীতির অধীন ও অনুগত করিতে হইবে; এবং বুদ্ধি-গত আদর্শকে হৃদয়ের অনুরাগ দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সজীব-সংকল্প ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, প্রতিনিয়ত তীক্ষ্ণ আত্ম-দৃষ্টি, সময়োচিত আত্মসংযম ও কঠোর আত্মশাসন-বলে স্বকীয় চিন্তা, ভাব ও কায়াকে নিয়মিত এবং পরিচালিত করেন, তিনিই অনুপম চরিত্র-রত্ন উপার্জ্জন করিতে সুসমর্থ হন।

চরিত্র সাধনের দ্বিতীয় উপায়,—অধ্যবসায়, আশা, ও উদ্যম। মানবের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন হইলেও তাহার প্রকৃতিমধ্যে এমন এক দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন আছে, যাহা সময়ে সময়ে তাহার নৈতিক গতি শক্তিকে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। কতই শুভসংকল্প লইয়া, কতই উচ্চ আদর্শ মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া মানব আশা ও উৎসাহ-ভরে, সিদ্ধি-লাভাকাঙ্ক্ষায় সংসার-ক্ষেত্রে ধাবমান হয়। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে যখন দেখিতে পায়, তাহার ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তি

পদে পদে বিষম প্রতিহত হইতেছে; শত শত প্রলোভন তাহাকে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিতেছে; প্রতি পদ-বিক্ষেপে তাহার পদস্খলন ঘটিতেছে: যখন সে দেখে শত সহস্র প্রতিকূল ঘটনা আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র শক্তির সম্মুখে দুর্ভেদ্য, সজ্জিত সৈন্যব্যূহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেছে; বাহিরের শত সহস্র ভীষণ নির্য্যাতন ও বৈরাচরণ এবং অন্তরে রিপু-কুলের প্রবল আততায়িতা তাহার প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প-সমূহকে মুহূর্ত্ত-মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছে, তখন সে সিদ্ধিলাভে ভগ্নমনোরথ এবং ক্ষোভে ও নিরাশায় একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। তাহার উৎসাহ উদ্যম পলায়ন করে এবং সে জীবনের গুরুভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, স্বীয় দুর্ব্বল প্রকৃতিকে দিবানিশি তীব্র অভিসম্পাত করিতে থাকে। কিন্তু অধ্যবসায় ও আশা-সম্পন্ন ব্যক্তি সহস্র বিঘ্ন ও প্রতিকূল ঘটনার আঘাতেও ভগ্নোদ্যম বা স্বীয় সংকল্প হইতে বিচ্যুত হন না। যতবারই তিনি বিফল-প্রযত্ন হন, ততবারই নবীন উদ্যমে ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় সংগ্রাম করিতে করিতে অভীষ্ট-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঈদৃশ অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিই প্রতিকূল অবস্থা-পরম্পরাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পরিণামে সিদ্ধি লাভ করেন, এবং বিজয়ী বীরের ন্যায় নির্ভীক-চিত্তে জগৎ-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, যুগপৎ আত্মপ্রসাদ ও মানব-জাতির শ্রদ্ধা এবং সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

চরিত্র সাধনের তৃতীয় উপায়,—সৎসঙ্গ ও সাধু-দৃষ্টান্ত।

মানবের আন্তরিক কর্ত্তৃত্বশক্তি ও দায়িত্বজ্ঞান-প্রসূত স্বতঃ-প্রবৃত্ত চেষ্টা দ্বারাই চরিত্র সংগঠিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধন-পথে সৎসঙ্গ ও সাধু-দৃষ্টান্ত সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। চরিত্রশালী ব্যক্তির জীবন দর্শনেই অন্তর্নিহিত উৎকৃষ্ট বৃত্তি-সমূহ জাগ্রত হইয়া সজীবতা লাভ করে; আদর্শ পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হয় এবং তদনুরূপ জীবন লাভে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অঙ্গার যেমন প্রজ্বলিত বহ্নির অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হইলে, অচিরেই অগ্নিবর্ণ ধারণ করে; ক্ষুদ্র তিল যেমন যূথিকা, বেল, গোলাপ প্রভৃতি কুসুমের গাঢ়-সংস্পর্শে তৎ-সৌরভে অনুগন্ধিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ মানব সাধুজন-সহবাসে, আপনার অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে সাধু-চরিত্রের অনুকরণ করে এবং অচিরেই তাহার হৃদয় বিমল সাধুতায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে :—

"বস্ত্রমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পানামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥"

অর্থ,—যদ্রূপ পুষ্পের সহিত অবস্থিতি নিবন্ধন তাহার সৌরভ বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমিকে সুবাসিত করে, সংসর্গজাত গুণও তদ্রূপ।

সাধু-জীবনে চৌম্বকাকর্ষণের ন্যায় কি এক প্রকার শক্তি আছে, যাহা মানব মাত্রেরই হৃদয়কে অলক্ষ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনাতে সংলগ্ন করিয়া ফেলে। মানব যখন কর্ত্তব্য-পথে চলিতে চলিতে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে, তখন

সাধুজীবনের দৃষ্টান্তই তাহাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেয়। সে যখন প্রলোভনে পতিত হইয়া, প্রবৃত্তির আকর্ষণে পাপের পঙ্কিল প্রবাহে প্রবলবেগে নীয়মান হয়, এবং আত্মশক্তি-বলে সন্তরণ করিয়া পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতে করিতে যখন তাহার তরঙ্গ-প্রহত ক্লান্ত হৃদয় ক্রমশঃই গভীর হইতে গভীরতর সলিলে নিমগ্ন হইতে থাকে, তখন কেবল সাধু-সঙ্গ-রূপ তরণীদ্বারাই সেই হতভাগ্যের উদ্ধার সাধন হইয়া থাকে। যখন প্রবল বিঘ্নরাশি মানবের কর্ত্তব্যপথকে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র শক্তিকে বারংবার প্রহত করিতে থাকে, এবং আত্মাদর ও স্বাবলম্বন শক্তিকে বিনষ্ট-প্রায় করিয়া, তাহার মনকে ঘোর নৈরাশ্যে নিক্ষিপ্ত করে, তখন কেবল সাধু-দৃষ্টান্তের নিগূঢ় প্রভাব-গুণেই সে তাহার লুপ্ত-প্রায় মনোবল এবং আশা ও উৎসাহ পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

চরিত্র সাধনের চতুর্থ ও সর্ব্বপ্রধান উপায় বিবেক-পরায়ণতা। দৃঢ়-সংকল্প, অধ্যবসায়, উদ্যম, সৎসঙ্গ ও সাধুদৃষ্টান্ত চরিত্র-সাধনের উপায় বটে, কিন্তু সে সকল পরোক্ষ ও বাহ্যিক। মানবের সংকল্প ও উদ্যম, স্রোতস্বিনীর জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রবল বেগে উদ্বেলিত হয়, কিন্তু আবার কিছুকাল পরে হয়ত দৃষ্ট হয়, সেই উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; উৎসাহের অবসানে, আবার জীবনের শিথিল, অলসতাময় প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধু-দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্জ্জীব প্রাণ সজীবতা লাভ করে বটে, কিন্তু হয়ত আবার

কিছুকাল পরে তাহার উত্তেজনা-শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। সৎসঙ্গ দ্বারা মানব-মন পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু অগ্নি হইতে উত্তোলিত অঙ্গারের ন্যায়, তাহা অচিরেই স্বীয় স্বাভাবিক বর্ণ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই ব্যক্তি, এক সময়ে দৃঢ়সংকল্প ও উদ্যমে সঞ্জীবিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সাধনা করিতেছে, আবার অন্য সময়ে প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, ভগ্নোদ্যম ও হীনতেজ হইয়া, ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় ভূমি-তলে অবলুণ্ঠিত হইতেছে। একই ব্যক্তি, এক সময়ে সদ্দৃষ্টান্ত ও সাধু-সঙ্গ প্রভাবে, পবিত্রতা ও সাধুতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছে, আবার অন্য সময়ে সৎসংসর্গে বঞ্চিত হইয়া, প্রলোভনের কুহক-জালে জড়িত হইতেছে, এবং এরূপ দুষ্কর্ম্ম-সমূহে আপনাকে লিপ্ত করিতেছে, যাহা তাহার পূর্ব্ব-জীবনে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এইরূপ উত্থান পতন সংসারে সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তবে কি এমন কোন উপায় নাই যাহা অবলম্বন করিয়া মানব, চরিত্রের উচ্চ সোপানে চির-প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়? হাঁ, অবশ্যই আছে। তাহা বিবেক-পরায়ণতা। মানব-জীবনের রচয়িতা ও নিয়ন্তা তাহার মানসাভ্যন্তরে এমন এক আলোক চির-প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা তাহার চিন্তা, ভাব ও কার্য্য-সমূহকে সংসারক্ষেত্রে নিয়ত পথ-প্রদর্শন করিতেছে। ইহা কখনও নির্ব্বাপিত হইতে জানে না, কেবল আমরা প্রবৃত্তি-রূপ আবর্জ্জনারাশি দ্বারা ইহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখি মাত্র। এই আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত হইলে

দেখিতে পাই, ইহা ধ্রুব-নক্ষত্রের ন্যায় আমাদের হৃদয়াকাশে চির-জাগ্রত রহিয়াছে। ইহা যে কেবল মানবকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে তাহা নহে, কিন্তু পবিত্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবার জন্য মানব-প্রাণকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা করে এবং ইহার একান্ত অনুগত ব্যক্তির মনে দুর্জ্জয় সাহস ও বলের সঞ্চার করে। ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা অন্যায় ও অসাধু কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিতেছে। কাহার সাধ্য মানবহৃদয়ের এই অজেয় বিবেক-বাণীকে প্রতি-রুদ্ধ করে? মহাত্মা থিওডোর পার্কার বাল্যকালে একদিন যষ্টি-দ্বারা একটী ক্ষুদ্র কূর্ম্ম-শাবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সেই সরল শিশুর হৃদয় মধ্য হইতে এই বিবেক-বাণী তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল। এই মহাত্মা উত্তর কালে বিবেকবাণীর অনুপ্রাণনে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং ইহাই সেই জীবন-সঙ্কটময় সংস্কার কার্য্যে, তাঁহার হৃদয়ে অজেয় শক্তি ও তেজের সঞ্চার করিয়া,পরিণামে তাঁহাকে বিজয়-মুকুটে সুশোভিত করিয়াছিল। এই বিবেকবাণীই প্রতিনিয়ত মানবকে তাহার উদ্দেশ্য-পথে চলিবার জন্য আদেশ করিতেছে। আমরা যদি বিবেকের অনুগত হইয়া স্বীয় স্বীয় জীবনে সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভ হয়। আর যদি কুপ্রবৃত্তির পরা-মর্শে বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে আমরা স্বার্থপরতা, নীচতা ও অসাধুতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, মানব নামে কলঙ্ক অর্পণ

করি। মার্কিন দেশীয় সাধু এমারসন বলিয়াছেন "আমরা যাহাকে সচরাচর মানব বলি—যে মানব আহার করে, পান করে, কৃষি-কার্য্য করে, ব্যবসায় বাণিজ্য করে, সে মানব প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করে না। সেই মানবকে আমরা শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু মানব-জীবন যে শক্তির যন্ত্রস্বরূপ সেই আত্মা যখন তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহারই সম্মুখে আমরা শ্রদ্ধাভরে অবনত হই। সেই শক্তি যখন মানবের বুদ্ধিকে অধিকার করে, তখন তাহা প্রতিভারূপে পরিণত হয়; যখন মানবের ইচ্ছাশক্তিকে অনুপ্রাণিত করে, তখন তাহা হইতে সাধুতার আভা প্রকাশ পায় এবং যখন মানবের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা হইতে নির্ম্মল প্রেম-ধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।"

হে মানব, একবার আপনার অহঙ্কার ও বাসনার আবর্জ্জনাকে বিদূরিত কর, স্বায় অন্তর মধ্যে বিবেকের উজ্জ্বল আলোক দর্শন করিবে এবং সেই আলোকে তোমার জীবনের লক্ষ্য-পথ প্রকাশিত হইবে। একবার প্রবৃত্তির কোলাহলকে প্রশান্ত কর, গভীর হৃদয়-কন্দরে বিবেকের মধুর বাণী শ্রবণ করিবে, অনন্ত সাধুতার প্রস্রবণ তোমার হৃদয়ে উৎসারিত হইবে। একবার আপনার শক্তির ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া বিবেকের অনুগত হও, প্রাণমধ্যে সেই দুর্জ্জয় শক্তি, সেই অদম্য তেজ স্ফূর্ত্তি পাইবে; সেই আত্মসম্মান ও স্বাবলম্বন শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে, যাহার সম্মুখে সংসারের সহস্র সহস্র বিঘ্ন, বিপত্তি, অত্যাচার ও ভ্রূকুটি

শূন্যে বিলীন হইয়া, তোমার কর্ত্তব্য পথকে সুপরিষ্কৃত করিয়া দিবে। একবার এই বিবেককে অবাধে আপনার জীবনে আধিপত্য প্রদান কর, দেখিবে শত শত সাধুর সাধুতা তোমার হৃদয়ে ঘনীভূত হইতেছে; বহুল দৃষ্টান্তের অনুকরণে যে চরিত্র-সংগঠন সম্পন্ন হয় নাই, তাহা মুহূর্ত্ত-মধ্যে অনায়াসে সংসাধিত হইবে; প্রাণ-মধ্যে আশা-পবন চির-প্রবাহিত হইবে এবং প্রত্যহ ঊষালোকে যখন বহির্জগতে কুসুমসমূহ বিকশিত ও বিহঙ্গসঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তখন তোমারও অন্তর-রাজ্যে নবীন উদ্যম ও নবীন তেজ প্রস্ফুরিত হইতে থাকিবে। একবার এই বিবেকবাণীর অনুগত হও, তাহা হইলে সুখে দুঃখে অভিভূত হইবে না, অটল চরিত্রে চির-প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যে কার্য্যের জন্য জগতে প্রেরিত হইয়াছ অনায়াসে তাহা সম্পাদনপূর্ব্বক, বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংসর্গ, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ।

সচরাচর জগতে দ্বিবিধ প্রকৃতি-সম্পন্ন মানব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগতের মহাজনগণ প্রথম শ্রেণীর মানব। তাঁহারা উজ্জ্বল প্রতিভা, অমিত তেজ এবং অজেয় শক্তি ও সাহস লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সর্ব্বপ্রকার অনুকরণের অতীত হইয়া, স্বকীয় মৌলিকতায় প্রতিষ্ঠিত হন, এবং স্বীয় চরিত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে মানব সমাজের চিন্তা, ভাব ও কার্য্যপরম্পরাকে পরিচালিত করিয়া জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শাক্যসিংহ, চৈতন্যদেব, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, মার্টিনলুথার, ইঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত। ঈদৃশ মানবের সংখ্যা জগতে অধিক নহে, অপিচ ইঁহারাই মানব সমাজের প্রাণস্বরূপ।

সাধারণ মানবগণ দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের প্রকৃতি একান্ত পরমুখাপেক্ষী। মহাজনগণ-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপরিধির অভ্যন্তরে অবিচারিত আবর্ত্তন এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের জীবনের অনুকরণ দ্বারা মানব-সাধারণের চরিত্র গঠিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত মহাপুরুষগণের শক্তি ও

প্রতিভা স্বভাব-সিদ্ধ এবং অটল। কিন্তু সাধারণ মানবের জ্ঞান ও শক্তির স্ফূরণ সাধন-সাপেক্ষ এবং উত্থান-পতনশীল। প্রথম শ্রেণীর মানব ঘটনা-রাজির নিবিড় তমোরাশিকে ভেদ করিয়া, প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় জগৎ-বক্ষে স্বীয় মহত্ত্বের উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবের চরিত্র-শক্তির মৃদু-স্ফূরণ—তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষীণালোক, নিয়তই ঘটনা-তিমির-জাল-সমাচ্ছন্ন হইয়া, পরিম্লান হইয়া পড়ে। ফলতঃ প্রাগুক্ত মহাত্মগণ শেষোক্ত মানবগণের নেতা ও পথ-প্রদর্শক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে ঃ—

> যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

> অর্থ,—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন সাধারণ লোকও সেইরূপ আচরণ করে। তিনি যাহা (বিহিত) প্রমাণ করেন সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে।"

বাষ্পীয়-যানের পুরোগামী যন্ত্র-শকট স্বীয় পশ্চাদ্বর্ত্তী শকট-মালাকে যে পথে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হয়, তাহারা যেমন সেই পথেরই অনুগমন করে, তদ্রূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন মানব, সাধারণ নরকুলকে যে পথে আকর্ষণ করেন, তাহারা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত মানবগণের প্রকৃতি, গতি ও নিয়তি হইতে শেষোক্ত মানব-কুলের প্রকৃতি, গতি ও নিয়তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মানব-প্রকৃতি চির-অনুকরণশীল। পার্শ্ববর্ত্তী চরিত্র ও জীব-

নের অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। উদ্ভিদ যেরূপ মূল দ্বারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি হইতে রসবিশোষণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আপনার দেহকে পরিপুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত করে, মানব তদ্রূপ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চরিত্র-সমূহের অনুকরণ দ্বারা স্বকীয় চরিত্রকে সঙ্গঠিত করিতেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পরস্পরের অজ্ঞাতসারে, পরস্পরের চিন্তা ভাব, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, অঙ্গভঙ্গী, বাক্‌প্রণালী প্রভৃতির অনুকরণ করিতেছে। অনেকে বলেন,তৈলপায়িকা কঞ্চুকীটের* কবলে ধৃত হইয়া স্বীয় আকারের পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাহারই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তদ্রূপ মানব, সংসর্গ ও অনুকরণ প্রভাবে অনেকাংশে একে অপরের প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া উঠে। এই অনুকরণ-বৃত্তি বাল্যকালে একান্ত প্রবল থাকে, সুতরাং মসী-শোষক কাগজের ন্যায় চকিত-মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী দোষ বা গুণ অনুশোষণ করিয়া ফেলে। এই সকল দোষ-গুণের পুনঃ পুনঃ অনুকরণ ও অভ্যাস দ্বারাই সু বা কু-চরিত্র সঙ্গঠিত হইয়া ভবিষ্য-জীবনে দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। জীবনের ঊষাকালে মানব-হৃদয়ে যে ভাব বা যে চিন্তা অঙ্কিত হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিসর ও গভীরতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সে আজীবন তদনুসারেই আচরণ করিয়া থাকে। অতএব বাল্যকাল হইতেই মানবকে সাধু-ব্যক্তিগণের সংসর্গে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

* 'কঞ্চুকীট'—কাঁচপোকা।

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ"—এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটীর মধ্যে মহামূল্য সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধু চরিত্রে এমন এক নৈতিক উত্তাপ বিদ্যমান আছে, যাহা তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইবামাত্রই শীতল প্রাণে উষ্ণতার সঞ্চার করে। সাধু-জীবনে চক্ষুর অগোচর এমন এক সৌন্দর্য্য আছে যাহা কেবল হৃদয়েই অনুভূত হইয়া থাকে। মানব তাহা অনুভব করিবা-মাত্রই শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং স্বকীয় জীবনে তাহা প্রকটিত করিবার জন্য স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে, অসাধু-চরিত্র-ব্যক্তি মানবসমাজে নিয়ত কদর্য্যতা ও অপবিত্রতার তীব্র কালকূট উদ্গীরণ করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র লোকের সহবাস ও অনুকরণ দ্বারা মানব-জীবন পাপ-কলঙ্ক-দূষিত হইয়া নানাপ্রকার কুৎসিত ও গ্লানিজনক কার্য্যে অনুলিপ্ত হয়।

সঙ্গিগণের দ্বারাই মানবের প্রকৃতি, রুচি ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্বানেরই সংসর্গ আকাঙ্ক্ষা করেন। সত্য-পরায়ণ সাধুর পক্ষে মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী ব্যক্তির সহবাস কি পীড়াদায়ক! ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার সম-পদস্থ ব্যক্তির সহিতই সখ্য স্থাপন করে। প্রবঞ্চক ও শঠ-ব্যক্তি সমব্যবসায়ীর বঞ্চনা-চাতুর্য্যের প্রশংসা করে এবং মদ্যপায়ী মদ্যপায়ীর সংসর্গই অন্বেষণ করিয়া থাকে। চৌর কখন সাধুর সহবাস প্রার্থনা করে না, গণ্ডমূর্খ ব্যক্তি জ্ঞানীর জ্ঞানালোচনার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তৎসন্নিধান হইতে পলায়ন-

পর হয় এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তি ধার্ম্মিকের চরিত্র-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকারে গিয়া লুক্কায়িত হয়। সম-প্রকৃতিক ও সম-চরিত্র ব্যক্তিগণ,সাক্ষাৎকারে আপনাদের অভীষ্ট বিষয়েরই কথোপকথন করিয়া থাকে। তাহাদের পরস্পরের চিন্তা ও ভাব তাহাদের নিত্যসঙ্গী হয় এবং পরস্পরের কার্য্যকলাপ নিভৃতে তাহাদের স্মৃতি ও চিন্তার উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে।

সাধু-চরিত্রে যেমন এক প্রকার তেজ আছে, যাহা মানব-হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, অসাধু-চরিত্রে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তেমনি এক প্রকার তীব্র শক্তি আছে, যাহা দুর্ব্বল-প্রকৃতিতে তড়িৎ-গতিতে সংক্রামিত হইয়া মন এবং হৃদয় মধ্যে বিষ-প্রবাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের সহবাস দূরে থাকুক, তাহাদের সহিত বাক্যালাপও সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। সেনেকা বলিয়াছেন—"এইরূপ বাক্যালাপে তৎক্ষণাৎ কোন কুফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু এরূপস্থলে অসাধু ব্যক্তি কোমল অন্তঃকরণে বিষ-বীজ বপন করিয়া দেয়। উহা যে নিভৃতে হৃদয়-ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়া, পরিণামে বিশাল বিষ-বৃক্ষে পরিণত হইবে, ইহা সুনিশ্চয়।"

পক্ষান্তরে সৎপ্রসঙ্গের ভিতর দিয়া সাধুতার শক্তি শ্রোতৃ-বর্গের হৃদয়ে প্রভূত রূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কে না অবগত আছেন যে, যাত্রাভিনয়, কথকতা, সঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা মহত্ত্ব ও সাধুতার জীবন্ত আদর্শ-নিচয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের হৃদয়েই

অত্যাশ্চর্য্যরূপে পবিত্রতা ও সাধুতার সঞ্চার করিয়া থাকে?
আমাদের দেশে প্রবাদ আছে :—

"পড়াবি তো পড়া পো,
নইলে সভা মাঝে থো।"

যদি কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিতে সুযোগ প্রাপ্ত নাও হন, কিন্তু নিয়ত আপনাকে সৎপ্রসঙ্গমধ্যে নিমজ্জিত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তদ্দারাই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ ফল লাভ হইয়া থাকে। হিতোপদেশ কহেন :—

"জাড্যং ধিয়োহরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সঙ্গঃ সতাং কথয় কিং ন করোতি পুংসাং॥"

অর্থ,—সৎলোকের সহবাস বুদ্ধির জড়তা হরণ করে; বাক্যে সত্য সিঞ্চন করে; সম্মানবৃদ্ধি বিষয়ে উপদেশ দান করে; পাপ মোচন করে; চিত্ত প্রসন্ন করে এবং চতুর্দ্দিকে যশ বিকীর্ণ করে। অতএব বল, সৎসঙ্গে মানবের কি না উপকার করে?

বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধাভাজন গুরুজনগণ যেখানে ধর্ম্মের, নীতির ও সদনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ করেন, যে সকল বালক ও যুবকগণ তৎ-পার্শ্বে নীরবে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে সেই সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে, তাহাদের চরিত্রমধ্যে প্রায়ই উচ্চাশয়তা, বিনয়, আত্ম-সংযম এবং প্রগাঢ় সাধুতানুরাগ, শুক্লপক্ষের শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

সৎপ্রসঙ্গের এক প্রকার সম্মোহনী-শক্তি আছে। অনেক শুষ্ক-হৃদয়, লঘুচেতা ব্যক্তি দূর হইতে সাধুপ্রসঙ্গের প্রতি তীব্র ভ্রূকুটি নিক্ষেপ এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহারা কখন ইহার উত্তাপময় গাম্ভীর্য্যের সীমান্তর্গত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরব ও নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং তাহাদের শুষ্ক কঠোর হৃদয়ও সৎ-প্রসঙ্গের গূঢ়শক্তি-প্রভাবে বিগলিত হইয়া যায়। ভীম-কলেবর, পাষণ্ড-প্রকৃতি, দুর্দ্ধর্ষ জগাই মাধাই ভক্তদলের ধর্ম্ম ও সাধু-প্রসঙ্গে বিদ্বেষ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি কতই না অত্যাচার করিত; নিয়ত সাধু সজ্জনের কতই না নিগ্রহ করিত। ঈদৃশ পাষাণ-সমান মানব-হৃদয়ও জীবন্ত সাধুতা-প্রভাবে বিগলিত হইয়াছিল, এবং সাধু সংসর্গ ও সৎপ্রসঙ্গের নির্ম্মল বায়ুতে অনবরত বাস করিয়া, অবশেষে দেবত্ব লাভ করিয়াছিল।

সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতি দ্বারা অনেক সময় চরিত্র গঠিত ও শাসিত হইতে দেখা যায়। অন্তরঙ্গ বন্ধুর সদ্‌গুণ ও সাধুতা অন্য বন্ধুর হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহার জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া অজ্ঞাতসারে চরিত্রকে সঞ্জীবিত ও অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। ইয়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ টিণ্ডল সাহেব তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ ফ্যারাডের সহিত একদিন সায়ংকাল যাপনান্তর তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া তদ্বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—"তাঁহার কার্য্যদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কিন্তু তাঁহার সহবাসে হৃদয় বিমোহিত ও সঞ্জ

হয়। তিনি একজন মহাক্ষমতাশালী ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। আমি ক্ষমতার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে, ক্ষমতার সহিত কোমলতা, বিনয় ও মাধুর্য্যের সমাবেশ হইয়া যে আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমি কখন বিস্মৃত হইব না।”

সৌহার্দ্দ্যের কোমল প্রভাবে কত মদ্যপায়ী মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছে, কত কুক্রিয়াসক্ত দুর্জ্জন কুপথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, কত অধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছে। সহানুভূতি ও মমতার এমনই মোহিনী শক্তি, যে পাষাণ-প্রকৃতিও ইহার স্পর্শে বিগলিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আকণ্ঠ পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন; দুশ্চরিত্রের তীব্র দুর্গন্ধে লোকে যাহার সমীপবর্ত্তী হইতেও নাসিকা কুঞ্চিত করে; যে সমাজের ঘৃণিত, পদদলিত ও পরিত্যক্ত; স্বীয় মনের তীব্র তিরস্কার এবং জনসমাজের নির্ম্মম নিপীড়নেও যে অভ্যস্ত পাপ-পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, একবার তোমার কোমল দৃষ্টি তাহার মুখমণ্ডলে স্থাপিত কর; একবার সেই ঘৃণার্হকে সস্নেহ-মধুর-বচনে সম্বোধন কর; একবার তাহার প্রতি মমতা প্রকাশ কর, তাহার দুরবস্থায় গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন কর—দেখিবে তোমার সেই স্নেহ মমতা, তোমার সেই সহানুভূতি তাহার মর্ম্ম-স্থানকে স্পর্শ করিয়াছে; তাহার জীবনের নিভৃত তন্ত্রী ধীরে ধীরে ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়াছে; তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সাধুভাব ও সুপ্ত সংকল্প-শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; শত শাসন ও উৎপীড়নেও যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, তোমার

অকপট এবং প্রগাঢ় মমতা দ্বারা তাহা অনায়াসেই সংসাধিত হইয়াছে ; তোমার গভীর সহানুভূতি তাহার পাষাণ চক্ষুতে অশ্রু-প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সেই অশ্রু-প্রবাহ তাহার পাপ মলিনতা ধৌত করিয়া তাহাকে দেবত্ব প্রদান করিয়াছে।

সাধু মহাজনদিগের জীবন-চরিত অধ্যয়নদ্বারাও চরিত্র-সঙ্গঠনের যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে। সাধুজীবনে যে সকল ভাব ও কার্য্য প্রকটিত হয়, তাহা পাঠ করিতে করিতে কি এক অব্যক্ত যোগে তত্তদ্ভাব ও অনুষ্ঠানাকাঙ্ক্ষা স্বতঃই পাঠকের হৃদয়ে সমুত্থিত হইতে থাকে। রাণা প্রতাপ সিংহ, রাজ সিংহ, পৃথ্বীরাজ, প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণের স্বদেশানুরাগের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে এবং হৃদয় স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। আমরা কল্পনা-চক্ষে আপনাদিগকে যেন সেই অতীতের চিতোর-ভূমিতে উপস্থিত দেখিতে পাই ; জন্ম-ভূমি-প্রেমিক রাজপুত বীরগণের চিতোর-গৌরব যেন আমাদের ধমনীতে ধমনীতে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমরা সেই মুহূর্ত্তের জন্য বর্ত্তমানের উপলব্ধি বিস্মৃত হই। শাক্যসিংহের জীবনী পাঠ করিতে করিতে, তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য, তাঁহার কঠোর সাধন, তাঁহার সুকোমল প্রশান্ত করুণা-কাহিনী আমাদের অন্তরে কি এক ঔদাস্য-মিশ্রিত বিস্ময় ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয় এবং হৃদয়ে পবিত্র শান্তি-ময় কারুণ্য-রসের মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া ক্ষণকালের জন্য সংসার, বিত্ত, পরিজন প্রভৃতির

চিন্তাকে বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখে। পুণ্যশীল অশোক রাজার জীবন-চরিত পাঠ করিতে করিতে আমরা কল্পনারথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা যেন প্রাচীন বিহার-ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হই। তথাকার পান্থ-শালা, পশুনিবাস, পীড়িতাশ্রম, সুদীর্ঘ নির্ম্মল সরোবর, তরুরাজির ঘনচ্ছায়াশীতল সুপ্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম, বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলি, নির্জ্জন বৌদ্ধ মঠসমূহ, শাক্যের উপদেশ খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ-রাজি প্রভৃতির মধ্যে মানস-বিহার করিতে থাকি, এবং এই কীর্ত্তি-নিচয় পরিস্বচ্ছ হইয়া আমাদের মধ্যে সেই পুণ্য চরিত্রের অমরাত্মাকে প্রকাশিত করিতে থাকে। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিতে করিতে, ভাব-যোগের নিয়মানু-সারে আমাদের মনে স্বতঃই স্বাবলম্বন,তেজ ও সাহসের আবির্ভাব হয় ও তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা, তাঁহার করুণা-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমাদেরও হৃদয় কারুণ্য-রসে বিগলিত হয় ; আমরা বাস্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকি এবং দীন দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনের শত শত আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়উদ্যানে শুভ্র যূথিকারাশির ন্যায় যুগপৎ বিকশিত হইয়া উঠে। সেইরূপ যাঁহারা সত্য এবং ন্যায়কে জগতে প্রতিষ্ঠিত করি-বার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে আমাদের অন্তরে ন্যায় ও সত্যের প্রতি অনুরাগ বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক হয়। সংযমীর আত্ম-

সংযম ও আত্মনিগ্রহের কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে আত্মসংযম ও আত্মশাসনাকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে এবং বিশ্ব-হিতৈষীর অদ্ভুত আত্ম-ত্যাগজনিত শত শত জনহিতকর অনু-ষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণও সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বপ্রেমের আভাস উপলব্ধি করে।

সাধু ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি বা আলেখ্য দর্শনে হৃদয়ে সাধু আকাঙ্ক্ষা ও পবিত্র ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। গৃহভিত্তি-বিলম্বিত সাধুর আলেখ্য দর্শনে তদীয় সাধুভাব ও সদ্‌গুণ নিচয় আমাদের স্মৃতি-পথারূঢ় হয় এবং আমাদের অন্তরকে তত্তদ্‌গুণে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। কোন ভক্তিভাজন সাধুর প্রতিমূর্ত্তির সম্মু-খেও আমরা যদি নিয়ত বিদ্যমান থাকি তাহা হইলে আমাদের চিন্তা, ভাব ও কার্য্য নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয়। পিয়ার্টাশ বলিয়া-ছেন ঃ—"যে ব্যক্তির সম্মুখে আমরা কুকার্য্য করিতে লজ্জিত হই, তাঁহার চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইলেও আমাদের কুচিন্তা পলায়ন করে।"

কিন্তু সজ্জনের সঙ্গ দ্বারা মানব যে উপকার লাভ করে তাহা চির-স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ আমরা সাধু সঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ও সদনুষ্ঠানের মধ্যে বাস করি, ততক্ষণই তৎসমূহ আমাদের মন ও হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং ততক্ষণই আমরা মনোমধ্যে উজ্জ্বল জীবনাদর্শ কল্পনা করি। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি ও প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অল্লাধিক সময়ের মধ্যে আমাদের

উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া পড়ে, অনুকরণশক্তি নিস্তেজ হয়, আদর্শ ম্লান হইতে ম্লানতর ভাব ধারণ করে, এবং জীবন ক্রমশঃ শিথিল ভাবাপন্ন হইতে থাকে। আমরা পুনরায় অসাড় হৃদয়ে, তৈলকারের বলীবর্দ্দের ন্যায় দিনের পর দিন প্রবৃত্তির চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে থাকি। সাধুতার সাময়িক উচ্ছ্বাস বা সদাকাঙ্ক্ষার তরঙ্গময় আকুলতা, সৌদামিনীর বিলাসলাস্যের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। চরিত্রগত সাধুতা, সূর্য্যমণ্ডলের স্বকীয় তেজোরাশির ন্যায় মানবের নিজস্ব সম্পত্তি; সংসর্গলব্ধ সাধুতা কাচ-ফলকে প্রতিভাত সূর্য্য-রশ্মির দীপ্তির ন্যায় অতিভাস্বর কিন্তু স্থায়িত্ব-বিহীন। কোন কোন মানবপ্রকৃতিবিৎ পণ্ডিত বলেন, যাহার যে প্রকৃতি সে তদনুসারেই জীবন যাপন করে। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই মতের মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাও সত্য যে চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী চরিত্রের প্রতিনিয়ত অনুকরণ দ্বারা অধিকাংশ মানবের চরিত্র রচিত হইয়া থাকে। যেমন ভূতত্ত্ববিৎ ভূপৃষ্ঠের কোন স্থান খনন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন উপাদানের বহুতর স্তর-নিচয় দৃষ্টিগোচর করেন, তদ্রূপ কোন মনস্তত্ত্ববিৎ, সূক্ষ্ম-চিন্তারূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, যদি একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ ব্যক্তির বর্ত্তমান চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তন্মধ্যে তাহার মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর ব্যক্তির চরিত্রের বাল্যাবধি অনুকরণ ও অভ্যাসরূপ

বিচিত্র স্তররাজি উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। মহাজনগণের চরিত্র স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু সাধারণ মানবের চরিত্র অনুকরণ ও অভ্যাস দ্বারাই সংরচিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যেরূপ চরিত্র লাভ করিতে বাসনা করি আমাদিগকে তদনুরূপ আদর্শেরই অনুকরণ করিতে হইবে। যে জীবন, যে চরিত্র দর্শনে আমাদের অন্তরে স্বতঃই অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, আমাদিগের চিন্তা ও ভাব-নিচয় পরিতৃপ্তি লাভ করে, এবং স্বয়ং তদনুরূপ হইবার জন্য আগ্রহপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়, তাহাই আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। বালক যদ্রূপ আদর্শলিপি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, স্বীয় লিপি পুস্তকে, তদনুলিপি অঙ্কিত করিতে থাকে, তদ্রূপ আমাদিগকেও সত্যের আদর্শ, ন্যায়ের আদর্শ, ক্ষমা ও বিনয়ের আদর্শ, সাহস ও তেজস্বিতার আদর্শ, দয়া ও সেবার আদর্শ প্রভৃতি সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তৎসমুদায়ের অনুকরণ দ্বারা স্বকীয় জীবনকে অনুগঠিত করিতে হইবে। যদ্রূপ বিন্দু বিন্দু বারি নিপতিত হইয়া কুম্ভকে পূর্ণ করে, অথবা একটির পর আর একটি মুক্তাফল গ্রথিত হইয়া সুন্দর মুক্তাহার রচিত হয়, তদ্রূপ দিনের পর দিন সাধুচরিত্রের অনুকরণ ও সদনুষ্ঠানের অভ্যাস দ্বারাই আমরা অভীপ্সিত চরিত্র লাভ করিতে সমর্থ হই। যেমন সূর্য্যমণি কাচে রবি-কিরণমালা ঘনীভূত হইলে, উহা যে বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহাকে প্রজ্বলিত করে, তদ্রূপ অনবরত অনুকরণ ও অভ্যাস-সঞ্চিত চরিত্রশক্তির উত্তাপও আমাদিগের জীবনকে তেজোময় করিয়া থাকে।

অভ্যাস মানবের মহোপকারী বন্ধু। ইংরাজিতে একটি বাক্য আছে তাহার অর্থ এই "অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি।" ইহা অতি সার কথা। প্রথমতঃ যাহা সম্পন্ন করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, অভ্যাসের গুণে পরিণামে তাহাই সহজ-সাধ্য হইয়া যায়। আদর্শ দর্শনে আমাদের অন্তর পুলকিত হয়, কিন্তু তদনু-করণে আমাদের শক্তির ক্ষুদ্রত্ব ও অযোগ্যতা অনুভব করিয়া, আমরা নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হই। কিন্তু প্রতিদিন অটল অধ্যবসায় সহকারে লক্ষ্যস্থানীয় সদ্গুণের বা কার্য্যের অভ্যাস করিলে, পরিণামে তাহাই প্রকৃতি-রূপে পরিণত হয়। অবশ্য সকল সময় আমরা প্রাণগত চেষ্টা এবং যত্নসত্ত্বেও আশানুরূপ ফল লাভে কৃতকার্য্য হই না। এস্থলে হতাশ ও উদ্যমহীন না হইয়া আশা-পূর্ণ অন্তরে, অধ্যবসায় ও উদ্যমকে জীবনের নিত্য সহচর করিতে হইবে। অন্তর মধ্যে আদর্শকে অক্ষুণ্ণভাবে সঞ্জীবিত রাখিয়া, সাধু চরিত্রকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া প্রভূত আশা, উদ্যম, ও অধ্যবসায় সহকারে সাধু চিন্তা, সৎপ্রসঙ্গ ও সদনু-ষ্ঠানের অভ্যাস কর, প্রকৃত মহত্ত্ব—প্রকৃত জীবন লাভে সিদ্ধ-কাম হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

গৃহ শিক্ষা।

গৃহমধ্যেই চরিত্র বিকাশের প্রথম আরম্ভ হয়। অস্ফুট কুসুম-কলিকাসদৃশ মানবাত্মা স্বীয় অভ্যন্তরে সদ্গুণপরিমলের প্রচ্ছন্ন ভাণ্ডার লইয়া গৃহ উদ্যানে প্রেরিত হয়, এবং জনক জননীর স্নেহ পবনের মৃদুমধুর হিল্লোলে, সোদর সোদরার আদর যত্নের কোমল শিশির-কণা সিঞ্চনে, আত্মীয় পরিজনবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষার সুস্নিগ্ধ আলোকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

শিশু জগতে জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই তাহার শিক্ষা আরব্ধ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যেন তাহার নিকট কোন নবীন জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তাহার চক্ষুর নিকট প্রথমতঃ সকলই অভিনব, সকলই অত্যদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তৎপরে, তাহার জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সে গৃহের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ ও তুলনা প্রভৃতি দ্বারা নীরবে বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিতে থাকে। প্রতিদিন তাহার ইন্দ্রিয় সকল বিচিত্র রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে এবং বাহ্য ও অন্তর্জগতের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাহার অন্তরে অজ্ঞাত-

সারে বিন্দু বিন্দু করিয়া বিবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতে থাকে। পণ্ডিত চূড়ামণি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন "যিনি একান্ত মনোযোগ সহকারে, শিশুর বিস্ফারিত নেত্রে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্য সমূহের তীক্ষ্ণ বিলোকন নিরীক্ষণ করিয়াছেন তিনিই বিশেষ-রূপে অবগত আছেন যে আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে তাহার শিক্ষা এই কোমল বয়স হইতেই আরম্ভ হয়, এবং যিনি দেখিয়া-ছেন, শিশু তৎসন্নিহিত তাবৎ বস্তুর উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করে, অধিকৃত সামগ্রীর অবলেহন করে, মুখব্যাদান পূর্ব্বক একাগ্র-মনে প্রত্যেক শব্দের অনুধ্যান করে,তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, তৎসমুদয় তাহার পরিণত জীবনের, হয়ত কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব গ্রন্থের আবিষ্ক্রিয়া, কোন পরিমাপক বাস্পীয় যন্ত্রের উদ্ভাবনা, কোন সুচারু চিত্রপটের রচনাঙ্কন অথবা কোন মনোহর সঙ্গীত যন্ত্র বা দৃশ্যাভিনয়ের প্রণয়ন কৌশলের প্রথম সোপান মাত্র।"

কোন ইয়ুরোপীয় মহিলা তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক সন্তা-নের শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময়নির্দ্দেশের জন্য একজন ধর্ম্ম-যাজককে অনুরোধ করেন। তিনি কহিলেন, "ভদ্রে, যদি আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষা এতাবৎ আরম্ভ না করিয়া থাকেন, তবে আপনি এই চারি বৎসর বৃথাই নষ্ট করিয়াছেন। শিশুর কপোলদেশে যে মুহূর্ত্তেই মৃদু হাস্যের প্রথম রেখা অঙ্কিত হয় তন্মুহূর্ত্তই তাহার শিক্ষা আরম্ভ করিবার প্রকৃত সময়।"

গৃহই মানবচরিত্র গঠনের প্রকৃত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। মানব শিশুকালে এস্থান হইতে যে শিক্ষা, যে ভাব, যে চিন্তা, যে

ধারণা সঞ্চয় করে, তৎসমূহই ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে রচনা করিয়া থাকে এবং আজীবন তদনুসারেই তাহার চরিত্র নিয়মিত ও পরিচালিত হয়। কবিবর মিল্টন বলিয়াছেন, "যদ্রূপ উষাকাল দিবাভাগকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ শিশুকাল ভবিষ্য-মানবের আভাস দিয়া থাকে।" স্বভাব-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন, "শিশু মানবের জনক।" বস্তুতঃ মানব-জীবনের এই উষাকালে তাহাতে সৎ বা অসৎ যে শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের বীজ বপন করা হইবে, তাহার ভবিষ্য-চরিত্রে তৎসমূহেরই শস্য অনিবার্য্যরূপে সংগ্রহ করিতে হইবে। মানবজীবনের এই প্রাথমিক শিক্ষার বীজ বপনই তাহার ভবিষ্য-চরিত্রের নিগূঢ় এবং মূলীভূত শক্তি, অন্যবিধ লৌকিক এবং সামাজিক শিক্ষা ও শাসন সেই শক্তির উদ্গম ও বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকে মাত্র। যদ্রূপ কোন বৃক্ষ-শিশুর কোমলকাণ্ডে ছুরিকা দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিলে, সেই রেখার আয়তন এবং গভীরতা কাণ্ডের পুষ্টি ও বিবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহার আকারের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, তদ্রূপ শিশুকালে মানব মনে যে ধারণা বা যে ভাব একবার অঙ্কিত করা যায় তাহাই অপরিবর্ত্তিত আকারে মানবের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারিত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে।

শিশু-প্রকৃতি মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ। ইহার সম্মুখে যে চরিত্র ছবি প্রদর্শিত হইবে ইহা তাহারই অনুকরণ করিবে। পিতা মাতার কার্য্যকলাপ দর্শন ও তাঁহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ

করিয়া শিশু স্বয়ং তাহা শিক্ষা করে। জনক জননীর দেবপূজা, অতিথি সেবা, গৃহকার্য্য প্রভৃতি শিশুগণ ক্রীড়াগৃহে তদ্গত চিত্তে অনুকরণ করে। আবার, কে না অবগত আছেন যে জনককে তাম্রকূট সেবন করিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুদ্র হস্তে হুঁকা ধারণপূর্ব্বক ধূম্র পানের অনুকরণ করিতে প্রয়াস পায়, পিতামহের পরিবীক্ষণ (১) তাঁহার নাসিকা হইতে সবলে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় নাসিকার উপরে স্থাপন করে, সম্মুখে গ্রন্থ খুলিয়া, দোদুল্যমান দেহে বিজ্ঞের ন্যায় অধ্যয়নের অনুকরণ করে, এবং পিতৃব্যের নস্যদানী অধিকার করিয়া তন্মধ্যে আপনার চম্পক-কলিকাসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতূহলী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া, তদভ্যন্তরস্থ উগ্র তাম্রকূটচূর্ণ স্বীয় নাসারন্ধ্রে প্রবেশন-পূর্ব্বক-ফুৎকার করিতে থাকে? এই ক্রীড়া-কৌতুক-ময় অনুকরণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক জীবনের ভিত্তি গ্রথিত করিতে থাকে এবং জনক জননীর চরিত্রের শুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা পরিণামে সন্তানের চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

শিশু, জনক অপেক্ষা জননী-চরিত্রেরই অধিকতর অনুকরণ করিয়া থাকে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ও সামাজিক এবং অন্যবিধ কার্য্যে জনককে জীবনের অধিকাংশ কাল গৃহের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে হয়। এই কারণে সন্তান শৈশবকালে

(১) চস্‌মা।

তাঁহার সংস্রবে অল্পই থাকিতে পায়। সুতরাং তাঁহার চরিত্র-প্রভাব তাহার মধ্যে অধিক প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অপিচ, তাঁহার পুরুষ স্বভাবের দৃঢ় গম্ভীর ভাবের মর্ম্ম তাহার সুকোমল হৃদয়ের সম্পূর্ণ অবোধগম্য থাকে। কিন্তু জননীর সুশীতল স্নেহাঙ্কশায়ী হইয়া, তাহার শিশু হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী জননী-হৃদয়-নিঃসৃত আদর-সোহাগ-মাখা অমৃত-নিস্যন্দিনী মধুর-বাণী শ্রবণ করিতে করিতে, তদীয় আত্মহারা, তদ্গতমাত্র সেবা ও যত্নের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া; তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত পীযূষ রস পান করিতে করিতে; তাঁহার স্নেহানুরঞ্জিত মুখ-মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে; তাঁহার আত্মবিস্মৃতিশীল নয়ন-যুগলের তীক্ষ্ণ-সুকোমল কিরণ প্রভাবে বিগলিত ও সমুচ্ছ্বসিত হইয়া, তাঁহারই ভাষা, তাঁহারই ভাব ভঙ্গী ও তাঁহারই কার্য্য-কলাপ মনোগোচর করিতে থাকে এবং তদীয় চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে এরূপ অক্ষয় ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় যে সে আজীবন নিজ চরিত্রে তৎপ্রতিবিম্বই প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পিতৃহীন হইলে স্নেহময়ী জননী দ্বারা সন্তানগণের লালন পালন ও সুশিক্ষা বিধান হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু জননী-বিহীন গৃহারণ্যে, তদীয় স্নেহোদ্বেগপূর্ণ একান্ত প্রাণপণ যত্ন মমতায় বঞ্চিত হইয়া, জনকের অবসর-মাত্রলব্ধ পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ, পরহস্তার্পিত কৃত্রিম উপায় বিধানে তাহাদের যথাযথ লালন পালন এবং হৃদয় ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও সুশিক্ষা সাধন একেবারেই অসম্ভব। অতএব জননীই সংসারে বিধাতার পালনী

শক্তির সাক্ষাৎ অবতাররূপিণী, গৃহযন্ত্রের মূলশক্তি, উত্তাল-তরঙ্গ সঙ্কুল সংসাররূপ সুবিশাল সমুদ্রে মানবের আশ্রয়-তরণী এবং কর্ম্মক্ষেত্ররূপ প্রতপ্ত মরুভূমির মধ্যে হৃদয়াভিরাম, সুশীতল মরূদ্যান স্বরূপ।

জননী চরিত্রের দোষ গুণ নীরবে সন্তানের চরিত্রে সংক্রামিত হইয়া থাকে। জননী যদি সাধু ও গুরুজনে ভক্তিপরায়ণা হন, তাঁহার সন্তানগণও ভক্তি পরায়ণ হইবে। কিন্তু যেখানে জননীর মধ্যে গুরু ভক্তির অভাব, সেখানে তদীয় সন্তানগণ গুরুজনের অবাধ্য ও তাঁহাদের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা-বর্জ্জিত হইয়া থাকে, এবং ইহার বিষময় ফল জনক জননীকেই ভোগ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপকথা আছে। এক বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অসম্মানসূচক ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। নিরাশ্রয় স্থবির তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেন। তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে মৃৎপাত্রে কদন্ন ভোজন করিতে দিতেন, এবং প্রত্যহ সেই পাত্র বৃদ্ধকে স্বহস্তে প্রক্ষালন করিতে বাধ্য করিতেন। একদিন স্থবিরের কম্পিত হস্ত হইতে সেই মৃন্ময়পাত্র ভূপতিত হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে যুবতী তাঁহার অনেক লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একটি শিশু পুত্র ছিল। সে ত্বরিতপদে তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই দ্বিখণ্ডিত মৃৎপাত্রকে পূর্ব্ববৎ করিবার জন্য শিশুজনোচিত প্রয়াস পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহার মাতা হাস্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি

করিতেছ ?” শিশু উত্তর করিল, “এই পাথর সারিয়া রাখিয়া দিব, তুমি যখন বুড়া হইবে তখন তোমাকে ইহাতে ভাত খাইতে দিব।” শিশুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক জননীর জ্ঞানোদয় হইল, তাঁহারা স্বীয় চরিত্রের কুদৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুকে যে এই শিক্ষা দান করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং অনুতাপিত চিত্তে স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক তদবধি তাঁহার প্রতি ভক্তি ও যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

শিশু যদি আজন্ম জননীচরিত্রে অকপট সত্য-নিষ্ঠা দর্শন করে তবে সেও সত্যের অনুরাগী হইবে। কোনও জননী স্বীয় কন্যাকে শিশুকাল হইতে কপটতা ও মিথ্যাচারের দৃশ্য হইতে সযত্নে রক্ষা করিতেন। একদা সেই ক্ষুদ্র বালিকা প্রতিবেশী বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে কি করিয়া একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। জননী ইহা অবগত হইয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন এবং “ও কি করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে শিখিল” এই বলিয়া ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যে জননীর সত্যের প্রতি এরূপ হৃদ্গত অনুরাগ ও সম্মান তদীয় সন্তানগণ যে সত্য-পরায়ণ হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? পক্ষান্তরে অনেক জননী স্বীয় শিশুগণের অন্যায় কার্য্যের সমর্থন ও আচ্ছাদন করিবার জন্য স্বয়ং ভূরি ভূরি অসত্য ও চাতুর্য্যময় বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং তাহাদিগকেও ঐরূপ ব্যবহার করিতে সোৎসাহে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ঈদৃশী মাতার সন্তানগণ যে পরিণামে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হইয়া মানব সমাজের পাপভার বৃদ্ধি করিবে ইহা সুনিশ্চিত। যে গৃহে জননী শ্রমশীলা ও কার্য্যকুশলা, সে গৃহের পুত্র কন্যা-গণও শ্রমশীল ও কার্য্যতৎপর হইয়া থাকে। আলস্যপরায়ণ জননীর সন্তান প্রায়ই শ্রমবিমুখ হইয়া বিবিধ ব্যাধি ও দুঃখে পীড়িত হইয়া থাকে। যে গৃহে জননী দুর্ব্বিনীতা, কঠোর-ভাষিণী ও কলহপ্রিয়া, তথায় সন্তানগণ যে বিনীত সুশীল ও মধুরভাষী হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। জননীগণ দাস দাসীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার ও তীব্র তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করেন সন্তানগণ তাহারই অনুকরণে দাস দাসীগণের প্রতি ব্যবহার করে এবং যে গৃহে প্রতিনিয়ত অকারণে প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের চরিত্রের যথার্থ বা কল্পিত কার্য্যকলাপের উপর তীব্র সমালোচনার ঝটিকা প্রবাহিত হয়, সেই গৃহে পালিত ও বৰ্দ্ধিত শিশুগণ কালক্রমে জনসমাজের কণ্টক স্বরূপ বিশ্বনিন্দুক হইয়া থাকে।

জগতের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি-সমূহ বাল্যকালে স্বীয় স্বীয় জননী দ্বারা জ্ঞানপথে, ধর্ম্মপথে, এবং সদনুষ্ঠান ও দয়াব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ইংলণ্ডের খ্যাতনামা নৃপতি মহাত্মা আলফ্রেডের জননী একজন ধর্ম্মপরায়ণা সাধুশীলা গুণবতী রমণী ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজ-রাণী হইয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার-বৰ্জ্জিতা ছিলেন। রাজকীয় প্রথানুসারে অন্যান্য রাজ্ঞীগণের ন্যায়, তিনি রাজ্য-

সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে আপনাকে সংলিপ্ত রাখিতেন না। উপযুক্ত মাতা হইয়া নির্ব্বিবাদে নিঃশব্দে স্বীয় সন্তানগণের প্রতিপালন ও তাহাদের সুশিক্ষা বিধান করাই চিরদিন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি রাজকীয় কার্য্যের সংস্রবে লিপ্ত হইতেন না বটে, কিন্তু প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগে সতত তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বদেশ-প্রেমের গৌরব-গাথা, অতীত যুগের অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী তাঁহার হৃদয়ে ও কণ্ঠে সতত বিরাজ করিত। শিশু আলফ্রেড জননীর নিকট প্রতিনিয়ত এই সকল স্বদেশীয় ঐতিহাসিক কাব্য শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতে নিরতিশয় প্রীতি অনুভব করিতেন। আলফ্রেড জননী অসবর, রাজ্ঞী বোডিসিয়ার ন্যায় স্বয়ং সংগ্রামোৎসাহে প্রজা-কুলকে উত্তেজিত করেন নাই অথবা সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া বীর পরাক্রমে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করেন নাই বটে। তাঁহার প্রকৃতিতে সেই পুরুষোচিত কঠোর এবং দৃপ্ত ভাব কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি স্বীয় জীবনের স্বদেশানুরাগ, কোমলতা ও উৎসাহপূর্ণ উদ্দীপনা দ্বারা তনয়কে শৈশবকালেই স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত, অধ্যয়নে অনুরাগী ও বিবিধ সদুপদেশ দ্বারা প্রকৃত মহত্ত্বের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। জননীর এই স্বদেশানুরাগ, এই সদুপদেশ ও সৎশিক্ষার গুণেই আলফ্রেড পরিণামে একজন জ্ঞানানুরাগী, প্রজাবৎসল, দেশহিতৈষী মহামতি নরপতি হইয়া স্বরাজ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তারে এবং বিবিধ উন্নতিকল্পে শত সহস্র নির্যাতন ভোগ

করিয়াও স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার "মহাত্মা আলফ্রেড" নাম তাঁহার প্রজাকুলের হৃদয়নিঃসৃত শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পতাকা স্বরূপ, জগতের ইতিহাসরূপ বিশাল গগনপটে চিরদিন উড্ডীয়মান রহিয়াছে।

মার্কিনদেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক সাধু থিওডোর পার্কার তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিতে স্বীয় জননীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, "তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রার্থনাগ্রন্থ * * * সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন এবং কবিতা পাঠেও সমধিক আনন্দ লাভ করিতেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ততা সত্ত্বেও সংবাদপত্রও তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না। তিনি একান্ত ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় জীবন্ত এবং গভীর ধর্ম্মভাবসম্পন্না রমণী, তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল দেবভাবসম্পন্ন আত্মা আমি অল্পই দৃষ্টি-গোচর করিয়াছি। তিনি পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব, সৌন্দর্য্য, ও প্রেম-ভাব প্রত্যেক স্থানে উপলব্ধি করিতেন এবং নীরব দেবার্চ্চনায় গভীর আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণের—বিশেষতঃ আমার—নৈতিক শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে নিরতিশয় যত্নবতী ছিলেন। * * * কিরূপ সুন্দর ও স্নেহপূর্ণ যত্নে তিনি আমাকে নীতি শিক্ষা দান করিতেন তৎসম্বন্ধে বহুল ঘটনার মধ্যে এস্থলে আমি উদাহরণ স্বরূপ একটীর উল্লেখ করিব। যখন আমি চারি বৎসর বয়স্ক ক্ষুদ্র বালক তখন সুনির্ম্মল বসন্ত-কালে একদিন আমার পিতৃদেব আমার কর ধারণ পূর্ব্বক আমাকে কোন দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু

পুনরপি শীঘ্রই তিনি আমাকে তথা হইতে একাকী বাটীতে প্রেরণ করিলেন। আমি পথে আসিতে আসিতে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইলে, তজ্জল সন্নিহিত একটী সুপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তৎসমাপবর্ত্তী হইলাম। গিয়া দেখিতে পাইলাম একটী ক্ষুদ্র বিচিত্র বর্ণ কূর্ম্ম সেই পুষ্পবৃক্ষের মূলদেশের অগভীর জলে অবস্থিতি করিয়া, সূর্য্যের উত্তাপ সম্ভোগ করিতেছে। দেখিবামাত্রই আমি ঐ নিরপরাধা জীবটিকে আঘাত করিবার জন্য আমার হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিলাম। * * * কিন্তু সহসা যেন কাহা কর্ত্তৃক আমার হস্ত বাধা প্রাপ্ত হইল, এবং আমার অন্তর মধ্যে কে যেন সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, 'ইহা অন্যায়।' আমার অন্তরের এই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নিষেধ অনুভব করিয়া আমি বিস্ময়ে অভি-ভূত হইয়া গেলাম—আমার উত্তোলিত হস্তের যষ্টি হস্তেই রহিয়া গেল। * * * আমি ত্বরিতগতিতে আলয়ে প্রত্যাগত হইয়া জননীর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনপূর্ব্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে যে ইহা অন্যায় বলিল, সে কে?' তিনি বসনাগ্রভাগে এক বিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন এবং আমাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন 'অনেকে ইহাকে বিবেক আখ্যা দিয়া থাকেন, কিন্তু আমি ইহাকে মানবাত্মায় দেববাণী বলিব। যদি তুমি ইহার বাক্য শ্রবণ এবং পালন কর, ইহা তোমার অন্তরে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকিবে এবং সর্ব্বদা তোমাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে। কিন্তু যদি

তুমি ইহাতে কর্ণপাত না কর অথবা ইহার বশীভূত না হও, তাহা হইলে ইহা ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া পড়িবে এবং তোমাকে অন্ধকারে পরিচালকবিহীন অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিবে। তোমার জীবনের বিকাশ এই দেববাণীর অনুসরণের উপর নির্ভর করিতেছে।' * * * আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে জীবনে আর কোনও ঘটনাই আমার হৃদয়ে ইহার ন্যায় গম্ভীর ভাবে অঙ্কিত হয় নাই।" এই জননীর সদুপদেশ ও সুশিক্ষা প্রভাবেই থিওডোর পার্কার উত্তরকালে একজন তেজস্বী ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষ হইয়া স্বদেশের সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রখর প্রতিভাশালী বঙ্গীয় কবিকুল তিলক স্বর্গীয় মধুসূদন দত্তের পরম স্নেহময়ী জননী স্বীয় তনয়ের হৃদয়ে অতি শৈশব-কালেই সেই প্রেমপ্রবণতা, উচ্চাভিলাষ, উদারতা, কাব্যানুরাগ ও কবিত্ব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন যাহা দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়া, তিনি পূর্ণ-বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারকে সুম-ধুর নবীন কাব্য-রত্নে চির উজ্জ্বল করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় স্বীয় তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় দানে জগতে চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন ঃ—"সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ, মধুসূদন যেমন তাঁহার পিতৃপ্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার স্বাভাবিক সরল উদার প্রাণ, প্রেম-প্রবণ কোমল হৃদয়, তেমনি তিনি তাঁহার মাতৃ প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণা এবং পরদুঃখকাতরা রমণী

এদেশেও অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বামীর ন্যায় তিনিও মুক্ত-হস্তে দান করিতেন এবং আমোদ আহ্লাদে অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিতেন। স্বামি-সেবা তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন এবং কখনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইতেন না। * * * * * * জাহ্নবী দাসী সম্পূর্ণরূপ আত্মহারা হইয়া পুত্রকে ভালবাসিতেন, এবং একদণ্ডের জন্য তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধুসূদন পাঠশালায় যাইলে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। * * * * * * মধুসূদনও যখন যাহাকে ভালবাসিতেন, ঐরূপ প্রাণ মন ঢালিয়া ভালবাসিতেন। এই আত্মহারা ভালবাসা তিনি মাতৃ প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। * * * পরিণত বয়সে নানা বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবার্জ্জিত অমায়িকতা, সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। * * * সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণবয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ, তাঁহার জননীর উৎসাহ এবং আশ্বাস বাক্যে, আরও অধিক বর্দ্ধিত হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের তনয়া ছিলেন পিতৃকুলের সম্ভ্রমে এবং কৃতী স্বামী ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন।

সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বাসনা, তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে মহদভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে। জাহ্নবী দাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের আজীবনব্যাপী উচ্চাভিলাষ তাঁহার জননীরই প্রদত্ত শিক্ষার ফল। * * * রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ, তিনি (মধুসূদনের জননী) অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে অনেক কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট দশ বৎসর বয়সের সময় মাতাকে এবং বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তনদুগ্ধের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতে পারে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই।”

যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট দয়ার সাগর বলিয়া সুবিদিত ছিলেন, তাঁহার শৈশবহৃদয়ে তদীয় জননী-জীবনেরই স্নেহমমতা, দয়া ও আর্ত্তশুশ্রূষা-

দ্বারা গাঢ়রূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার জননী দেবী উদার বিশ্বপ্রেমে একেবারে পাগলিনী ও আত্মহারা ছিলেন। তাঁহার জীবনী লেখক বলিয়াছেন, "ভগবতী দেবী এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন। তিনি পরিশ্রমে কখনও কাতর হইতেন না, দিনে হউক রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক বা অধিক হউক, গৃহে পরিবারবর্গের সেবার্থে হউক বা অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যাতে হউক, তিনি তাহাতে কখনও বিমুখ ছিলেন না। দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলকে আহার করাইয়াও নিজে সহজে আহার করিতেন না, ঐরূপ অনশনে অপেক্ষা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন উপবাসী অতিথি কিংবা কোন দরিদ্র লোক এক মুষ্টি ভাতের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া আহারে বসিতেছেন, এমন সময়ে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেই অন্নব্যঞ্জনে তাহার সেবা করিয়া, হয় নিজে উপবাসে কাটাইতেন, না হয় বধূদিগের কেহ পুনরায় তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, তবে অপরাহ্নে আহার করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে নিজের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেন, বাজারের ফেরত লোক স্নানাহার না করিয়া কেহ দ্বার অতিক্রম করে কি না। এরূপ লোককে যাইতে দেখিলে, ডাকিতেন, স্নান করিতে বলিতেন, স্নান করিলে পর একমুঠা ভাত খাইয়া, না হয় চারিটি জলপান লইয়া যাইতে বলিতেন। এরূপ পরদুঃখ-কাতরা ও পরসেবা-পরায়ণা রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে বিরাজ করিতেন, সে গৃহের প্রতি

দেবতা প্রসন্ন হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ? * * * * তিনি যে কেবল পতি, পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, প্রভৃতি পরিজন-বর্গের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিংবা তিনি যে কেবল গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিয়া দুঃখিজনের দুঃখহরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা নহে; পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান রোগ ছিল। তিনি সকল ঘরের সংবাদ লইতে ও সকলের অভাব মোচন করিতে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেন। * * * লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিপন্নব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল, যদি কোন প্রকারে শুনিতে পাইতেন যে, কোন অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সময়াতিপাত করিতেন। বীরসিংহ গ্রামের অনেক দরিদ্র লোক এখনও সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি দিবারাত্রি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে, পীড়িত লোকদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; অনেক সময়ে তাঁহার সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে, তিনি কোন অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথ্যের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন; অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, নিজে বাড়ী আসিয়া তাহাদের জন্য পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে

অতিথি অভ্যাগত ও দরিদ্রের সেবা করিতেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। * * * তাঁহার এই ধাতুটুকু ঈশ্বরচন্দ্র ষোল আনাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে জননীর কথা উপস্থিত হইলেই মাতৃভক্ত সন্তান বলিতেন ঃ—আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশমাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। * * * একবার বাড়ীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বাটীর অন্য কাহারও কাহারও জন্য সে গুলি আসিয়াছিল। (ভগবতী দেবী) এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন,তাহারা শীতে বড় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে, শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশী গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া, অবশিষ্ট কয় খানিও শেষে ঐরূপে নিতান্ত অসচ্ছল ও শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন—'ঈশ্বর তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।' * * * হ্যারিসন সাহেব যখন ইন্‌কমট্যাক্সের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক বার বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন। মায়ের নিকট অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেবের আগমন সংবাদ দিবামাত্র জননী বলিলেন 'তা ছেলেটীকে একবার আমাদের বাড়ীতে আনিবি না? তাকে একবার আমাদের বাড়ীতে আনিয়া কিছু খাওয়াইলে ভাল হইত।' * * * সাহেব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। নিজে স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া সাহেবকে খাওয়াইতে বসিলেন। সাহেব আসিয়া এদেশীয় প্রথানুসারে ভূমিতে জানু পাতিয়া নত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ভগবতী দেবীও পুত্রবাৎসল্যসহকারে আশীর্ব্বাদ করিয়া এক এক করিয়া যেটীর পর যেটী খাইতে হয় তাহা নিজে নিকটে বসিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। * * * আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন, 'দেখ বাছা! তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ—এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব দুঃখী লোক প্রাণে মারা না যায়, তাহারা যেন তোমাকে আপনার লোক মনে করিয়া সুখী হইতে পারে। তুমি সর্ব্বদা সকলের কথা ভাল করিয়া শুনিবে, লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তুমি এমন ভাবে এখানে কাজ করিয়া যাইবে, যে তুমি চলিয়া গেলে এখানকার লোক চিরদিন যেন তোমার নাম করিয়া কৃতজ্ঞ হয়। তুমি যাহাতে দুঃখীর বন্ধু হইয়া এখান হইতে যাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।' * * *

হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের এই উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন ঃ—

" 'আমি আপনার বাটীতে আসিয়া, এখানে আহার করিয়া, সর্ব্বোপরি আপনার মায়ের করুণ স্বভাব ও আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি, চিরদিন এ স্মৃতি আমার মন প্রাণ অধিকার করিয়া থাকিবে।' " যে ঈশ্বর চন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে করুণার প্রস্রবণ নিত্য প্রবাহিত ছিল ; আপামর সাধারণ যাঁহার অজস্র করুণা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে ; স্বদেশের অজ্ঞানতা ও বিবিধ দুঃখ মোচনের জন্য যিনি অক্লান্তভাবে চিরজীবন কঠিন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রেমে আত্মহারা এই ভগবতী দেবীরই স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া, তাঁহারই প্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই বিশ্বপ্রেমানুরঞ্জিত চরিত্রছবি স্বীয় জীবনে বিস্তৃতরূপে প্রকটিত করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে চির-আধিপত্য লাভ করিয়াছেন।

আত্মসংযম, আত্মশাসন, মিতাচার, সৌজন্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের শিক্ষা মানবের বাল্যাবধি গৃহ মধ্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সকল গুণেরই অভ্যাস ও শিক্ষা জনক জননীর উপর একান্ত নির্ভর করে। সুকোমল শৈশবকালে যদি জনক জননী স্বীয় সন্তানগণকে এই সকল গুণের শিক্ষাদান না করেন, তবে তাহাদের পরিণত জীবনে নূতন করিয়া তৎসমুদয়ের অভ্যাস ও শিক্ষা নিতান্ত কঠিন, এমন কি অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিলেও

প্রীতি হয় না। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে ঃ—

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাক্‌লে করে ট্যাঁস ট্যাঁস।

এই বাক্যটীর মধ্যে মানব প্রকৃতির একটী নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাস্তবিক, যে শৈশবকালে জনক জননীর বশীভূত হয় নাই, নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার নিষ্পেষণেও যে আপনাকে সংযত ও সহিষ্ণু করিতে শিক্ষা করে নাই; যে শৈশবে গৃহমধ্যে স্বকীয় উদ্দাম বাসনাকে সবলে শাসন করিতে শিক্ষা করে নাই; যে কখনও গৃহমধ্যে আপনাকে মিতাচারের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে নাই এবং যে বাল্যকালে পিতামাতা, সোদর সোদরা, আত্মীয় স্বজন ও দাসদাসীগণের প্রতি কোমল ও সুস্নিগ্ধ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে অভ্যাস করে নাই, তাহার পক্ষে পরিণত বয়সে কোন প্রকার সামাজিক শাসনে বা তদপেক্ষা কোন উচ্চতর নিয়মে আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত কঠিন; এবং সে যে পূর্ণবয়সে তাহার সামাজিক জীবনে স্বীয় চরিত্রে শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রকাশ করিবে তাহা প্রত্যাশা করা কদলীবৃক্ষের নিকটে আম্রফল প্রত্যাশার ন্যায় অসঙ্গত। বঙ্গীয় কবি মধুসূদন দত্তের জননী যেমন একদিকে তাঁহার ভাবপ্রবণতা, কাব্যানুরাগ এবং উচ্চাভিলাষ জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি, একমাত্র তনয় বলিয়া, স্নেহের আতিশয্যে তাঁহাকে শাসন না করাতে, তিনি তাঁহার উদ্দাম বাসনাকে রুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই ত্রুটির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ

মধুসূদন স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সত্ত্বেও, যৌবনে আপনার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখিতে অসমর্থ হইয়া বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপবিত্রতায় চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় প্রথিতনামা প্রতিভাশালী কবি লর্ড বায়রণও, তাঁহার ন্যায় জননীর শিক্ষার ত্রুটিতে অধিকন্তু কুশিক্ষার ফলে তাঁহার পরিণত জীবনে নিজ চরিত্রকে এইরূপেই কলুষিত করিয়াছিলেন। পিতামাতার সমুচিত শিক্ষা ও শাসন অভাবে তাঁহাদের ন্যায় আরও কত প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাধুতার বীজ যে সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া, মোহ মরীচিকার প্রতারণায় বিনষ্ট হইয়াছে, কে তাহার নির্ণয় করিবে?

গৃহ একটি রাজ্যবিশেষ, অথবা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর স্থান। জননী এই রাজ্যের অধীশ্বরী। গৃহ-রাজ্য শাসনের দায়িত্ব একটি সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অপেক্ষাও গুরুতর। সাম্রাজ্যের প্রজাকুলকে শাসিত ও শিক্ষিত করিতে যেরূপ জ্ঞান, ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রয়োজন, এই গৃহরাজ্যের ক্ষুদ্র প্রজাগণকে শাসিত, শিক্ষিত ও গঠিত করিতে কি তদপেক্ষা গভীরতর জ্ঞান, অধিকতর ক্ষমতা এবং সূক্ষ্মতর দক্ষতার প্রয়োজন নাই? কারণ এই গৃহ হইতেই বালক বালিকাগণ সত্যে, ন্যায়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে, সাহসে, ধৈর্য্যে বীর্য্যে, বিনয়ে সৌজন্যে, সেবা বাধ্যতায়, ভক্তি শ্রদ্ধায়, জ্ঞানে ও আত্মশাসনে, অথবা তৎসমূহের ব্যতিক্রমে নানাবিধ দোষে সম্বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, পরিণামে নরনারীরূপে বিস্তৃত মানব সমাজের অঙ্গীভূত হয় এবং তাহাদের শৈশব-লব্ধ

সংস্কার পরিণত জীবনে সামাজিক মতরূপে ও শৈশবার্জ্জিত নৈতিক শক্তি বা দুর্ব্বলতা সামাজিক চরিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সর্ব্বদাই বলিতেন, "সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে জননীর উপর নির্ভর করে।" বস্তুতঃ, মানবের গৃহমধ্যে জননী-জীবনের প্রচ্ছন্নশক্তি তাহাকে যেরূপে গঠন করে, তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র সেইরূপ আকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জননীগণ প্রায়ই সাক্ষাৎভাবে জগতের কোন বিষয়ের আবিক্রিয়া, প্রণয়ন বা সংঘটন করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের ন্যায় দিগ্বিজয় করেন না; হোমর বা বাল্মীকির ন্যায় কাব্য প্রণয়ন করেন না; কলম্বস বা হার্সেলের ন্যায় অভিনব জগৎ বা গ্রহের আবিষ্কার করেন না; রাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর ন্যায় প্রতিভোজ্জ্বল স্থপতি বা চিত্রকার্য্যের প্রকাশ করেন না; আরকিমিডিস বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিতশাস্ত্রের সুকঠিন সম্পাদ্যের উদ্ঘাটন করেন না; ওয়াট্ বা এডিসনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন না; বুথ বা অশোক রাজার ন্যায় জনহিতকর কার্য্য নিচয়ের অনুষ্ঠান করেন না অথবা লুথার বা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়া মানব সমাজকে আলোড়িত করেন না; কিন্তু তাঁহারা এতদপেক্ষা সহস্রগুণে প্রয়োজনীয় এবং গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নিচয়ের দ্বারা মানব সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর

ব্যাপার সংসাধিত হয়, জননীগণ তত্তৎ প্রতিভা ও শক্তিকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক, হৃদয় নিঃসৃত স্নেহ ও অনুরাগসিক্ত চেষ্টা এবং যত্নদ্বারা, স্বীয় চরিত্রের নীরব অব্যর্থ প্রভাবে তাহাদিগকে উদ্গত ও বিকসিত করিয়া প্রাগুক্ত কার্য্য নিচয়ের সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়া থাকেন।

অতএব কি সাধারণ কি অসাধারণ, কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক, তাবৎ জীবনের গঠন, তাবৎ চরিত্রের বিকাশের পক্ষে নারী-জীবন এবং নারী-চরিত্রই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই নারী শক্তিকে জাগ্রত, শিক্ষিত, উদ্দীপিত, সুশোভিত এবং বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায়ানুরূপ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশদ্বারা স্বকার্য্যসাধনক্ষম কর—গৃহাশ্রম মহত্ত্ব ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইবে, জনসমাজ মধ্যে জ্ঞান প্রীতি ও মঙ্গলের আনন্দময় সঞ্জীবতার প্রবাহ সঞ্চারিত হইবে, সংসারধামে স্বর্গের দৃশ্য অবতীর্ণ হইবে এবং মানব জাতি পূর্ণতালাভের উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষায় অনিরুদ্ধ গতিতে অনন্তের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু এই নারীশক্তিকে অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে, দুর্নীতির নিরুদ্ধ বায়ু মধ্যে, জড়তার সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ—মানব জাতি নিস্তেজ নির্বীর্য্য, অশেষ নৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও গতিশক্তিবিহীন হইয়া পড়িবে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, অতীত স্মৃতির ইতিহাসের অন্তরালে প্রকৃত মহত্ত্বকে সমাচ্ছন্ন রাখিয়া কালক্রমে পশুর ন্যায় জগদ্বক্ষে বিচরণ করিতে থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ছাত্রজীবন ও আত্মোৎকর্ষ সাধন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানব-শিশুর অন্তরে প্রচ্ছন্ন জ্ঞানপিপাসা, সৌন্দর্য্যবোধ এবং নৈতিকশক্তি সমূহ জাগ্রত হইতে থাকে। কি আবাসে, কি পরগৃহে, কি ভ্রমণে, ক্ষুদ্র বালক একাগ্রমনে তাহার ধারণার অন্তর্গত যাবতীয় দৃশ্য ও ঘটনারাজির পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসমূহের স্বরূপ ও মূল অনুসন্ধান করে। ইন্দ্রিয়গণের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন এক অভূতপূর্ব্ব, চিরনবীন, রহস্যময়, আনন্দপূর্ণ জগতে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। প্রত্যেক ফুল ফল, লতা পত্র, বৃক্ষ প্রস্তর, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, নরনারী তাহার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে উদ্দীপিত করে; প্রত্যেক উষার সুমধুর বিহঙ্গ-কাকলি তাহাকে শয্যা হইতে ত্বরিতচরণে বাহিরে লইয়া আসে; নীলিমাময় বিশাল গগনের প্রশান্ত কোমল সৌন্দর্য্য-রাশি তাহার নয়নযুগলকে বিস্ময়-বিস্ফারিত করে; প্রত্যেক মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত তাহার শ্রবণযুগলে সুধাধারা সিঞ্চন করে; প্রত্যেক পল্লবমর্ম্মর, প্রত্যেক কুসুমের বিমলসৌরভ, প্রত্যেক অলির গুণ গুণ ঝঙ্কার, স্রোতস্বিনীর প্রত্যেক তরঙ্গ-ভঙ্গী, প্রশস্ত ধান্যক্ষেত্রে সুমন্দ পবনোত্থাপিত প্রত্যেক শ্যাম-লহরী, কৌমুদী-বিধৌত

রজনার প্রশান্তোজ্জ্বল শুভ্র ছবি, ইন্দ্রধনুর নয়নরঞ্জন বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ, প্রাবৃট্ কালের ঘন গভীর জলদগর্জ্জন ও অজস্র ধারায় বারি-বর্ষণ, তাহার অস্ফুট হৃদয় মধ্যে কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ সঞ্চার করে, এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় প্রত্যেক বস্তুই তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমাণ করযুগলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার আভ্যন্তরীণ কার্য্যকরীশক্তিস্ফুরণের আধারস্বরূপ হইয়া থাকে। বালক কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, ঘনমুকুলিত নিবিড় আম্রশাখায় লুক্কায়িত পিক-দম্পতির মর্ম্মস্পর্শী সুমধুর ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়া, সকৌতুক স্মিতবদনে তাহাদের প্রত্যেক কূজনের অনুকরণ করে; নির্জ্জন গ্রাম্যতরুকুঞ্জে, শাখা হইতে শাখান্তরে উড্ডীয়মান বুলবুল যুগলের মৃদু-মধুর "পিকড়ু, পিকড়ু" রবে বিমোহিত হইয়া একাকী বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করে, উচ্চস্থিত কণ্টকপূর্ণ শাখায় পক্ষি-নীড় দর্শন করিয়া তাহা হস্তগত করিবার জন্য ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্তকলেবর হয়; সুপক্ক সুমধুর ফল-গুচ্ছ তাহার নেত্রযুগলকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা গৃহ-বহির্ভাগে বিচরণ করায় এবং সে ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত হইয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে বহুক্ষণ পিপীলিকা-শ্রেণীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। সুকুমারমতি বালক পিতৃ-সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত বিপণিতে গমন করিয়া, বিবিধ সামগ্রী দর্শনে, আগ্রহ-সহকারে "ইহা কি?" "উহা কি?" বলিয়া তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলে এবং বিপণিস্থ প্রত্যেক সামগ্রীই ক্রয় করিতে

চাহে ; বহুমূল্য ক্রীড়াপুত্তলিকে ভগ্ন করিয়া, সযত্নসংগৃহীত ফল সমূহের প্রত্যেকটিকে উদ্ভিন্ন করিয়া, আয়াস-গ্রথিত বিচিত্র পুষ্পহার হইতে প্রত্যেক পুষ্পকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, বলপূর্ব্বক ক্ষুদ্র কুক্কুর শাবকের মুখব্যাদান করাইয়া, স্বীয় কৌতূহলী চক্ষুদ্বারা তৎসমূহের অভ্যন্তরে মূল তত্ত্বের অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহা আবিষ্কার করিতে চাহে এবং তাড়িত-যন্ত্র, ঘটিকা-যন্ত্র, বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসিয়া, বংশ-শাখা, কাষ্ঠ-ফলক, লৌহ, রজ্জু প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট হইয়া বালকজনসুলভ নানা কৌশল ও আয়াসে তত্তদ্‌যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস পায়। আবার বালক যে অন্ধ ভিখারীর কাতর-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আপনার ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ক্ষণকালের জন্য বিগলিত-নেত্রে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হয় ; বালিকা যে বস্ত্রপ্রার্থী কাঙ্গালকে সকরুণ নয়নে আস্তেব্যস্তে স্বীয় ক্রীড়াগৃহ হইতে পুত্তলিকার পরিধেয় ক্ষুদ্র চীর-বসন আনয়ন-পূর্ব্বক প্রদান করে ; ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্ব্বল বালক সবল বালককর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে অন্যান্য বালকগণ যে দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন করিয়া অত্যাচারীর তীব্র প্রতিবাদ করে ; সমপাঠীর রোগশয্যার শিরোদেশে উপবিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র বালক যে তাহার জন্য ব্যস্ত হয়, সাগ্রহে তাহার সেবা শুশ্রূষা করে ; নানাবিধ বীরত্ব, সাহস, তেজের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বালক বালিকাগণের সুকোমল মুখশ্রী যে উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সাধুকার্য্যের জয় ও পুরস্কার এবং অসাধু আচরণের পরাজয় ও দণ্ডকাহিনী শ্রবণ

করিয়া তাহারা যে আগ্রহ ও সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁহাতে তাহাদের স্বভাব-জাত, অকৃত্রিম নৈতিক-বৃত্তি সমূহের স্ফুরণের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যখন বালক বালিকাগণের অন্তরে এই জ্ঞানপিপাসা, এই সৌন্দর্য্যবোধ এবং নৈতিকবৃত্তি নিচয়ের স্বাভাবিক উন্মেষ আরম্ভ হয়, তখনই তাহাদিগকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত করা জনক জননী এবং অভিভাবকগণের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি যে শৈশবকালে গৃহশিক্ষা এবং জনক জননীর চরিত্রের প্রভাবই ভবিষ্যৎ মানবের চরিত্ররূপ অট্টালিকার সুদৃঢ় ভিত্তি। তখন অনুকরণের আকর্ষণী শক্তিদ্বারা তাহাদের শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক-বৃত্তি সমূহ সতেজে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, তখন শুদ্ধ অনুকরণদ্বারা আর তাহাদের পরিতৃপ্তি হয় না। তাহাদের সজীব আকাঙ্ক্ষা ও বৃত্তি নিচয় গভীরতর পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুতরাং এই সময়ে বিশেষ দক্ষতা ও সতর্কতা সহকারে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে, তাহারা মুক্তবন্ধন অশ্বশাবকের ন্যায় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পথে ভ্রমণপূর্ব্বক পরিণামে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। তখন আবার নূতন করিয়া তাহাদিগকে গঠন করা দুঃসাধ্য। অতএব বাল্যকালেই সন্তানদিগকে শিক্ষালাভ ও বিদ্যোপার্জ্জনে নিয়োজিত করা জনক জননীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ কি? যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি নিচয় ক্রমশঃ পরিচালিত, পরিমার্জ্জিত এবং প্রবর্দ্ধিত হইয়া পরিণামে সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে তাহাই প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ। বালকের শরীর যখন নবীন তেজ ও সজীবতায় পূর্ণ হইয়া নৃত্য, ক্রীড়া, ধাবন, লম্ফন প্রভৃতিতে গাঢ় আসক্ত থাকে, তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বলসঞ্চার পরিপুষ্টি ও বিকাশ সাধনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর আহার্য্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যখন তাহার মন প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে থাকে তখন তাহাকে প্রকৃতির নানা বিভাগের বিবিধ বস্তুর তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া এবং স্বীয় আগ্রহ এবং চেষ্টায় তত্তদ্ বস্তুর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার পন্থা প্রদর্শন করা উচিত। যখন তাহার সুকোমল হৃদয় নৈসর্গিক বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া স্বতঃই তন্মধ্যে বিচরণ করিতে চাহে, তখন তাহার সেই সৌন্দর্য্যবৃত্তির অনুশীলনার্থে তাহাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন তাহার উদ্ভাবনী শক্তি তাহার ক্রীড়াগৃহের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রীর অন্তরাল হইতে মৃদু আলোক রেখা প্রেরণ করিতে থাকে তখন তাহার সেই শক্তিকে প্রকৃত পথে নিয়োজিত ও পরিচালিত করিয়া উৎসাহ দান করা উচিত। যখন তাহার সত্যপ্রিয়তা বা ন্যায়পরতা, সাহস বা পরোপকার স্পৃহা তাহার ক্ষুদ্র কার্য্য নিচয়ের মধ্য দিয়া

ঈষদ্দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাকে, তখন সেই সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ সাধনের নিমিত্ত তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ কে জানে যে এই বালকবৃন্দের মধ্য হইতে সময়ে কোন ওয়াসিংটন বা গ্যারিবল্ডি, নিউটন, বাল্মীকি বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ওয়াট বা এডিসন, হাওয়ার্ড বা বিদ্যাসাগর বহির্গত হইয়া জগতের মহাকল্যাণ সাধন করিবে না? অনেক বালক-বালিকা মহতী প্রতিভা লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অভাবে সেই প্রতিভা বিকসিত হইতে পায় না এবং পরিণামে উহা অযথা বিনিযুক্ত হওয়াতে তাহাদের ব্যর্থ জীবন ধরণীর ধূলিরাশিতে অবলুণ্ঠিত হইতে থাকে।

কিন্তু এইরূপে স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে জনক জননীর যে প্রকার উপযোগিতা থাকা প্রয়োজনীয়, কোনও সময়ে কোনও দেশেই তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার জন্য পিতাকে, এবং গৃহকার্য্য ও পরিবারের লালন পালনের জন্য জননীকে জীবনের অধিকাংশ সময় বিশেষরূপে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এ অবস্থায় জগতের নানা শাস্ত্র ও বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সন্তানগণের শিক্ষাদানের উপযোগী ও সমর্থ হওয়া সাধারণতঃ জনক জননীর পক্ষে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। সুতরাং, জন সমাজের বিবিধ শ্রম বিভাগের মধ্যে বালক বালিকাগণকে শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি

হইয়াছে। তাহার নাম বিদ্যালয়। বিবিধ শাস্ত্র ও বিদ্যাবিশারদ সুপণ্ডিত ও সুশীল ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যুগে যুগে জন সমাজের বালকবালিকাগণকে সুশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে বিভূষিত করিয়া থাকেন। জগতের সর্ব্বপ্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন আকারে এই অশেষ কল্যাণকর বিদ্যা-লয়-প্রথা প্রতিষ্ঠিত আছে।

কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিলে তাহাদিগের চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সংসাধিত হইতে পারে, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ছাত্রজীবনকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম—বাল্যকাল, দ্বিতীয়—যৌবনকাল। এই দুই বিভিন্ন সময়ে ছাত্রগণকে কিরূপ বিভিন্নশিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজনীয় এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ,শিশুগণের শিক্ষা—ইয়ুরোপীয়প্রদেশসমূহে "কিণ্ডার গার্টেন" নামক এক অতীব সুন্দর, বিজ্ঞানসম্মত, শিশুশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রুষিয়া দেশে ফ্রেডরিক ফ্রোবেল নামক জনৈক তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী শিক্ষক এই প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। নানাবিধ ক্রীড়া সামগ্রী, চিত্রপট, মৃণ্ময়মূর্ত্তি এবং বিবিধ উপাদান অবলম্বনে, ও জীব-নিবাস, বৃক্ষ-বাটিকা প্রভৃতি প্রদর্শন দ্বারা শিশুদিগকে প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, বস্তু-বিচার, পদার্থ-বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতির গূঢ় তত্বসমূহ শিশুজন-বোধ-গম্য সহজ ভাষায়, সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে;

বিচিত্র ক্রীড়া ও ব্যায়াম শিক্ষাদ্বারা তাহাদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধনের সহায়তা করা হইয়া থাকে ; কাগজের নানাবিধ খেলনা গঠন, বিচিত্র বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ড সংযোগে ক্রীড়াগৃহ রচনা, শীতলপাটীবয়ন, সূচীকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগের কার্য্যকরী শক্তির বিকাশ সাধন করা হয় ; নদীতীরে, প্রান্তরে, উপবনে, নিকুঞ্জে, পর্ব্বতে, উপত্যকায় ভ্রমণ-দ্বারা প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও সম্ভোগে তাহাদের সৌন্দর্য্যবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় ; তঙ্কশালা, মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ প্রস্তুত করিবার কল, দীপশলাকার কল, বস্ত্রবয়নের কল, কাচপাত্র নির্ম্মাণা-গার প্রভৃতি প্রদর্শন এবং তৎপরে বিদ্যালয়ে আসিয়া তত্তৎ স্থান সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা ও নানাবিধ মনোহর ক্রীড়া-কৌতুক দ্বারা তাহাদিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তুর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ; এবং অনাথাশ্রম, পীড়িতাশ্রম, কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসাগার এবং সাধারণ সেবালয় সমূহ প্রদর্শন, নানাবিধ পুণ্যকাহিনীর উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণন এবং অন্ধ আতুর রোগী অনাথ কাঙ্গাল-গরিবদিগের সাহায্যার্থে ফল, ফুল, আহার্য্য, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি সাধ্যমত সংগ্রহ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান-দ্বারা তাহাদের অন্তরের নৈতিক বৃত্তিসমূহ প্রস্ফুরিত করিবার চেষ্টা করা হয়। ফলতঃ এই প্রণালী, সুকুমারমতি বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহাদের কোমল প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল। তাহাদের স্বাভাবিক ও সরল জ্ঞান পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা যদি তাহাদের প্রকৃতি-

বিরুদ্ধ কতকগুলি কঠিন অর্থশূন্য বিষয় শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহাদের সেই জ্ঞানপিপাসা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহারা শিক্ষালাভে বিতৃষ্ণ হয় এবং কপটতা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা কৃত্রিম ও দূষিত উপায়ে আপনাদের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের পিপাসা চরিতার্থ করিতে শিক্ষা করে। পর্ব্বতনিঃসৃত নির্ঝরিণীর স্বাভাবিক নিম্নাভিমুখী প্রবল গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিলে যদ্রূপ সেই বাধাপ্রাপ্ত বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া অপর দিক্ দিয়া আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লয়, তদ্রূপ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ-পরিপূর্ণ, চির নবীন প্রকৃতির অভিমুখে প্রধাবিত শিশুর মানসিক বৃত্তিনিচয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বাধা প্রাপ্ত হইলে, উহা সবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া অস্বাভাবিক উপায়েও আপনার পরি-তৃপ্তির পথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। অতএব যে সময়ে শিশুগণ স্বাভাবিক ভাবে নানাবিষয়ের শিক্ষা করিতে চাহে সে সময়ে তাহাদিগের ধারণাশক্তির অতীত কতকগুলি শুষ্ক অনাবশ্যক পরোক্ষ বস্তুর বিধান না করিয়া, তাহাদিগকে উল্লিখিত সহজ প্রণালী অনুসারে ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে বিবিধ প্রয়োজনীয়,অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় ও তৎসহ সহজ উপায়ে ভাষা,গণিত,ভূগোল প্রভৃ-তির শিক্ষাদান করা এবং দৃষ্টান্তদ্বারা বিবিধ কার্য্যের ন্যায়ান্যায় ও মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে নীতিপথে পরিচালিত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যদিও ইয়ুরোপীয় জাতির গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপযোগী "কিণ্ডারগার্টেন" প্রণালী আমাদের দেশের সম্পূর্ণ

উপযোগী নহে, তথাপি ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে আমাদিগের দেশের শিশুবিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন পূর্ব্বক আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যতদূর সম্ভব আমাদিগকে এই শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। শিশুদিগের জীবনে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র বিশারদ, শিক্ষাকার্য্যে সুনিপুণ, শিশুহৃদয়রঞ্জনসমর্থ শিক্ষকগণের উপর তাহাদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করিতে হইবে; শিশুগণের বিদ্যামন্দির চিত্রপট, মৃণ্ময়-মূর্ত্তি, বাদ্যযন্ত্র, ক্রীড়া সামগ্রী প্রভৃতি এবং শিক্ষাদানোপযোগী নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থে পূর্ণ করিতে হইবে। শিশু বিদ্যালয়ের সংস্রবে সুপরিষ্কৃত বায়ু-পরিসেবিত, বিশুষ্ক ও প্রশস্ত ব্যায়ামক্ষেত্র এবং ক্রীড়াভূমি ও নানাবিধ বৃক্ষলতা-ফল-পুষ্প সমন্বিত ছায়াযুক্ত সুপ্রশস্ত উদ্যান বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ঈদৃশ বিদ্যালয় সমূহে, ঈদৃশ সুশিক্ষিত শিক্ষকগণ দ্বারা সস্নেহে ও সযত্নে শিশুগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষিত হইলে; তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ হইলে; সৌন্দর্য্য বৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিলে; বাসনা সংযত ও কার্য্যকরী শক্তি যথোপযুক্তরূপে নিয়োজিত ও পরিচালিত হইলে; নৈতিক বৃত্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে থাকিলে, তাহাদিগের জীবন সমঞ্জসীভূত ও পূর্ণ বিকাশ সাধনের পথে চলিতে পারিবে এবং তাহারা যৌবন বয়সে উন্নতিক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া পরিণামে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

* দ্বিতীয়তঃ, যুবকগণের শিক্ষা।—যখন উল্লিখিত রূপে শিক্ষিত হইয়া বালকগণের জ্ঞান, হৃদয়, নৈতিক ও কার্য্যকরী বৃত্তি সমূহ উন্মেষিত হয়, এবং গুরুতর বিষয়ের ধারণাশক্তি ও কার্য্যোপযোগিতা লাভ করে, তখন তাহাদিগকে প্রকৃতরূপে বিদ্যোপার্জ্জনে নিয়োজিত করা আবশ্যক। বালক কাল অতিক্রম করিয়া মানব যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করে, তখন তাহার শিক্ষা ও পরিচালনা সম্বন্ধে জনক জননী ও শিক্ষকগণের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই সময়ে তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল সতেজ এবং আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। বিদ্যাশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারাই তাহাদিগকে জ্ঞানী, বিনীত, শান্ত, দান্ত, সুসভ্য ও সচ্চরিত্র করা সম্ভব। অন্যথা তাহারা ভাবী জীবনে উচ্ছৃঙ্খল, অদম্য, মূর্খ ও বর্ব্বর হইয়া জনসমাজের পীড়াদায়ক কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিবে। শাস্ত্রে আছে,

"মাতা শত্রু পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভা মধ্যে হংস মধ্যে বকো যথা॥"

যে মাতা ও পিতা বালককে বিদ্যাশিক্ষা করান না তাঁহারা সেই বালকের শত্রুস্বরূপ, এবং সভামধ্যে সেই বালক হংসশ্রেণী মধ্যস্থিত বকের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হয় না।

বিদ্যাশালী পুত্র জনকজননীর হৃদয়রঞ্জন এবং আত্মীয়গণের সন্তোষ ও গৌরবস্থল। শাস্ত্রে কথিত আছে;—

"একেনাপি সুপুত্রেণ বিদ্যাযুক্তেন ধীমতা।
কুলং পুরুষসিংহেন চন্দ্রেণ গগনং যথা॥"

যদ্রূপ একমাত্র চন্দ্রের দ্বারা গগনমণ্ডল সুশোভিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র বিদ্বান্, ধীশক্তিসম্পন্ন, পুরুষশ্রেষ্ঠ সুপুত্রদ্বারাও কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে।

বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা মানবমনের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। মানবজাতির সভ্যতা বিকাশের আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত জগ-তের নানা বিভাগে যাবতীয় তত্ত্ব ও নিয়মশৃঙ্খলা আবিষ্কৃত হই-য়াছে, তৎসমুদয় শাস্ত্র ও ইতিহাস আকারে জ্ঞানভাণ্ডারে চির-সজ্জিত রহিয়াছে। মানব বংশপরম্পরাক্রমে তৎসমূহের ন্যায্য অধিকারী হইয়া নিজের ও মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন। কিরূপে বাষ্পমাত্র হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; কিরূপে মৃত্তিকাস্তরনিচয় উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠের গঠন সংসাধন করিয়াছে; কিরূপে বৃক্ষলতা, ফল-পুষ্পের উৎ-পত্তি ও পোষণ সংসাধিত হইতেছে; কিরূপে নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণী হইতে পর্য্যায়ক্রমে উচ্চতর জাতীয় প্রাণি-সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে; ভূচর, খেচর, জলচর, যাবতীয় জন্তু কিরূপ নিয়মে এবং কিরূপ আচার ব্যবহারে জীবলীলা সম্পন্ন করিতেছে তাহা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ পূর্ণ এই সুবিশাল সৌরজগৎ কি অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও নিয়ম কৌশলে, কি উদ্দেশ্যে শূন্যে ঘূর্ণায়মান হইতেছে; কি নিয়মে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া অভ্রস্পর্শী পর্ব্বতরাজি উত্থিত হই-তেছে, অবিরল ঝর ঝর ধারায়, নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, নদনদী সমূহ বীচি-বিক্ষেপে নৃত্য করিতে করিতে সাগরোদ্দেশে প্রধা-

ষিত হইতেছে ; কি নিয়মে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে; বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রাণিগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, ঋতু সমূহের পর্য্যায়-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে এবং এই সকল নৈসর্গিক ভূতগণের সহিত ভূমণ্ডলস্থ প্রাণি-পুঞ্জের এবং মানব প্রকৃতির কিরূপ সম্বন্ধই বা অটল ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কেবল বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলন-দ্বারাই সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। কিরূপ উপাদানে মানবের শরীর-যন্ত্র সংগঠিত হইয়াছে ; রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক-ক্রিয়া, নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া,বাক্য স্ফুরণ প্রভৃতি কি অদ্ভুত নিয়ম-কৌশলে, মানবের দেহযন্ত্র পরিচালিত ও পরিপোষিত হইতেছে ; চক্ষু,জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্,কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্য দিয়া, কি বিচিত্র প্রণালীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের অনুভব সংঘটিত হইতেছে ; কি অত্যদ্ভুত অতীন্দ্রিয় পরিসূক্ষ্ম নিয়মে মানব মনে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে ; স্মৃতিচক্র ক্রমাবর্ত্তন করিতেছে ; শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম স্নেহ দয়া প্রভৃতি ভাবলহরী নৃত্য করিতেছে ; মানব হৃদয় সৌন্দর্য্যরসে আপ্লুত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতেছে ; কি নিয়মে হর্ষ বিষাদ ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি ভাব সমূহ পর্য্যায়ক্রমে মানব-মনে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। কি প্রণালী দ্বারা মানব-জাতির মধ্যে সামাজিক ভাব সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া, যুগ-পরম্পরায় এই সুবিশাল সমাজ-শরীরকে সংগঠিত করিয়াছে ; কি প্রণালীতে বিবিধ কল্যাণকর নিয়ম সমূহ তন্মধ্যে ক্রম-প্রতিষ্ঠিত

হইয়া, সভ্যতাকে বিকসিত করিয়াছে তাহা বিত্থাধ্যয়ন ও জ্ঞানা-লোচনা দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। প্রাকৃতিক শক্তি ও জড়ীয় উপাদানের কৌশলময় সংযোগে, কি নিয়মে তাড়িত যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া জনসমাজের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে; পৃথিবীর কোন্ প্রদেশে কোন্ জাতির বাস, কোন্ স্থানের কি প্রকার জলবায়ু, কোন্ জাতির মধ্যে কিরূপ ধর্ম্ম-প্রণালী, আচার ব্যবহার, রাজশাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে; কোন্ স্থানে কিরূপ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি সংসাধিত হয়; কোথায় কোন্ পর্ব্বত বা নদীর কি বিশেষত্ব, তাহা কেবল বিত্থাধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনার দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। আবার কোন্ দেশে কিরূপে সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার হইয়াছে; যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্য দিয়া অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় হইয়াছে, এ সকল কেবল বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনার দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মানসিক স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, বুদ্ধি প্রখরতা প্রাপ্ত হয়, চিন্তা শৃঙ্খলিত হয় ও গভীরতা লাভ করে, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতা জন্মে এবং হৃদয় উদার ও ভাবুক হয়।

কিন্তু বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য কি? কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মস্তিষ্কের গভীর আলোড়ন-পূর্ব্বক বিবিধ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণের চরম লক্ষ্য কি? জগতের নানা বিভাগের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং আপনার শারীরিক, মানসিক,

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির নিগূঢ় নিয়ম সমূহ সম্যক অবগত হইয়া মানব যেমন এক দিকে স্বীয় জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিয়া, বিশ্ব বিধাতার অসীম জ্ঞান, করুণা, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ভাবের উপলব্ধি পূর্ব্বক, বিস্ময়, ভক্তি, ও কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইবেন, অন্যদিকে তেমনি লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বকীয় জীবনের ও মানব-জাতির বিবিধ উন্নতি সাধন করিবেন। মানবাত্মার বৃত্তি-নিচয় স্বাভাবিক ভাবে একদিকে মানবজাতির উন্নতি ও সেবার জন্য চিরব্যাকুল, অন্যদিকে অতীন্দ্রিয়, অবাঙ্মানসগোচর মহেশ্বরের অপরিসীম রহস্যময় ভাবের অভিমুখে চির প্রবাহিত হইতেছে। মানবাত্মার বৃত্তি সমূহের এই দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষার সম্যক্ ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি-সাধনই বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনার চরম লক্ষ্য। জ্ঞানের ধারণা ও উপলব্ধি হয় মনে, কিন্তু জীবনের সজীব অভিজ্ঞতায় তাহা আয়ত্ত হয়। কার্য্যই জ্ঞানের পরিচায়ক, মানবের চরিত্রেই জ্ঞান ও বিদ্যা জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আমরা যদিও প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছি চরিত্র বিদ্যা বা প্রতিভার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করেনা, কিন্তু অপরদিকে আবার ইহাও সত্য যে বিদ্যা দ্বারাই মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়া থাকে। বিদ্যা চরিত্রকে উৎপন্ন করিতে পারেনা, কিন্তু গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনাদ্বারা স্বীয় চরিত্রকে সুশীলতার অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে সমর্থ হন। আকর হইতে উত্তোলিত হীরক যদ্রূপ ঘর্ষণ ও পরিমার্জ্জন

দ্বারা সুপরিষ্কৃত হইয়া নির্ম্মল ও উজ্জ্বল আভা বিস্তার করে, তদ্রূপ মানবের স্বাভাবিক গুণ সমূহও জ্ঞান ও বিদ্যানুশীল-দ্বারা ঔজ্জ্বল্য লাভ পূর্ব্বক জগদ্বক্ষে কোমলোজ্জ্বল আভা প্রেরণ করে। হিতোপদেশ কহেন ঃ—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম॥"

বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় হইতে পাত্রত্ব জন্মে, পাত্রত্ব হইতে ধনলাভ হয় এবং ধন হইতে ধর্ম্ম ও তাহা হইতে সুখ-লাভ হইয়া থাকে।

চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্যার অধিকারী হইলে, অহঙ্কারী ও উদ্ধত-স্বভাব হইয়া উহার অপব্যবহারই করিয়া থাকে। কিন্তু সচ্চরিত্র ও সুশীলব্যক্তি জ্ঞানরত্ন আহরণ পূর্ব্বক বিনীত হইয়া, তদ্দারা নিজের ও জনসমাজের কল্যাণ সাধনেই নিযুক্ত থাকেন। ঈদৃশ চরিত্রশালী জ্ঞানবান্ পণ্ডিত ও পরাক্রমশালী নৃপতি উভয়ের তুলনা করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। চাণক্য বলিয়াছেন ঃ—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

বিদ্বান্ ও নৃপতির মধ্যে তুলনা হইতে পারে না। রাজা স্বদেশেই মান্য হন, কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকেন।

অর্থ সম্পদ্‌ও বিদ্যার সহিত তুলনীয় নহে। অর্থ কেবল

পার্থিব সুখ সচ্ছন্দতাই প্রদান করিতে পারে। কিন্তু বিদ্যা-দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সুখই লাভ হইয়া থাকে। কবি কহিয়াছেন ঃ—

"ন চৌরচৌর্য্যং নৃপতেরহার্য্যং
নভ্রাতৃভাজ্যং ন করোতি ভারং।
ব্যয়ে কৃতে বর্দ্ধতএব নিত্যং
বিদ্যাধনং সর্ব্বধনপ্রধানং ॥"

বিদ্যা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার নহে, রাজাও ইহাকে বলপূর্ব্বক হস্তগত করিতে সমর্থ হন না, ভ্রাতৃগণকে ইহার অংশ দিতে হয় না এবং ইহাকে বহন করিতে ভারবোধ হয় না। ব্যয় করিলে ইহা নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব বিদ্যাধন সকল ধনের শ্রেষ্ঠ।

বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনার কতিপয় প্রণালী ও বিশেষ বিধি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিদ্যাধ্যয়ন তপস্যা বিশেষ। ছাত্রজীবনে ও তপস্বীর জীবনে অল্পই প্রভেদ। শাস্ত্রে বিধি আছে বিদ্যার্থী শান্ত, দান্ত, সমাহিত, শ্রদ্ধাযুক্ত ও বৈরাগ্য-পরায়ণ হইয়া বিদ্যার আরাধনা করিবেন।

প্রথমতঃ, মনোযোগ সাধন। মনোভিনিবেশ জ্ঞানোপার্জ্জ-নের মূল ভিত্তি। যদ্রূপ আন্দোলিত সরোবর বক্ষে সুবিমল চন্দ্রমার পূর্ণচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়না, তদ্রূপ মানবের মনোরূপ সরোবর যদি নানা বাহ্য বিষয়ের আন্দোলনে সর্ব্বদা অস্থির থাকে, তবে জ্ঞানরূপ পূর্ণ চন্দ্র তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে

না। অতএব বিদ্যার্থী সর্ব্ব প্রথমে মানসিক স্থৈর্য্য সাধন করিবেন। তাঁহার মন এরূপ শান্ত ও সমাহিত হইবে যে, যখন একবার তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন সংসারের শত কোলাহল, আমোদ আহ্লাদের শত প্রলোভন এবং অবস্থার সহস্র প্রতিকূলতা তাঁহার চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। চিত্তসমাধানই স্মৃতিশক্তি সাধনের মূলমন্ত্র। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় একান্ত অধ্যয়নশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনোভিনিবেশ এতাদৃশ গভীর ছিল যে, অধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনা কালে তিনি বাহ্যজগতের তাবৎ ব্যাপার, এমন কি, শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার্য্য সামগ্রী আনীত হইয়া যথাস্থানে রক্ষিত হইত। কিন্তু সেই জ্ঞানানুরাগী মহাপুরুষ গ্রন্থাধ্যয়ন ও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণে এরূপ নিবিষ্ট চিত্ত থাকিতেন, যে আহার করিতে হইবে এচিন্তাও তাঁহার মনে উঠিবার অবসর পাইত না। প্রহরের পর প্রহর নীরবে অতীত হইয়া যাইত, তথাপি তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটিত না। এইরূপ প্রগাঢ় মনোভিনিবেশ সহকারে তিনি যে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ “চারুপাঠ,” “পদার্থবিদ্যা,” “বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,” প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থাবলী এবং ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক পুস্তক তাঁহার লেখনী হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নব্য বঙ্গে জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক জগদ্বিখ্যাত স্যার

আইজাক নিউটনের গভীর মনঃসন্নিবেশ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজে বলিতেন, "লোকে আমার প্রতিভার সুখ্যাতি করে। কিন্তু আমি নিজে কেবল অন্য লোকের সহিত আমার এই মাত্র পার্থক্য দেখিতে পাই যে অন্য অনেকের অপেক্ষা আমার সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযোগের শক্তি অধিক।" যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞানানুশীলন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোনও শাস্ত্রকে আয়ত্ত করিতে যথার্থ অভিলাষ করেন, তবে সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে মনোভিনিবেশ ও একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতিশক্তির অনুশীলন। যদ্রূপ সুচারুরূপে সজ্জিত এবং নিরাপদে রক্ষিত না হইলে বহুমূল্য রত্নরাজি-সঞ্চয় নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ বিবিধ অধীত বিদ্যা ও তত্ত্বসমূহ স্মৃতিপটে সর্ব্বদা অঙ্কিত না থাকিলে অধ্যয়নের কোনও কার্য্য-কারিতাই থাকে না। যদি অধ্যয়ন করিতে না করিতেই অধীতবিদ্যা সমূহ বিস্মৃতি-সলিল তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে সে অধ্যয়নে ফল কি? অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান স্মৃতিপথে চির-বিদ্যমান থাকিলে তবেই তাহা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় অসা-ধারণ স্মৃতিশক্তির এক অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্থল। একদা তিনি গঙ্গা-তীরে স্নানান্তে উপবিষ্ট হইয়া আহ্নিক পূজায় রত ছিলেন, এমন সময় একখানি বজরা আসিয়া ঘাটে উত্তীর্ণ হইল। ঐ নৌকা

হইতে দুইজন শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ পুরুষ তীরে অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমতঃ বাগ্-যুদ্ধ ও অবশেষে মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎপরে তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করিল। বিচারক অভিযোগ শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাদিগের কেহ সাক্ষী আছে কি না জানিতে চাহিলেন। তাহাতে তাহারা কহিল যে এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত তখন সে স্থানে আর কেহ উপস্থিত ছিল না এবং সেই ব্রাহ্মণ সেই সময় তথায় উপবিষ্ট হইয়া হস্তমুখ সঞ্চালন পূর্ব্বক কি করিতেছিল। বিচারক অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন। তর্ক পঞ্চানন মহাশয় বিচারকের অনুরোধে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং ইংরাজ দ্বয় পরস্পরের প্রতি কি কি ইংরাজী বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল তৎসমুদয়ের অবিকল উচ্চারণ ও উল্লেখ করিলেন। বিচারক যখন শুনিলেন যে পণ্ডিত মহাশয় ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন তাঁহার অদ্ভুত স্মারকতা শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তিশালী মহাত্মাই তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে বঙ্গদেশকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুবিখ্যাত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের স্মৃতি শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ছিল। একদা তাঁহার কতিপয় ছাত্র কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য উৎসুক

হইয়া, অনেক বিদ্বান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা ও অনেক আয়াসের পর বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে সরকার মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হন এবং তদ্বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। সরকার মহাশয় তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, বহুকাল হইল তিনি এক অতি প্রাচীন ও দুর্ল্লভ গ্রন্থে ঐ বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সেই গ্রন্থের যে খণ্ডে, যে অধ্যায়ে, যে পৃষ্ঠায়, য়ে স্থানে উহা লিখিত আছে তাহা ছাত্রদিগকে বলিয়া দিলেন, তাঁহারা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া সেই গ্রন্থে ঐ বিষয় প্রাপ্ত হইলেন এবং অধ্যাপকের উজ্জ্বল স্মৃতি শক্তির যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। এই প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তদানীন্তন সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত গণের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। ইয়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল পঞ্চম বর্ষ বয়সেই জগতের ইতিহাস অবগত হইয়াছিলেন এবং উহা অবাধে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। লর্ড মেকলের মেধা এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি বলিতেন যদি মিল্টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" নামক কাব্য ঘটনাবশে লুপ্ত হইয়া যায়, তবে তিনি ছেদাদি সহ উক্তকাব্য পুনরায় লিখিয়া দিতে পারেন। এইরূপে দেখা যায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অপ্রতিম স্মৃতি শক্তিতে ভূষিত ছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাশয়গণের সমকক্ষতা লাভ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ছাত্রগণ যে ইঁহাদিগের

ছাত্র জীবনকে আদর্শরূপে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক মনঃ সমাধান ও অতীত বিষয় সমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্মৃতি শক্তির উন্নতিসাধন করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, পদার্থ ও ঘটনা নিচয়ের পর্য্যবেক্ষণ। অধিকাংশ ছাত্র—এমন কি অনেক প্রতিভাশালী ছাত্রও—কেবল প্রগাঢ় মনোভিনিবেশ ও স্মৃতি শক্তির অনুশীলন দ্বারাই সুবৃহৎ গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করেন এবং অধীত বিদ্যার আবৃত্তি দ্বারা পরীক্ষা দান পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু ইহা বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত লক্ষ্যই নহে। গ্রন্থে যে বিষয় অধ্যয়ন করা যায় জগতের প্রকৃত ঘটনা পুঞ্জের নিম্নে এবং বস্তু সমূহের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তত্তদ্-বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্কতা জন্মিয়া থাকে। উত্তর গীতায় লিখিত আছে ঃ—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা নতুচন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য, সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ॥"

যদ্রূপ চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভ তাহার ভারজ্ঞ মাত্র হয়, কিন্তু চন্দনের মর্ম্ম অবগত হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার সারতত্ত্ব অবগত নহে, সে গর্দ্দভ তুল্য শাস্ত্রের ভারই বহন করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, শারীর বিধান, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রভৃতি সমীক্ষণীয় শাস্ত্র সমূহ তত্তদ্ বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ

ব্যতীত কেবল মাত্র অধ্যয়ন করিলে, তাহা শব দেহের সহিত জীবিত ব্যক্তির আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, বুদ্ধি, বিচার ও চিন্তা শক্তির অনুশীলন। কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিলেই যথেষ্ট হইলনা। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পদার্থ ও ঘটনারাজির প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে যথাযথ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা আবশ্যক। বিশাল জগতের বিবিধ ঘটনা ও তত্ত্বনিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া যদি কোন্‌টী কি প্রকৃতির, তাহার ধারণা ও বিচার করিতে না পারা যায়, এবং সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট বস্তু ও ঘটনা নিচয়ের শ্রেণীবিভাগ করিতে সমর্থ না হওয়া যায়, তবে মানবের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে, বুদ্ধি বিমূঢ় হয় এবং লব্ধ-জ্ঞান শৃঙ্খলা-বিহীন, স্তূপীকৃত, ক্ষণিক মানসিক ধারণা-রাশির সমষ্টি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাহা হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্র একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির উপায় থাকে না। অতএব আমাদিগের স্বাভাবিক বিচার শক্তির পরিচালনা দ্বারা, প্রাকৃতিক ও মানসিক ঘটনাপুঞ্জের লব্ধ জ্ঞানকে যথাযথ শ্রেণীতে বিভাগ পূর্ব্বক, তৎসমূহের নিম্নে যে সকল গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে তদ্বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক। মানবের স্বাভাবিক বিচার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কারণানুসন্ধিৎসা বিদ্যমান আছে। উহা প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক ঘটনার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কারণের অনুসন্ধানে তাহাকে সর্ব্বদা পরিচালিত করিতেছে। এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক বস্তু

এবং প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে এক জ্ঞান-প্রণোদিত দুরবগাহ্য অনন্ত কার্য্য-কারণশৃঙ্খলা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, চিন্তাশক্তির তীক্ষ্ণ আলোকে তাহা অভিব্যক্ত হইতে থাকে। গভীর চিন্তাদ্বারা প্রাকৃতিক, শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক জগতের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা অবগত না হইলে মানব নিজের ও স্বজাতির উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিচার, ও চিন্তা-শক্তির বিকাশ সাধন দ্বারা, বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে অবস্থিত আদি কারণে উপনীত হওয়াই বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনার চরম লক্ষ্য। ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্মৃতিগত পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র লইয়া যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদন জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও সুবিমল আত্মপ্রসাদ অনুভবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। স্মৃতিগত পরোক্ষ জ্ঞানকে কার্য্যগত জীবনে প্রত্যক্ষভাবে আয়ত্ত করিলেই তাহার সফলতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন ঃ—

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা-
গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা-
জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥"

অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা গ্রন্থাধ্যায়ী শ্রেষ্ঠ ; গ্রন্থাধ্যায়ী অপেক্ষা যে ব্যক্তি পঠিত গ্রন্থ বিস্মৃত না হয় সেই শ্রেষ্ঠ ; যাঁহার গ্রন্থের ধারণামাত্র আছে তাঁহা অপেক্ষা গ্রন্থের মর্ম্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; এবং মর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ।

• পঞ্চমতঃ, ভাবের উদ্দীপনা।—মনোভিনিবেশ, স্মৃতিশক্তির পরিচালনা, পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তিবিচার এবং চিন্তাদ্বারা কার্য্য-সমূহের নিয়মশৃঙ্খলা ও গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলে মানব মনের কেবল এক দিক্ মাত্র পরিতৃপ্ত হয়। ভাবের দিক্ বিকসিত না হইলে, হৃদয়বৃত্তি পরিতৃপ্ত না হইলে শিক্ষা আংশিক থাকিয়া যায়। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা জগতের অত্যদ্ভুত নিয়মশৃঙ্খলা ও কার্য্যকারণ তত্ত্ব অবগত হইয়া, তৎসমূহের নিম্নে এক জীবন্ত জ্ঞানময় অসীম শক্তিকে অনুভব করিয়া যদি মনে বিস্ময়রসের সঞ্চার না হয় এবং প্রচুর সৌন্দর্য্যরসে হৃদয় বিগলিত, উচ্ছ্বসিত ও বিমুগ্ধ না হয়, তবে অর্জ্জিত জ্ঞানরাশি মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির ন্যায় মানব জীবন হইতে কেবল অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যরূপ অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতে থাকে। মহামতি কার্লাইল বলিয়াছেন ;—"যে মানব বিস্মিত হইতে পারে না, যাহার মনে স্বাভাবিক ভাবে বিস্ময় ও আরাধনা সমুত্থিত হয় না, সে বহুল বিজ্ঞান সমাজের সভ্য হইলেও, সমগ্র দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র মনে মনে বহন করিয়া বেড়াইলেও,এবং তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নানা বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও প্রদর্শনী আগারের সংক্ষিপ্তসার সদৃশ হইলেও সে কেবল একখানি পরিবীক্ষণ বিশেষ যাহার পশ্চাতে কোনও চক্ষু বিদ্যমান নাই।"

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের দুরবগাহ্য জ্ঞান সাগরে নিমগ্ন হইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে মূল কারণের অনুসন্ধান করিতে করিতে পরিশেষে আপনাকে হারাইয়া

ফেলেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অসীম, জ্ঞানময়ী শক্তির নিকট আপনাদের শক্তি নিচয়ের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নীরব হইয়া থাকেন। বাস্তবিক সৃষ্টকার্য্যের অধিকাংশ সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ রহস্য মানবের নিকট চিরলুক্কায়িত থাকিয়া যাইত, যদি তিনি তাহার অন্তরালে এই মহতী চিন্ময়ী শক্তিকে অনুভব করিতে সমর্থ না হইতেন। ইহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য রাশি, ইহার বিমোহিনী শক্তি, ইহার প্রকৃত অর্থ তাঁহারই নিকট প্রকাশিত হয়, যিনি এই আদি কারণের নিকট আপনার ক্ষুদ্র মস্তক অবনত করেন। হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সমুদিত হইলেই বিদ্যাধ্যয়ন সফল হয় এবং জ্ঞানবৃত্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে। অতএব যাহাতে পুস্তকগত পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আয়ত্তীকৃত হইয়া, হৃদয়ে ভাবের উদ্দীপনা করে, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে, সাধ্যমত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ এবং বিশুদ্ধ কাব্যালোচনা দ্বারা তাহার শিক্ষালাভ করা ছাত্রজীবনের একটী গুরুতর ও অবশ্যসাধনীয় কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠতঃ, শারীরিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ,—ছাত্রজীবনে যুবকগণকে অধিকাংশ স্থলেই এ বিষয়ে উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বিদ্যা-সাধনার সফলতা লাভের জন্য এত অধিক মানসিক পরিশ্রমে রত থাকেন যে শরীর তাঁহাদের স্মৃতি ও মনোযোগের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অহোরাত্র অবিশ্রান্ত মান-

সিক পরিশ্রমে রত থাকিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিলে, সত্বর বা বিলম্বে অনি-বার্য্যরূপে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কে না অবগত আছেন যে ছাত্রগণ প্রায়ই রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন নিবন্ধন অথবা শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখতাবশতঃ, অজীর্ণ, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, বাতব্যাধি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহ-যন্ত্রকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলেন ? তাঁহারা বিদ্যার সাধনায় সফলতা লাভ করত সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহারা সুশীল ও শান্ত স্বভাব হইয়া সকলের প্রীতি ও প্রশংসা ভাজন হইতে পারেন, কিন্তু বিদ্যা ক্ষেত্র হইতে সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় তাঁহাদিগের অধিকাংশকেই "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। তখন তাঁহাদিগের জীবন নিস্তেজ, নিরুদ্যম ও স্ফূর্ত্তি-বিহীন, অলস, উন্নতি বিমুখ এবং বিশ্রামান্বেষী হইবে না ত আর কি হইবে ? মস্তিষ্ক যেমন মানসিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ যন্ত্র তেমনি আবার ইহা সমগ্র শরীর-যন্ত্রের পরিচালক ও নিয়ামক। গুরুতর মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মস্তিষ্কের অযথা ও অতিরিক্ত পরিচালনা করিলে উহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিনষ্ট হয়। সুতরাং উহা শরীরের প্রত্যেক বিভাগে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়াতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্র হীনবল ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। শিক্ষার্থী যুবককুলের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে মনও নিস্তেজ

হইয়া যায়, চিত্তে প্রফুল্লতা থাকে না সুতরাং অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব শরীর যাহাতে সর্ব্বদা সুস্থ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা ছাত্রজীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ঊষাকালে যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত স্থানে বিচরণ-পূর্ব্বক নির্ম্মল বায়ু সেবন দ্বারা শারীরিক জড়তার অপনয়ন এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করা তাঁহাদের নিত্যকরণীয় কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের আহার, স্নান, নিদ্রা, পরিধান, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিতে মিতাচার অবলম্বন করা এবং অশ্বারোহণ, নৌচালনা, ক্রিকেট, জিম্‌নাষ্টিক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন এবং মানসিক প্রফুল্লতা বিকাশের উপযোগী ব্যায়ামে, অপরাহ্ন সময়ে নিয়মিত রূপে রত থাকা উচিত। শারীরিক পরিশ্রমে যেমন একদিকে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়, অন্যদিকে আবার তেমনই মনে অমিত স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে পাঠ্য বিষয়ে সত্বর মনোভিনিবেশ হয়। অভিনিবেশই বিদ্যালোচনায় সফলতা লাভের প্রথম সোপান। অতএব মানসিক উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা ছাত্র গণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সপ্তমতঃ,—ব্যবসায়িক এবং বৈষয়িক শিক্ষা। উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে যুবকের সর্ব্বাঙ্গীন মানসিক উন্নতি সংসাধিত হইলে তাঁহার ব্যবসায়িক ও সাংসারিক শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, সকল মানব জগতে এক কার্য্য করিবার জন্য আগমন করেনা। জগৎরূপ

এই সুবিশাল কার্য্য ক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রম-বিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সংসারে কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ বিচারক, কেহ ব্যবহারজীবী; কেহ চিকিৎসক, কেহ শিক্ষক; কেহ বণিক্, কেহ শিল্পী; কেহ শান্তিরক্ষক, কেহ ধর্ম্ম প্রচারক ইত্যাদি। মানবগণ স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান বিশেষভাবে তত্তৎ পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। সর্ব্ব বিষয়ে তুল্যজ্ঞান ও তুল্য শিক্ষা লাভ সকল মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জগতে নিতান্ত বিরল। স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে মানব স্বকীয় জীবনের বিশেষ কার্য্য অন্বেষণ পূর্ব্বক, তাহাতে সম্যক্ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। কিন্তু এই-রূপে জীবনের প্রকৃত কার্য্য নির্ব্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন এবং গুরুতর ব্যাপার। মানব প্রথমে সাধারণ শিক্ষা দ্বারা হৃদয় মন ও নৈতিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ লাভ এবং সাংসারিক ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেক পরিমাণে লাভ না করিলে, জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হন না। কত যুবকই যে প্রতিনিয়ত এই শিক্ষা ও এই অভিজ্ঞতার অভাবে, অপরিণত বয়সে স্বীয় জীবনের অবলম্বনীয় কার্য্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ভ্রান্তপথ আশ্রয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন, কত তীক্ষ্ণ প্রতিভাই যে এইরূপে নিষ্প্রভ ও অপব্যবহৃত হইতেছে, তাহার গণনা করা যায় না।

অধিকাংশ ছাত্র অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া যাহা দ্বারা অল্পবয়সে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারা যায়, বাল্যাবধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সেই শিক্ষা লাভেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার অনেক জ্ঞানপিপাসু অধ্যয়নানুরাগী যুবক জ্ঞানালোচনাকেই জীবনের সারভূত মনে করিয়া অর্থকরী বিদ্যা ও সাংসারিক শিক্ষাকে তুচ্ছ জ্ঞান করত তল্লাভে পরাঙ্মুখ থাকেন। শেষোক্ত যুবকগণের সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর শিক্ষার্থীই ভ্রান্ত। বিদ্যাধ্যয়ন বিনা অর্থোপার্জ্জন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যা বিনা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভ নিতান্ত দুর্ঘট। যাঁহারা জগতে ধনশালী হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে সকলে বিদ্যাবলেই ধনোপার্জ্জন করেন এরূপ নহে। অর্থকরী শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাল্যকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবসায়িক এবং বৈষয়িক নিয়ম প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে মানব পরিণত জীবনে সুদক্ষ ব্যবসায়ী ও সুচতুর সংসারী হইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের অল্পই সহায়তা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান কাব্য প্রভৃতির চর্চ্চায় রত অথবা ভাবুকতার সলিলে নিমগ্ন থাকিয়া, কার্য্যগত জীবন ও অর্থকরী শিক্ষাকে অবহেলা করিলে, সংসারানভিজ্ঞ হইয়া মানবকে অর্থোপার্জ্জনে, গার্হস্থ্য-জীবনে ও কার্য্যক্ষেত্রে পদে পদে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইতে এবং যাবজ্জীবন অশেষ ক্লেশ ও দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

সাধারণতঃ,যুবকগণ অল্পবয়সে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট ও তাহাতে শিক্ষিত হইয়া চিরজীবন তাহারই অনুশীলনদ্বারা সাংসারিক উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন, নিজ জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন এবং জনসমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের প্রবৃত্তি এবং অবসর অল্পই থাকে। সাধারণ ভাবে জ্ঞান, হৃদয় এবং নৈতিক বৃত্তি সমূহের বিকাশ ও দৃঢ়তা সংসাধিত হইবার পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায় বা কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হইলে মানবজীবন অস্ফুট কুসুম-কলিকার ন্যায় সংসারের প্রখর রবি-কিরণে অকালে বিশুষ্ক ও ম্লান হইয়া পড়ে। তাহার জ্ঞানবৃত্তি তৈলকারের আবৃতচক্ষু বলীবর্দ্দের ন্যায় অবলম্বিত ব্যবসায়ের চতুর্দ্দিকেই নিয়ত আবর্ত্তন করিতে থাকে, বিশ্বের অন্যান্য বিভাগের তত্ত্বক্ষেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। তাহার প্রাণের অনুরাগ অর্থের ক্ষতি-লাভ গণনার সীমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তাহার অসাড় হৃদয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রস পানে সমর্থ হয় না, এবং সে ব্যক্তি জগতের উন্নতি বা অভাব সম্বন্ধে,এমন কি স্বীয় পারিবারিক সুখ দুঃখেও উদাসীন ও সহানুভূতি-বিহীন হইয়া পড়ে। তাহার কঠোর হস্তযুগল, স্বর্ণ রৌপ্যের গণনার অতীত, জনসমাজের কোনও শ্রেষ্ঠতর কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইতে শিক্ষা করে না। অল্প বয়সেই তাহার জীবনে সজীবতার অবসান হয়, মুখের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয়, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি সংরুদ্ধ হয়, এবং উৎসাহ উদ্যম অন্তর্হিত হয়। পরমায়ুর অর্দ্ধেক অতীত

হইতে না হইতেই তাহার সাংসারিক সকল সুখ, সকল আশা ও সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়, তাহার শরীর মন অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় এবং গুটীপোকার ন্যায় আপনাকে সংসার-জালে দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া সে, পথবিহীন অন্ধকারময় পরিণামের প্রতি নিরাশ নয়নে বিফল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপে সে চির-বন্দীর ন্যায় স্বীয় ব্যবসায় রূপ কারাগারে অমূল্য মানব-জীবন যাপন করিয়া, গভীর অতৃপ্তিতে তাহার অবসান করে।

হে শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দ! অল্পবয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় অমূল্যজীবনের অপব্যবহার করিও না। অপরিণত স্কন্ধে সংসারের গুরুভার, গ্রহণ পূর্ব্বক, অল্পবয়সে পিতা পিতামহ সাজিয়া অকালে আপনার সুখ, আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি ও চারত্রে জলাঞ্জলি দিয়া নৈরাশ্যে দুঃখে ও অতৃপ্তিতে অমূল্য জীবনের অবসান করিওনা। স্বীয় স্বীয় শরীরকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিয়া সুস্থ রাখ—দীর্ঘজীবী হইয়া কঠিন পরিশ্রমে অবাধে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। জ্ঞানের সম্যক্ উন্নতি সাধন কর—ভবিষ্যতে অবলম্বিত ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে এবং চিরজীবন তদনুশীলনে হৃদয়ে বিমল আনন্দ ও চরিত্রে প্রশান্তভাব, গাম্ভীর্য্য ও উদারতা লাভ করিতে পারিবে। চরিত্র এবং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও—জগতের কল্যাণ সাধনে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে এবং পরম পিতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে। জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে

প্রথমে জীবনকে ভূষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎপরে স্বীয় স্বীয় শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিশেষ ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ কর, উপযুক্ত ও কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হও এবং সেই জ্ঞান, চরিত্র, ধর্ম্ম ও কর্ম্মণ্যতার চিরসুন্দর পবিত্রোজ্জ্বল কিরণে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে আলোকিত করিয়া, জগতের আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হও। যদি নিতান্তই অবস্থা বৈগুণ্য বশতঃ অল্পবয়স হইতেই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলেও তাহার মধ্য হইতে অবসর করিয়া নিজ নিজ শরীর, মন ও হৃদয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইবে। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কতলোকে এইরূপে সামান্য অবস্থা হইতে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া গণ্য মান্য হইয়া গিয়াছেন। তোমরাই বা তাঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে পারিবে না কেন?

অষ্টমতঃ, নীতিশিক্ষা।—বিদ্যা ও জ্ঞান যদি সাধু চরিত্র এবং সুশীলতার সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে তাহা মানবজীবনে সুখ শান্তি প্রদান করিতে পারে না। শেরিডনের ন্যায় বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিকেও, কেবল চরিত্রের অভাবে চিরজীবন দুঃখে ও ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে দারুণ মনস্তাপ এবং অশান্তি বহন পূর্ব্বক ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার শেষ জীবনের দুর্দ্দশার বিবরণ শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। লর্ড বায়রণ একজন অলৌকিক প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া কাব্য-রস-গ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু

তাঁহার চরিত্র কলুষিত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলিয়া তিনি কখনও প্রাণে শান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই এবং জীবনে কখনও সুখ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সমস্ত কাব্য তিনি কেবল নিজজীবনের ঘোর নৈরাশ্য, দারুণ অতৃপ্তি এবং গভীর অনু-তাপের আর্ত্তনাদে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। চরিত্র হীন দেশ-হিতৈষণা জগতের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং চরিত্র-বিহীন ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য অট্টালিকার ন্যায় অচিরেই ধূলিশায়ী হইয়া থাকে। সুবক্তা স্বীয় বাগ্মিতা-বলে লোককে চমৎকৃত করিতে পারেন বটে; সুকবি অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি-দ্বারা লোকের হৃদয় মুগ্ধ করিতে সমর্থ হন বটে; সুলেখক ভাষার ছটায় জন সাধারণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে পারেন বটে; নৈয়ায়িক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যুক্তি এবং কূট-তর্ক-জালে মানব মনকে বিজড়িত করিয়া বিস্মিত করিতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু জীবনে সাধুতা ও সুশীলতার পরিচয় না দিলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের সাময়িক শ্রদ্ধা গগনপটস্থ ইন্দ্রধনুর ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায়। কবি, বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিশেষ কার্য্য জগত-ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে বটে, কিন্তু চরিত্রশালী মহাত্মগণই জগতের জীবনী শক্তি স্বরূপ হইয়া চিরদিন মানব-সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত করেন।

জ্ঞানী, কবি, বৈজ্ঞানিক বা বাগ্মীর প্রতিভা বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যেই প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সাধারণ মানব তাহার মর্ম্ম

গ্রহণে সমর্থ হয় না। কিন্তু চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি, বিশাল অম্বর তলে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়, মানব সমাজে চির প্রকাশিত থাকেন এবং জগতের আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার কার্য্য পরম্পরার চিরপরিচিত সরল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জন শঙ্করাচার্য্য বা ভাস্করাচার্য্যের নাম অবগত আছে? কিন্তু রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের নামে ভারতের পুরুষ রমণী, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সকলের হৃদয়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোপার্ণিকস্ বা প্লেটোর নাম ইয়ুরোপের বিদ্বান্ ও সভ্য সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ,কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের অবিনশ্বর নাম তদ্দেশীয় সামান্য শ্রমজীবী হইতে মহা ক্ষমতাশালী সম্রাট্ পর্য্যন্ত, কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় সিংহাসনে যুগে যুগে রাজত্ব করিতেছে এবং তাঁহার নির্ম্মল জীবন্ত চরিত্র ইয়ুরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে সজীবতার স্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছে। একদা মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিয়াছিলেন, "আমার প্রতিষ্ঠিত এই সকল রাজ্য কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যেরুসালেমের সেই সামান্য সূত্রধর সন্তান (যীশু) যে রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানব হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

এ সংসারে শ্রেষ্ঠ মানব কে?—যিনি স্বকীয় অসাধারণ বীরত্ব প্রভাবে সমগ্র ইয়ুরোপ ও তৎকালজ্ঞাত আসিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডের প্রদেশ সমূহের সম্রাট্ হইয়া, স্বীয় ক্ষমতা-

গৌরবে স্ফীত হইয়া জগৎকে অতি ক্ষুদ্র অনুভব করত বলিয়াছিলেন, "আমার আক্ষেপ রহিল যে আমার অধিকারের জন্য আর পৃথিবী নাই," সেই বাহুবল গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার শ্রেষ্ঠ—অথবা, যিনি সুবিশাল জ্ঞান সাগরের উপকূলে উপবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "যে অনন্ত প্রসারিত জ্ঞান সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহার মধ্যস্থিত রত্নরাশি বহুদূরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে", সেই বিনীত নিউটন শ্রেষ্ঠ? স্বীয় বাহু বিক্রমে যিনি সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎকে আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়াছিলেন সেই নেপোলিয়ন শ্রেষ্ঠ অথবা যিনি সমগ্র ইয়ুরোপের ধর্ম্ম জগৎকে স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ধর্ম্মের গম্ভীর তূর্য্যনিনাদে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মবীর মার্টিন লুথার শ্রেষ্ঠ? যিনি তোষামোদ ও তুষ্টিসাধন দ্বারা মোগল সম্রাটের সভায় সম্ভ্রম লাভ পূর্ব্বক সম্পদ্ ও যশোলাভ করিয়াছিলেন সেই মানসিংহের নাম কয় জনে করে? কিন্তু যিনি স্বীয় রাজ্য সম্পদ্ হইতে বিচ্যুত হইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের গহ্বরে গহ্বরে অবস্থিতি করিয়াও স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি চক্ষের সম্মুখে স্ত্রী ও সন্তানদিগের অনাহার ও বিবিধ ক্লেশ দর্শনে ব্যথিত হইয়াও আত্ম মর্য্যাদা এবং জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, সেই চিতোর-গৌরব মহাত্মা রাণা প্রতাপসিংহের নামে ভারতের কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না অশ্রুপাত করিয়া থাকেন?

চরিত্রই মানবের একমাত্র দৃঢ় অবলম্বন। ধনসম্পদ্, প্রখরবুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতি লইয়া মানব কত দিন পরিতৃপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে? পৃথিবীর উপার্জ্জিত ধন, যশ, ক্ষমতা অতি চঞ্চল—পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অতি অস্থায়ী; আজ যিনি বাহুবলে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক স্বর্ণ মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়া সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্, কাল যদি তাঁহার রাজবেশ সহিত সেই মুকুট কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে চীরবসন পরাইয়া প্রকাশ্য পথে বহির্গত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তখন তাঁহার জীবনে এমন কি অবশিষ্ট থাকে যদ্দ্বারা তিনি তাঁহার লুপ্ত-গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন? নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবন আলোচনা কর, কি দেখিবে? ফ্রান্সের রাজসম্মান তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষ প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তিনি ইটালীর লৌহ-মুকুট মস্তকে পরিধান করিতে বাসনা করিলেন, ইংলণ্ডের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অভিলাষী হইলেন এবং রুসিয়াকে স্বীয় পদতলে আনয়ন করিবার সংকল্প করিলেন। তাঁহার অজেয় সংকল্প ও উদ্যম তাঁহার অধিকাংশ আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সেই বিজয়-গৌরব অচিরেই অস্তমিত হইয়া গেল। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, তাঁহার সফলতা সাধুতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি তাঁহার বিজয়-স্তম্ভকে বালুকা-রাশির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার উপর যখন ঝটিকা প্রবাহিত হইল, তখন তাহার অসারত্ব

প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যে নেপোলিয়ন সমগ্র ইয়ুরোপের রাজন্যবর্গের উপর প্রবল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন,অবশেষে সেই নেপোলিয়ন তাঁহার সেই উন্নত সম্মান-শিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, নতশিরে পিঞ্জরবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ, তাঁহার সংগ্রাম-সফলতা, তাঁহার পূর্ব্ব-গৌরব সকলই কারাগারের বাহিরে পড়িয়া রহিল, তাঁহার প্রখর বুদ্ধি বিমূঢ় হইল এবং তিনি সামান্য বন্দীর ন্যায় শৃঙ্খলিত হস্ত পদে, ভগ্ন হৃদয়ে অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার জীবনে এমন কি সামগ্রী ছিল, যাহা তাঁহার হৃদয়ের গভীর পরিতাপ দূর করিতে, তাঁহার অবনত মস্তককে পুনরুন্নত করিতে, তাঁহার অবসন্ন প্রাণে আত্মপ্রসাদের শান্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইত?

চরিত্রশালী ব্যক্তি আপনার জীবনের তেজে আপনি উজ্জ্বল হইয়া থাকেন, তাঁহাকে পৃথিবীর সম্রাটই কর, আর অরণ্যে শূকর চারণা করিতেই দেও, তিনি আপনার সম্ভ্রমে আপনি সম্ভ্রান্ত। সুখের সুকোমল অঙ্কেই স্থাপিত কর অথবা দুঃখের ভীম নিষ্পেষণেই নিপীড়িত কর তিনি সকল অবস্থাতেই অটল। দরিদ্র সক্রেটিশ বৃথাপবাদে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং বিষপাণে প্রাণত্যাগ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত চিত্তে, শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে গরল-পাত্র স্বীয় মুখে উত্তোলন করিয়াছিলেন। রোমীয় বিচারক ব্রুটাস্ স্বদেশ-

বিরোধিতার জন্য, সাধারণ প্রজার ন্যায় যথার্থ ও ন্যায় বিচারানুসারে জন সাধারণের সম্মুখে স্বীয় পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। সার ফিলিপ সিড্‌নী রণক্ষেত্রে আহত, শুষ্ককণ্ঠ, আসন্ন-মৃত্যু হইয়াও স্বীয় পানীয় জলপাত্র পার্শ্ববর্ত্তী মুমূর্ষু সৈনিককে দিতে আদেশ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন অধিক"। এই সকল লোকের আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন বা জুলিয়স্ সীজরের ন্যায় ক্ষমতা অথবা রথ্‌স্ চাইল্‌ড্ বা জগৎ শেঠের ন্যায় অগণ্য ধনরাশি ছিল না, কিন্তু স্বীয় স্বীয় চরিত্রে সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, উপচীকির্ষা প্রভৃতি প্রদর্শন দ্বারাই তাঁহারা সকলের চিত্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবনের অবস্থা ও কার্য্যবৈচিত্র্যের মধ্যে চরিত্রই মানবের অপরিবর্ত্তনীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ।

শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দ! নীতিহীন বিদ্যার চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইও না, পরিণামে দেখিতে পাইবে তাহাতে সুখ নাই, শান্তি নাই, উন্নতি নাই এবং আনন্দ নাই। বিদ্যালাভকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ মনে করিও না, কিন্তু চরিত্রলাভের সোপানস্বরূপ মনে করিবে। চরিত্রধনে ধনী হওয়াই বিদ্যালাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতির গভীর আলোচনাদ্বারা জ্ঞানী হও, যশস্বী হও, ভাবুক হও, কিন্তু নীতিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন জানিয়া সাধু ও চরিত্রশালী ব্যক্তিগণের চরণে উপবেশন পূর্ব্বক, অহরহঃ তাহার সাধনা ও শিক্ষায় নিযুক্ত থাক। বিশুদ্ধ ও সাধুজীবন লাভে তোমাদের জন্ম সার্থক হইবে।

কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষাই সম্যক্‌-রূপে লব্ধ হয় না। মানব সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় হইয়া, মাতৃগর্ভ হইতে জগতে আগমন করে এবং শিশুকাল হইতে জগতের অভিজ্ঞতা লাভে, তাহাকে পদে পদে জনক জননী, সোদর সোদরা, আত্মীয় প্রতিবেশী, শিক্ষক প্রভৃতির উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। ছাত্র জীবনে গুরুর সাহায্য ব্যতীত, জ্ঞান, বিদ্যা, চরিত্র বা ধর্ম্ম কিছুই লাভ করা যায় না। অন্তর্নিহিত হৃদয় মনের বৃত্তি সমূহ গুরুর উপদেশ ও তাঁহার প্রদত্ত সুশিক্ষার সাহায্যে উদ্গত ও বিকসিত হইয়া থাকে। গুরুর সস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উপদেশ দ্বারা মানবের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে ঃ—

"অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ।
লব্ধ্বাচ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কো বা বন্ধুস্ততঃপরং॥"

অর্থ—অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তি যাঁহা হইতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল দৃষ্টি লাভ করে তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু আর কে আছে ?

যদিও চিন্তা, ভাব এবং কার্য্য সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বটে, তথাপি শিশুকাল হইতে জগতের সুবিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্র বা ব্যবসায়বিশারদ ব্যক্তিগণের নিকট উপদেশ ও শিক্ষা লাভ না করিলে পরিণত জীবনে সেই লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয় না। যিনি যে বিদ্যা বা যে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাকে সেই বিদ্যায় বা সেই

ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপদেশ ও শিক্ষা লাভপূর্ব্বক, প্রতিনিয়ত আত্মচেষ্টা দ্বারা তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে হইবে। প্রাচীনতম কাল হইতে এপর্য্যন্ত যত বিদ্যা ও যত ব্যবসায়ের আবিষ্কার ও উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তৎসমুদায় যুগে যুগে নানা প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সুপরিজ্ঞাত, পরিচিন্তিত ও প্রকর্ষিত হইয়া গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোনও মানবের পক্ষে ব্যক্তিগত আমূল পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তৎসমুদায়ের আয়ত্তী-করণ সম্ভব নহে। সুবিখ্যাত মার্কিণ কবি লংফেলো কহিয়াছেন ঃ—

"Art is long, and time is fleeting,—"

অর্থাৎ 'মানবজীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় বহুল,কিন্তু সময় প্রবাহ অতি দ্রুতগামী।' বাস্তবিক মানবের জীবন এতই অল্পস্থায়ী,যে অতীত যুগ সমূহের ক্রম-সঞ্চিত তত্ত্বরাজি এবং সভ্যতার উৎপত্তি ও উন্নতি, ব্যক্তিগত চিন্তা এবং পরীক্ষা দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। সুতরাং তাহাকে কোনও বিদ্যা বা ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইতে হইলে,তত্তদ্‌বিষয়ের শাস্ত্র ও তদভিজ্ঞ গুরুর উপর নির্ভর করিতে হইবে। গুরু এবং শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনভাবে কোনও বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করা সাধারণ মানবের পক্ষে ত দূরের কথা, পরন্তু অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মগণও ইহা সম্ভব এবং সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। স্মাইল্‌স্ বলিয়াছেন ঃ—"যিনি আপনাকে প্রভূত জ্ঞানী মনে করিয়া অপরের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে

চাহেন না, তিনি কখনই কোনও মহৎ অথবা সাধু কার্য্যে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন না। আমাদিগকে সতত মন এবং হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং যাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক-তর জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ তাঁহাদিগের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে লজ্জিত হওয়া আমাদিগের কখনই উচিত নহে।"

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণতনয়গণ বাল্যকালে উপনয়ন সংস্কারান্তে গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন, এবং দশ, দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষকাল সর্ব্ব বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া নানাশাস্ত্র ও বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন; ক্ষত্রিয় তনয়গণ গুরুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতেন, এবং বৈশ্যকুমারগণ গুরু সমীপে নানা ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণি প্রভৃতি ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান দেশসমূহে এবং সুসভ্য মার্কিণ দেশে বালকগণ শিক্ষালাভার্থে বোর্ডিং হাউস বা ছাত্রনিবাসে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা সচ্চরিত্র ও সুপণ্ডিত শিক্ষকগণের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা সম্যক্ পরিচালিত ও শিক্ষিত হয়। কোনও ব্যবসায় বা শিল্প শিক্ষা করিতে হইলেও তদ্বিষয়ে কৃতকর্ম্মা কোনও লোককে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বহুদিন ধরিয়া তাঁহার নিকট (apprentice) শিক্ষার্থী থাকিতে হয়।

ইদানীং অস্মদ্দেশীয় ছাত্রগণের ব্যবহারে ও কার্য্য কলাপে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের প্রতি যে প্রকার অসম্মানের ভাব পরিদৃষ্ট হয় তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় এবং সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই

এরূপ উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত আচরণকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। শিক্ষক যতই কেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, উন্নতচরিত্র, ধার্ম্মিক ও স্নেহশীল হউন না, এমন অনেক ছাত্র আছে, যাহারা তাঁহার প্রশংসাবাদ করিবার সময়েও তাঁহাকে ইতরজনোচিত জঘন্য বিশেষণে অভিহিত করা যেন একটা গৌরবের বিষয় মনে করে। শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে বেতন গ্রহণ করেন বলিয়া যে তাঁহাদের যত্ন, স্নেহ, সুশিক্ষা ও সদুপদেশের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইব না, ইহা অতি অর্ব্বাচীনের কথা। এজগতে যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, তাঁহারই প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ জ্ঞানে ও চরিত্রে আমাদের অপেক্ষা উন্নত যে সকল ব্যক্তি আমাদের পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করত আমাদিগকে উন্নতির আলোকময় পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে আমাদের বিশিষ্ট সম্মান ও ভক্তির পাত্র ইহাতে সন্দেহ করাই ঘোর মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বাল্যকালেই যাহার হৃদয় হইতে এই ভক্তির ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহার চরিত্রের পরিণাম অতি ভয়াবহ। সে ক্রমে পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে এবং অবশেষে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা করিবার পথ প্রশস্ত করে। গুরুকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভক্তি করা এবং তাঁহার বাধ্য হওয়া ছাত্রগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। ভক্তি-ভাবই প্রকৃত মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি।

গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রে বিধি ও আদেশ

আছে। মনু বলেন ঃ—

"নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি ভাষিত চেষ্টিতং॥"

শিষ্য পরোক্ষেও গুরুর উপাধিবর্জ্জিত নাম ব্যবহার করিবে না। পরন্তু (বিদ্রূপচ্ছলে) তাঁহার গমন, বাক্য অথবা কর্ম্মের অনুকরণও করিবে না।

মনুসংহিতার আর এক স্থলে আছে ঃ—

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতেব্যৌ গন্তব্যো বা ততোঽন্যতঃ॥"

যেখানে গুরুর পরিবাদ বা নিন্দার উল্লেখ হয়,সেখানে শিষ্য কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন অথবা তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিবেন, ইত্যাদি।

যে ছাত্র গুরুর নিকট মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করে এবং তাঁহার আদেশ অবহেলা করে, সে অকৃতজ্ঞ,দুর্ব্বিনীত এবং অহঙ্কারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞানের পরিপাক না হইলে, কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, শুভ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, স্বাবলম্বনে স্বীয় কর্ত্তব্য পথে চলিবার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্র তাহার জীবনের শুভাশুভ গুরুর হস্তে ন্যস্ত করিবে এবং অবিচারিত ভাবে তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হইবে। যৌবনকালে বাসনা প্রবল হইয়া ছাত্রগণকে প্রতিনিয়ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে নানা প্রলোভনে নিক্ষেপ করে। অপরিণত বয়সে আপনার কর্ত্তব্য ও হিতাহিত বিচার

করা সম্ভব নহে। অতএব এই অবস্থায় জীবনের সর্ব্ববিষয়ে গুরুর একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকাই ছাত্রের পক্ষে শ্রেয়স্কর। যে ছাত্র বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে, সে উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, সংসারসমুদ্রে কাণ্ডারী-বিহীন তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হয় এবং বাসনা তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তাহার দুর্ব্বল ও নিষ্ফল জীবন অবশেষে সংসারাবর্ত্তে নিমজ্জিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে ঃ—

"স পণ্ডিতঃ স চ জ্ঞানী সক্ষেমী স চ পুণ্যবান্।
গুরোর্বচস্করো যোহি ক্ষেমং তস্য পদে পদে॥"

যে শিষ্য গুরুবাক্যানুসারে কার্য্য করেন, তিনিই জ্ঞানী, তিনি কল্যাণাস্পদ, এবং তিনিই পুণ্যবান্। পদে পদে তাঁহার মঙ্গল হইয়া থাকে।

বাস্তবিক গুরুই ছাত্র জীবনের নেতা ও আদর্শ স্বরূপ। সংসারের চিন্তা এবং উদ্বেগশূন্য সুকোমল ছাত্রহৃদয়ে গুরুর চিন্তা, ভাব, বাক্য, ও কার্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রতিভা ও চরিত্র শিষ্য-জীবনে অজ্ঞাতসারে সংক্রামিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক অনুকৃত হয়। ছাত্রজীবনে গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিষয় পরিণতজীবনে মানবের কার্য্যক্ষেত্রের মূল শক্তি এবং গুরুদত্ত মত তাহার আজীবন পরিচালক হইয়া থাকে। গুরু-বাক্যই ছাত্রজীবনে বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা ছাত্র-জীবনের বহু সৌভাগ্য এবং মহাগৌরবের বিষয়।

পরিশেষে আত্মোৎকর্ষসাধন ঃ—ছাত্রজীবন কি কখনও শেষ হয় ? পর্য্যায়ক্রমে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, কিন্তু ক্রমবিকাশশীল মানব-জীবনে শিক্ষার অন্ত কোথায় ? মানব মনের জ্ঞান-পিপাসার কি পরিসমাপ্তি আছে ? মানব চরিত্রের বিকাশের কি সীমা আছে ? না।—মানব-মন চিরঅর্জ্জনশীল, মানব জীবন চিরউন্নতিশীল। যেমন লার্ক পক্ষী প্রভাত-সমীরণ-স্পর্শে জাগ্রত ও বালার্ককিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া, অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং স্বকীয় পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক, স্তরের পর স্তর শুভ্র-সুকোমল মেঘরাজি ভেদ করিয়া, পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তাহার মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতে গগনতল প্লাবিত করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উত্থিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মানবাত্মার চিরউন্নতিশীল সজীব আকাঙ্ক্ষা জনক-জননীর স্নেহ-সমীরণ হিল্লোলে, এবং গুরুর জ্ঞান কিরণ-রেখায় ক্রমশঃ উন্মেষিত হইতে হইতে, এই জড় জগতের রূপরসগন্ধস্পর্শ-শব্দের সীমাকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানের পর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে করিতে, বিস্ময়ের পর বিস্ময় অনুভব করিতে করিতে, নব নব আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে, কার্য্যের পর কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে করিতে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে অনন্ত জীবন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, কি জানি কোন্ অজ্ঞাত, অতীন্দ্রিয়, অনির্দ্দেশ্য, অসীম রহস্যের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। এক যুগের মানব জ্ঞান প্রীতি ও পুণ্যে উন্নতিলাভপূর্ব্বক সেই শক্তিতে পরযুগের

মানবকে প্রস্তুত করত তাহাদিগকে সেই পথে অগ্রসর করিয়া দিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশীয়েরা তাঁহাদের দত্ত শক্তি ও শিক্ষায় তাঁহাদের প্রদর্শিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে যুগ পরম্পরায় মানবজাতি জ্ঞানে, কার্য্যে, সভ্যতায় ও ধর্ম্মে অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। হে শিক্ষার্থিন্, ভাবিওনা যে এই আকাঙ্ক্ষার এই কর্ত্তব্য, এই চেষ্টা ও এই সংগ্রামের বিরাম আছে। ভাবিও না কোথাও গিয়া এই উন্নতি স্রোতের গতি রুদ্ধ হইবে। অত-এব আলস্যবর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ লাভের জন্য আশা ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে চির-জীবন পরিশ্রম কর।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হইলেই ছাত্রজীবন শেষ হইল না। এই সংসারে অনেক বিষয় শিখিবার আছে। গুরু ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিভূমি দেখাইয়া দেন মাত্র। এই ভিত্তির উপর ছাত্রগণকে, নিজ পরিশ্রমে, আত্মচেষ্টায় ও স্বাবলম্বনে স্বীয় স্বীয় জীবনরূপ অট্টালিকাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। চিন্তা, ভাব ও কার্য্যে স্বাধীনতা লাভ করা এবং স্বাবলম্বন দ্বারা জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় সেই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী শক্তি নিচয়ের বিকাশ সাধনের সহায়তা করে এবং গুরু জীবনের গম্য পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সেই পথে চলিতে হইলে, আত্মশক্তি, আত্মচেষ্টা, স্বাবলম্বন ও স্বীয় দায়িত্ববোধ এবং প্রভূত পরিশ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেই কি মানবের শিক্ষা ও অধ্যয়নের শেষ হইল? স্বকীয় এবং পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন সংগৃহীত হইলেই কি মানবজীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের পরিসমাপ্তি হইল? তাহা কখনই নহে। ইহা মানব জীবনের নিতান্ত হীন আদর্শ। অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজন নহে, জীবন ধারণ করিবার জন্যই অন্ন বস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন। কিন্তু সেই জীবন ধারণের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। স্বকীয় ও সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই সেই উদ্দেশ্য। পশু জীবনের সহিত সংগ্রাম করিয়া, উচ্চতর মানব জীবন লাভ করাই সেই উদ্দেশ্য। এই যে সংসারে শত সহস্র মানব অন্নবস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতে করিতে জীবনের অবসান করিতেছে, মানবকুলে তাহারা শ্রেষ্ঠ, না ঐ যে গারফীলড্ যিনি সামান্য কৃষিকর্ম্ম হইতে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া ক্রমে ক্রমে আত্মচেষ্টা ও পরিশ্রম-দ্বারা আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন তিনি শ্রেষ্ঠ? যিনি স্বীয় ক্ষমতাকে চিনিতে চেষ্টা না করিয়া, আত্মাদর বিস্মৃত হইয়া, আলস্য ও বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেন এবং অদৃষ্টরূপ উপাধান অবলম্বন পূর্ব্বক আলবোলার নলে ধূমপান করিতে করিতে রাজা বা সম্রাট্ হইবার দিবাস্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, না ঐ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যিনি মধূৃথবর্ত্তিকা প্রস্তুতকারীর পদবী হইতে, স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠাগুণে, ধনী জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত হইয়া,

প্রভৃতি সম্মানলাভে এবং স্বজাতির বিবিধ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ? যে পৈতৃক আবাস ও উদ্যানের সংকীর্ণ গণ্ডীর অভ্যন্তরে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রাখিয়া, পরচর্চ্চা অথবা দ্যূত ক্রীড়ায় জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহন পূর্ব্বক নিরীহ মেষ শাবকের ন্যায় এক মুষ্টি আহার লাভেই পরিতৃপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অথবা ঐ যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়,কঠোর পরিশ্রম এবং বৈরাগ্য সহযোগে গভীর পাণ্ডিত্যলাভপূর্ব্বক স্বদেশে জ্ঞান বিস্তার ও বিগলিত প্রাণে স্বজাতীয়গণের দুঃখ বিমোচন ব্রতে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ ? শেষোক্ত শ্রেণীর মানবই যে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আত্মোৎকর্ষ সাধনের উপায় কি ? প্রথমতঃ—অধ্যয়ন ও চিন্তা। বিশ্ব বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিলেই অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি হয় না। বরং সাংসারিক জীবন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ উপস্থিত হয়। অধ্যয়নদ্বারা চিরজীবন জ্ঞানিগণের অভিজ্ঞতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া, সেই আলোকে স্বীয় কর্ত্তব্য পথকে উজ্জ্বল করিতে হইবে এবং প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব, নূতন আদর্শ সঞ্চয়পূর্ব্বক তৎসমুদায় স্বীয় জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি শৈলের উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

সর্ব্ববিধ অনুশীলনে নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। অর্থের অপব্যবহার করিলে যেমন সাংসারিক উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়, সময়ের অপব্যবহার করিলে তেমনি মানসিক ও নৈতিক উন্নতিও ব্যাহত হইয়া থাকে। শক্তি সমূহের যথাযথ নিয়োগ এবং সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই মানব জীবনে অবিচ্ছিন্ন উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। কার্য্যের প্রণালী ও শৃঙ্খলা না থাকিলে, অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় মানবের আত্মোৎকর্ষ-লাভের অনবরত চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়া যায়। কি কার্য্য, কি অধ্যয়ন, কি চিন্তা, কি ব্যায়াম,কি পরোপকার সর্ব্ববিষয়েই সুপ্রণালী ও সুশৃঙ্খলা বিধান-পূর্ব্বক অটলভাবে দিনের পর দিন, প্রগাঢ় পরিশ্রম করিলে, তাহার ফলস্বরূপ অজ্ঞাতসারে মানবের জীবনে উন্নতি সংসাধিত ও অন্তঃকরণে বিমল আত্মপ্রসাদ সমুপস্থিত হয়।

যুবকগণ! স্বীয় স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিওনা। মানব জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিও না। আপনাদিগের কর্ত্তব্য ব্রত কি তাহা চিনিয়া লইয়া, শক্তি ও সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা দিনের পর দিন জ্ঞানে, প্রেমে ও পুণ্যে পরিপুষ্ট হইতে হইতে মহচ্চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক অটল অধ্যবসায়ে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বধনে ধনী হও এবং মানবসমাজকেও সেই ধনে ধনবান্ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রমশীলতা।

যদি কেহ অভিনিবিষ্ট চিত্তে মানবদেহের রচনাকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন যে শ্রমেই ইহার পরিপুষ্টি; শ্রমেই ইহার পরিবর্দ্ধন এবং শ্রমেই ইহার বিকাশ। শরীরস্থ প্রত্যেক অবয়বের সন্ধি-সংযোজনা; পেশী তন্তু সমূহের উপাদান ও প্রকৃতি; স্নায়ুতন্ত্রীনিচয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রসারণ; ধমনী এবং শিরা সমূহের বিন্যাস ও কার্য্যপরম্পরা; হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বাভাবিক সংকোচন ও প্রসারণ; প্রাকৃতিক নিয়ম বশে পাকযন্ত্রস্থ নানা বিভাগের স্বতঃসিদ্ধ রস নিঃসারণ প্রভৃতি সর্ব্বসমঞ্জস নীরব ভাষায় এই একই নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে যে পরিশ্রম দ্বারাই মানবকে জীবন যাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। যে অদ্ভুত শিল্পী এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানব দেহকে, সূক্ষ্ম কৌশলে রচনা করিয়াছেন, তিনিই আবার তদভ্যন্তরে এই গূঢ় শ্রম-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। মানবশিশু এই শক্তির প্রচ্ছন্ন বীজ লইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা দ্বারা ক্রমশঃ তাহা প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। ভূমিষ্ঠ

হইয়া, শিশুর রসনায় জননী-পীযূষ সংলগ্ন হইবা মাত্রই কি এক অপূর্ব্ব-শিক্ষিত স্বতঃসিদ্ধ প্রচ্ছন্ন শক্তি তাহার সুকোমল ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে সঞ্চারিত হয়, এবং সে অজ্ঞাতসারে তদ্দারা জননীর স্তন-চোষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিতে থাকে। মাতৃস্তন্য পানে ক্রমশঃ যতই তাহার ক্ষুদ্র দেহে বলসঞ্চার হইতে থাকে, ততই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব সকল সঞ্চালিত করিয়া এই প্রচ্ছন্ন শ্রমশক্তিকে প্রস্ফুরিত করিতে থাকে। কে না দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন যে, ক্ষুদ্র শিশু তাহার দোলাশয্যায় শয়ন করিয়া স্বীয় সুকোমল ক্ষুদ্র হস্ত যুগলকে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করত তাহার চরণদ্বয়কে উদরের উপর উত্তোলন পূর্ব্বক, মহা উৎসাহে তাহাদিগকে উদ্দেশ্যশূন্য, অভিপ্রায়শূন্য, যথেচ্ছ ভাবে সঞ্চালিত করিতেছে ? কে না কৌতুকাবিষ্ট মনে শিশুর দোলা-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন যে শিশু তাহার চঞ্চল নয়নযুগলকে সমীপবর্ত্তী নানা বস্তুর উপর নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিরীক্ষণের চেষ্টা করিতেছে, নানা শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নানা দিকে নিজের ক্ষুদ্র মস্তক বিঘূর্ণন পূর্ব্বক উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং স্বীয় ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে মৃদু-কোমল, অর্থশূন্য, অস্ফুট, কল ভাষায় তাহার বস্তু-তত্ত্বের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, ও সৌন্দর্য্যোপলব্ধি জনিত অপার্থিব নির্ম্মল আনন্দের আভাস পরিব্যক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে ? এইরূপে দেখা যায় যে, মানব ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি জননীর স্তন্য-পান এবং স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন হইতে আরম্ভ করিয়া,

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্রকৃষ্টতর প্রণালী অনুসারে প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা দ্বারা স্বকীয় জীবন-ধারণ এবং জন সমাজের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপযোগী শ্রমশীলতায় অভ্যস্ত হইয়া, তাহার স্বাভাবিক শ্রম শক্তির বিকাশ সাধন পূর্ব্বক প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া থাকে।

মানব সমাজের প্রথম সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মনীতিতে মানব-সভ্যতার ভূয়িষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাষ্পবলে লৌহকাষ্ঠময় বৃহৎ শকটশ্রেণী তীরবেগে ছয়-মাসের পথ ছয় দণ্ডে ধাবমান হইতেছে; ভারতবর্ষের সংবাদ তারযোগে নিমেষ মধ্যে সুদূর ইয়ুরোপে চালিত হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাজকার্য্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্য্য বিধান করিতেছে, প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোত সমূহ বিশাল জলধিবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া দ্রুত গতিতে দূর দূরান্তস্থিত প্রদেশ সমূহে ভ্রমণ পূর্ব্বক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাষাগত,ভাবগত এবং জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈরভাব দূর করিয়া সদ্ভাব, মৈত্রী ও সহানুভূতি বিস্তার করিতেছে; ধূম উদ্গিরণকারী বৃহৎ বয়ন-যন্ত্র, চক্ষের নিমেষে কার্পাস হইতে সূত্র এবং সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সুবৃহৎ বস্ত্রসম্ভার বন্ধন-পূর্ব্বক বাণিজ্যার্থে বহির্গত করিতেছে; বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রত্যহ রাশি রাশি ক্ষুদ্র বৃহৎ সংবাদ পত্র ও গ্রন্থ নিচয় মুদ্রিত করিয়া নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ করিতেছে; সুচারু কারুকার্য্য-খচিত সমুন্নত হর্ম্ম্যমালা নগর সকল সুশোভিত করিতেছে;

চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ শিল্প ও কারুকার্য্য ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিয়া জন সাধারণের নয়নমন মুগ্ধ করিতেছে। অসংখ্য অসংখ্য মানবের ঐকান্তিক কঠোর পরিশ্রমই এই সমুদায়ের মূলশক্তি। এত যে রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা ও উন্নতি; এত যে বিবিধ তত্ত্ব ও বিদ্যার গবেষণা, সাধনা ও প্রচার; এত যে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র সমূহের প্রণয়ন ও প্রকটন এ সকল মানবের গভীর মস্তিষ্ক আলোড়নরূপ পরিশ্রমেরই ফল। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই সুবিশাল ও সজীবতাসম্পন্ন মানব সমাজ এবং ইহার সুখ সমৃদ্ধি পরিশ্রমরূপ ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। জীবনরক্ষা ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক মানবের পক্ষে কোনও না কোনও কর্ম্মে কিছু না কিছু পরিশ্রম করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পরিশ্রমই মানব চরিত্রের বিকাশ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা দ্বারা বাধ্যতার অভ্যাস হয়; আত্মসংযম শক্তি জাগ্রত হয়; একাগ্রতা সংসাধিত হয় এবং অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা হয়। পরিশ্রম মানবের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের কর্ত্তব্য। নিচয়কে নিপুণতা ও সচ্ছন্দতা প্রদান করে এবং তাহার ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী ক্ষমতাগুলিকে প্রস্ফুরিত করিয়া দেয়।

আলস্য মানবজীবনের ঘোর বিড়ম্বনা ও চরিত্রের মহাশত্রু। ইহা বংশকীটের ন্যায় মানবের দেহ ও মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহার অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতে

থাকে এবং তাহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া পরিণামে ঘোর দুর্দ্দশায় নিপাতিত করে। অলস লোকে কখনও সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, কোনও কাজেই সফলতা প্রাপ্ত হয় না এবং প্রকৃত সুখের আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে না। মহাভারতে লিখিত আছে ঃ—

"অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরং।
নিঃসংশয়ং ফলং লব্ধ্বা দক্ষোভূতিমবাশ্নুতে।"

অর্থঃ—যে মানব আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়, কিন্তু কার্য্যকুশল ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মের ফল লাভ করত নিঃসন্দেহ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

অলসব্যক্তি কোনও কালে শারীরিক সচ্ছন্দতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা, অজীর্ণ, বাতরোগ প্রভৃতি পীড়া তাহার দেহকে অচিরেই "ব্যাধি মন্দিরে" পরিণত করে; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহার কাছে নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে; আত্মীয় পরিজনের সহবাসও তাহার নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠে; এবং সে খিন্ন দেহে,শক্তিবিহীন,নিরানন্দ প্রাণে,মহা কষ্টে জীবনভার বহন করিতে থাকে। অলস লোকের প্রাণে কখনও আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় না। সে স্বার্থপরতার নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, স্বীয় কক্ষে বিষণ্ণ হৃদয়ে অবস্থান করে এবং জন সমাজের দোষ ক্রটীর তীব্র সমালোচনা করিতে করিতে অথবা ক্রমাগত অপরের অনিষ্ট চিন্তায় স্বীয় দুঃখময় শোচনীয় জীবনের অবসান করে।

বার্টন বলিয়াছেন, "আলস্য শরীর ও মনের বিকৃত ব্যাধি, অনিষ্টের ধাত্রী, যাবতীয় অনর্থের প্রধানা জননী ; * * * পিশাচের আসন, উপাধান ও শয্যা। * * * কর্ম্মবিহীন বুদ্ধি ব্যাধিস্বরূপ, মানবাত্মার ক্ষয়কারী, মহামারী এবং নরকতুল্য। যেমন বদ্ধ জলাশয়ে নরককীট সমূহ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ অলসদিগের মনে অনর্থ এবং বিকৃত চিন্তা নিচয়ের উৎপত্তি হয়।"

অলস মানব আলস্যের বিলাস শয্যায় শয়ান থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে অলস থাকে না। তাহার শরীর পরিশ্রমে বিরত থাকে বটে, কিন্তু তাহার চির জাগ্রৎ মন কখনও নিশ্চেষ্ট থাকে না। যদি মনোরূপ উর্ব্বরাভূমিতে সচ্চিন্তা শস্য বপন না কর, তাহা হইলে উহাতে নিশ্চয়ই কুচিন্তারূপ কণ্টকবৃক্ষরাজি উৎপন্ন হইয়া, সমগ্রজীবনক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইবে।

অনেকে বিশ্রামকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠসুখ বলিয়া মনে করেন এবং কর্ত্তব্যকার্য্য ও পরিশ্রমকে ক্লেশজনক এবং ভারবৎ মনে করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বিশ্রাম সুখের অন্বেষণ করেন। কিন্তু বিশ্রামের প্রকৃত অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। যেমন আলোক ব্যতীত অন্ধকার এবং উষ্ণতাব্যতীত শীতলতার কোনও উপলব্ধি বা অর্থবোধ হয় না, তদ্রূপ পরিশ্রম ব্যতীত বিশ্রামেরও কোনও অর্থবোধ বা অনুভূতি হয় না। বিশ্রামের পূর্ব্বে ও পরে পরিশ্রম না থাকিলে বিশ্রামের সুখ অনুভূতই হইতে পারে না। যদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন উষ্ণতা জীবদেহকে দগ্ধ করে এবং নিরবচ্ছিন্ন শীতলতা ইহাকে শীতল,

সঙ্কুচিত ও অসাড় করিয়া ফেলে, তদ্রূপ একদিকে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম মানবের দেহকে ভগ্ন ও মনকে নির্জ্জীব ও অবসন্ন করে, এবং অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম বা শ্রমহীনতা তাহাকে অবশ, অকর্ম্মণ্য নিস্তেজ ও নিরুদ্যম করিয়া ফেলে। অতএব জীব শরীরের সংরক্ষার জন্য, প্রাকৃতিক উপাদান উষ্ণতা ও শীতলতার সামঞ্জস্যের ন্যায় মানব জীবনের স্বাভাবিকতা রক্ষা‚ও মানব চরিত্রের বিকাশের জন্য পরিশ্রম ও বিশ্রাম উভয়েরই সামঞ্জস্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিনাশ্রমে জীবিকা সংস্থানে সমর্থ হওয়াকে অনেকে সুখ বলিয়া বিবেচনা করেন। যিনি দিবসের পূর্ব্বাহ্ন অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত গলদঘর্ম্ম হইয়া কার্য্যালয়ে কঠিন পরিশ্রম করেন, তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেন যে, যাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াই স্বর্ণ পান পাত্রে দুগ্ধ পান করিতে থাকেন, যাঁহারা বহুসংখ্যক পরিচারক পরিচারিকায় পরিবেষ্টিত হইয়া, বিনা পরিশ্রমে পৈতৃক বিত্তবিভবের মধ্যে সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাপন করেন, তাঁহারাই এ সংসারে প্রকৃত সুখী। কিন্তু সেই ধনিসন্তান-দিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা একথা একেবারে অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা যদিও পূর্ব্ব পুরুষো-পার্জ্জিত সৌভাগ্য সম্পদের অধিকারী হইয়া বিনা পরিশ্রমে বিবিধ সুখভোগে জীবন যাপন করেন বটে, কিন্তু পরিশ্রমের অভাবে তাঁহাদের শরীর মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না। শরীরের চালনা ও মানসিক আনন্দলাভের জন্য তাঁহাদিগকে নানা প্রকার

কৃত্রিম ব্যায়াম ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদের শরণাপন্ন হইতে হয়। আবার এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে ধনিসন্তান অলস মস্তিষ্কের শ্রান্তিভার ও অলস মনের গূঢ় বিষণ্ণতা দূর করিবার জন্য নিত্য নূতন নূতন অবৈধ ও গর্হিত আমোদে রত হন এবং তাহাতে অজস্র অর্থের অপব্যয় করেন। কিন্তু যিনি মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, যাঁহাকে মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক, অথবা মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া নিত্য নূতন পন্থা অবলম্বন-দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিতে হয়, এবং তজ্জন্য ধনিসন্তানগণের অনবলম্বিত জন সমাজের নানা শাসন ও শৃঙ্খলায় আপনাকে আবদ্ধ করিতে হয়, যাঁহাকে পুত্র কলত্রাদির স্বাস্থ্য, সুখ ও শিক্ষা বিধান করিবার জন্য সস্নেহ উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে গভীর চিন্তা করিতে হয়, তিনি দেহ মনের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে পরিশ্রম করিয়া যে বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা পৈতৃক সম্পদের অধিকারী ধনাঢ্যগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন।—পাপ চিন্তা বা অপরের অনিষ্ট চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর কোথায়?

বিনা শ্রমে উপার্জ্জন, বিনা যত্নে সফলতা, বিনা আয়াসে সম্ভোগের বাসনা অনেকেরই মনে বিদ্যমান থাকে। বিনা অধ্যয়নে বিদ্বান্ হইতে, বিনা চেষ্টায় ধনবান্ হইতে, বিনা আয়াসে সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে, বিনা সাধনায় যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অনেকেই সাধ করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিমাকাশে অরুণোদয়ের ন্যায় সে প্রত্যাশা নিতান্তই অসম্ভব।

তুমি প্রগাঢ় মানসিক শ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিবে না, অথচ একদিন রজনী প্রভাতে সহসা জাগরিত হইয়া দেখিতে পাইবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পত্র তোমার সুকোমল উপাধানের নিম্নে উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে ; তুমি গভীর মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন করিবে না, অথচ তোমার পাণ্ডিত্য প্রভায় জগৎ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইবে ; তুমি হস্তপদ সংকোচন পূর্ব্বক, আলস্যের সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিবে, অথচ নানা উপাদেয় ভোজ্য পেয়, আপনা আপনি তোমার কবলে আসিয়া উপস্থিত হইবে ; তুমি বসিয়া বসিয়া অসার কল্পনা জল্পনায় বৃথা বাক্য ব্যয়ে অমূল্য সময়ের শোচনীয় অপব্যবহার করিবে, অথচ প্রচুর ধন সম্পত্তি—স্বর্ণ, রজত, হীরক রত্ন প্রভৃতি তোমার সম্মুখে আসিয়া পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইবে—এ আশা কি নিতান্তই দুরাশা এবং দিবাস্বপ্নের ন্যায় একান্ত নিষ্ফল নহে ? বীরপ্রবর ওয়াশিংটন যদি বহু সঙ্কটের মধ্যে অক্লান্তভাবে সৈন্য চালনা পূর্ব্বক মহা সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী না হইতেন, এবং লিঙ্কন, গারফীল্ড প্রভৃতি মহামতিগণ, স্বদেশের কল্যাণকল্পে প্রাণ মন সমর্পণ পূর্ব্বক পরিশ্রম না করিতেন, তবে নব অভ্যুদিত আমেরিক সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোক আজ কোথায় থাকিত ? আর ইটালীর ঐ ধ্বংসাবশেষ শ্মশান ভূমির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ! যে রোমক জাতি শক্তি সামর্থ্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে সকল জাতির অগ্রগণ্য হইয়া ধীরে ধীরে ইয়ুরোপের চতুর্দ্দিকে

স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছিল, স্বীয় সৌভাগ্য-গর্ব্বে অহঙ্কৃত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই জাতিই বিশ্রামের সুখ-শয্যা বিস্তার পূর্ব্বক, বিবিধ বিলাস ও আমোদ ক্রীড়ায় নিরত হইল এবং অচিরাৎ আলস্য কীট আসিয়া তাহার অস্থি, মাংস, মজ্জায় গূঢ় প্রবিষ্ট হইয়া পরিণামে তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিল। জেমস্ ওয়াট্ যদি গভীর গবেষণাদ্বারা বাষ্পীয় শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বাষ্পীয় যন্ত্রের উন্নতি না করিতেন, এবং তৎপরবর্ত্তিগণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ পূর্ব্বক তাহার ক্রমোন্নতি সাধন না করিতেন, তবে আজি আমরা এত অল্প সময়ের মধ্যে অতি দূর দূরান্তর প্রদেশে কিরূপে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতাম ? সমগ্র জগতের অদ্ভুত কীর্ত্তিরত্নমালার উজ্জ্বলতম মণি, ভারতীয় "তাজমহলের" শিল্পগৌরব, গঠন-সৌষ্ঠব ও দৃশ্য মনোহারিত্ব আজ কোথায় থাকিত, যদি সহস্র সহস্র ব্যক্তি তদুপরি স্বীয় স্বীয় মানসিক প্রতিভা ও শারীরিক শক্তিকে বিন্দু বিন্দু করিয়া ঢালিয়া না দিত ? ইয়ুরোপ ও মার্কিণ ভূমিতে অধুনা যে জড় বিজ্ঞানের এতাদৃশী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কেবল পাস্কাল, গ্যালভানি, টিণ্ডেল, হাক্‌স্লি, ডারউইন, এডিসন প্রভৃতি মহাবৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্তভাবে মস্তিষ্কের গভীর আলোড়ন পূর্ব্বক প্রকৃতির রহস্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই। আমরা যে আজিও উপ-নিষৎ, গীতা, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, রামায়ণ, মহাভারত, আয়ু-র্ব্বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির গৌরবে পুলকিত হইবার অধি-

কারী, তাহা কেবল জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, কণাদ, শঙ্করাচার্য্য, বাল্মীকি, ব্যাস, চরক, সুশ্রুত, পাণিনি, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষিগণের গিরিগুহা অথবা বিজন অরণ্যবাসসম্ভূত ঐকান্তিক তপোনিষ্ঠা ও তাঁহাদের মানব-জীবন, মানবচরিত্র ও মানব সমাজের গূঢ় নিয়ম নিচয়ের বহুদর্শন জনিত প্রখর জ্ঞানের ফল।

জীবন ধারণার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্নপান হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিস্তার পর্য্যন্ত মানবের ঐহিক ও পার-লৌকিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু এবং মানব সমাজের সভ্যতা ও সৌভাগ্যের যাহা কিছু উপকরণ সমুদায়ই পরিশ্রমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি মানব সমাজ হইতে পরিশ্রমের তিরোভাব হয় তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতে হইতে অচিরেই আবার সেই দারুণ ক্লেশময় অন্ধতম আদিম বর্ব্বরাবস্থায় গিয়া উপনীত হইবে।

অতএব কি ধনী কি নির্ধন, কি বিদ্বান কি মূর্খ, কি স্বাধীন কি অধীন, কি ভদ্র কি ইতর, সকলের পক্ষেই পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজনীয়। মানব পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ হইয়া সমাজে বাস করে। ধনবান্, নিত্য লক্ষ লক্ষ নির্ধন শ্রমজীবীর কায়িক শ্রমজাত বিবিধ দ্রব্যে স্বীয় জীবন ধারণ ও সুখ সাধন করিয়া, যদি তাহার বিনিময়ে জনসমাজের জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম করিতে আপনাকে কর্ত্তব্যবদ্ধ বলিয়া অনুভব না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্তি ও অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী।

জ্ঞানী যদি অজ্ঞান শ্রমজীবিগণের শ্রমসঞ্জাত অন্ন বস্ত্রে এবং আত্মীয় বান্ধবগণের সেবায়, নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জন কক্ষে কেবল অধ্যয়ন বিলাসী হইয়া দিন যাপন করেন, তাঁহার নির্জ্জন নিশীথ লব্ধ বিদ্যা ও জ্ঞান জনসমাজে বিস্তার কল্পে যদি তিনি সরল ভাবে চেষ্টা ও পরিশ্রম না করেন, তবে তিনিও ঘোরতর স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী। জনসমাজের পরিশ্রমে পরিপুষ্ট হইয়া এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিয়া যে ব্যক্তি সাধ্যানুসারে কোনও না কোন আকারে সেই পরিশ্রমের প্রতিদান না করিয়া আলস্য বা বিলাসামোদে দিনযাপন করে, সে ব্যক্তি যে নিতান্ত নীচাশয়, কৃতঘ্ন, সমাজদ্রোহী, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পরস্বাপহারী প্রবঞ্চকের সহিত তাহার তুলনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কোনও মহানুভব সাধুব্যক্তিই এরূপে শ্রমপরাঙ্মুখ হন না। শ্রমবিমুখতার দ্বারা সমাজকে প্রতারিত করিবার চিন্তাও তাঁহার মনে উদিত হইলে তিনি লজ্জা ও সংকোচে আপনার নিকটে আপনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা কখনই মানবের জীবনের সুখ ও চরিত্রের গৌরব নহে। লর্ড ষ্ট্যান্‌লি বলিয়াছেন, "মানব যতই কেন অমায়িক প্রকৃতি-সম্পন্ন এবং অন্যান্য বিষয়ে সম্মানাস্পদ হউক না, কর্ম্মব্যতীত সে যে কখনও প্রকৃত সুখী হইয়াছে, বা হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" মহাত্মা সেণ্টপল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে চাহে না, তাহার অন্ন গ্রহণ করা উচিত নহে।" তিনি স্বীয় জীবনেও এ

কথার গৌরব ও সার্থকতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সাধুপল স্বীয় ধর্ম্মজীবনের জ্বলন্ত প্রভাবে, অতুলন পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায়, মহোৎসাহে, দেশ দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, কিন্তু স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কাহারও নিকট কিছু প্রতিগ্রহণ না করিয়া স্বহস্তে তাঁবু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদ্বিক্রয়লব্ধ অর্থেই জীবন ধারণ করা অধিকতর সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন।

কার্য্যই চরিত্রের রচয়িতা। চরিত্র এমন সামগ্রী নহে যে উহা কোনও পণ্যজীবীর বিপণি হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা শরীর সুশোভিত করা যাইবে এবং তাহা দর্শন করিয়া সকলে প্রশংসা ও সাধুবাদ প্রদান করিবে। চরিত্রের মূল নিয়ম সকল আমরা সকলেই অবগত আছি। কে না জানে সত্যপরায়ণতা বা ন্যায়নিষ্ঠা কি? অথবা দয়া বা পরোপকার কাহাকে বলে? চরিত্রের দৃষ্টান্তও আমরা ভূরি ভূরি দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু ধর্ম্মনীতির সেই সকল গূঢ় নিয়ম আমাদের মন প্রাণের সহিত যতক্ষণ না মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং যতক্ষণ না আমাদের কার্য্যগত জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ তাহা আমাদের স্বকীয় চরিত্র হয় না, ভাব চিন্তা বা আদর্শরূপেই থাকিয়া যায়। গৃহে কার্য্যালয়ে, বিদ্যামন্দিরে ও পণ্যবীথিকায়, সম্পদে বিপদে, বাক্যে ও ব্যবহারে যখন সেই সকল সদ্‌গুণ আমাদের বিবিধ কার্য্যনিচয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা তাহা আমাদিগের প্রকৃতি ও সত্তার সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া

জীবনে বদ্ধমূল ও অটল হইয়া যায় তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে চরিত্রধনে অধিকারী হই। কেবল মুখে চরিত্রের ব্যাখ্যা করিলেই হইবে না, কেবল চরিত্রের আদর্শ কল্পনা করিয়া, অলসশয্যায় সুখে নিদ্রা গেলে হইবে না, কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা ও ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ত্তব্যরাজির মধ্যে কার্য্যতঃ সত্য, ন্যায়, আত্মসংযম, সৌজন্য, দয়া, দেশহিতৈষণা প্রভৃতিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে। কার্য্য যেমন শারীরিক জড়তা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে, সেইরূপ মানসিক জড়তা দূর করিয়া ইহা চরিত্রে তেজ, মাধুর্য্য ও পবিত্রতার সঞ্চার করিয়া থাকে। অনবরত ব্যস্ততাপূর্ণ শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমই চরিত্রের গঠয়িতা ও পরিপোষক। আলস্য, মানবের শরীরের ন্যায় চরিত্রকেও কলুষিত ও ধ্বংস করিয়া থাকে।

কার্য্যকারিতা মানুষের সজীবতার ভিত্তি, সুখের মূল ও চরিত্রের রচয়িতা বটে, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে ও প্রবৃত্তির প্ররোচনা অনুসারে বিবিধ কার্য্য করিলে কোনও কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, শরীর সুস্থ থাকে না এবং চরিত্রও সংগঠিত হয় না; কেবল জন সমাজের অপযশ সঞ্চয়পূর্ব্বক ক্লিষ্ট মনে কাল যাপন করিতে হয়। কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া সফলতা লাভ হয়, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। কি ছাত্র, কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী, কি কৃষক সকলের পক্ষেই এই প্রণালী গুলি নিঃসন্দেহ মহোপকারী।

কার্য্যে সফলতা লাভের প্রথম উপায়, সময়ের সদ্ব্যবহার। যদ্রূপ বিন্দু বিন্দু বারি লইয়াই সমুদ্র, কণাকণা বালুকা লইয়াই মরুভূমি, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত লইয়াই এই মানবজীবন। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিলেই জীবনের সদ্ব্যবহার করা হয়। যে সময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করা উচিত, তাহার বহু বিলম্বে আরম্ভ করিলে সে কার্য্য কোনও ফল প্রসব করে না। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "সূর্য্য যখন কিরণ বিতরণ করে তখনই তৃণ শুষ্ক কর।" একথা অতীব মূল্যবান্। বাস্তবিক যখন রৌদ্র থাকে তখন যদি তোমার তৃণ শুষ্ক না করিয়া, ফেলিয়া রাখিয়া দাও, কে বলিতে পারে রজনীযোগে ঘন ঘোর মেঘাড়ম্বরের সহিত অজস্রধারে বারি বর্ষিত হইয়া তোমার তৃণ বন্যার জলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে না? যদি কৃষক যথাসময়ে স্বীয় ক্ষেত্রের কণ্টক বৃক্ষাবলীকে উৎপাটন পূর্ব্বক, ভূমির যথাযথ কর্ষণ না করিয়া, তাম্রকূট সেবন পূর্ব্বক আরামপ্রদ কন্থাবলম্বনে, সুখ নিদ্রায়, সুযোগ অতিবাহিত করে, তবে সে পরিণামে কণ্টকবৃক্ষ এবং অনুতাপ সঞ্চয় করা ব্যতীত, আর কি ফল প্রাপ্ত হইবে? যদি কেহ সপ্তাহব্যাপী যত্ন ও চেষ্টায় কোন দূরদেশে গমন করিবার জন্য সুসজ্জিত ও প্রস্তুত হইয়াও, বাষ্পীয় যান বা পোত ছাড়িবার দুই মিনিট পরে গিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার সমস্ত সপ্তাহের সযত্ন ও সাগ্রহ সজ্জা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহার গম্যস্থানের বিষয় কার্য্যের দারুণ ক্ষতি হয় এবং তাহাকে গভীর মনঃক্ষোভ

সঞ্চয় পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। রোগের প্রারম্ভে তাহার প্রতীকার চেষ্টা না করিয়া, যখন উহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তখন রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের সমস্ত সুচিকিৎসক তোমার দ্বারদেশে একত্রিত করিলেও রোগীর জীবন রক্ষা করা কি অনেক সময় অসম্ভব হয় না? নদীর বাঁধে সামান্য ছিদ্র হইয়া যখন তাহা হইতে অল্প অল্প জল নিঃসারিত হইতে থাকে তখন যদি তাহার সংস্কার চেষ্টা না করা যায় তবে ঐ সামান্য বারিপ্রবাহ ক্রমে বৃহদায়তন হইয়া বাঁধ ভগ্নকরত জনপূর্ণ গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত করিয়া দিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর হে বিদ্যালয়ের ছাত্র! তুমি যদি অধ্যয়নে বিরত হইয়া, ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ প্রমোদে সম্বৎসর যাপন পূর্ব্বক পরীক্ষার মাসমাত্রকাল বিলম্ব থাকিতে প্রত্যেক পুস্তকের পাঠ আরম্ভ কর, ইহা নিশ্চয় যে তুমি এক বৎসরের পাঠ একমাসে সম্পন্ন করিতে পারিবেনা এবং পরীক্ষায় তুমি সফলতা লাভ করিতে অসমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি কার্য্যের সময় নিদ্রা যায়, নিদ্রার সময় অধ্যয়ন করে, আহারের সময় ভ্রমণে বহির্গত হয়; যে ব্যক্তি ছাত্র জীবনে দেশহিতৈষণার বক্তৃতায় সময় যাপন করে, পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনের সময় ধ্যান চিন্তায় মগ্ন হইতে চাহে এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের হাহাকারের সময় দ্যূতক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে; যে ব্যক্তি দিবা দ্বিপ্রহরে আলোক জ্বালিয়া আমোদ প্রমোদ করে এবং সন্ধ্যা সমাগমে গ্রন্থ লইয়া

তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালনে অধ্যয়নের নিষ্ফল চেষ্টা করে, তাহার কোনও কার্য্যেই কখন সিদ্ধি লাভ হয় না এবং কোনও কালেই তাহার চরিত্র গঠিত হয় না। এইরূপে যদি জগতের প্রত্যেক ঘটনা এবং মানবজীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যথা সময়ে কার্য্য আরম্ভ না করিলে, এবং যে সময়ে কার্য্যে প্রগাঢ় মনোযোগ দেওয়া উচিত তৎকালে হাস্যামোদে রত হইয়া দিন যাপন করিলে, জীবনব্যাপী অবসাদ, নৈরাশ্য ও বিফলতাই সঞ্চয় করিতে হয়। অতএব কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে দৈনিক কর্ত্তব্য নিচয়কে প্রণালীবদ্ধ করিয়া সময় বিভাগ পূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে একজন বর্ত্তিকাপ্রস্তুতকারীর সামান্য বালক ভৃত্যের পদ হইতে ক্রমশঃ স্বদেশের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রগাঢ় পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সময় যাপনের সুশৃঙ্খলাই তাহার প্রধান কারণ। তিনি তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই কর্ত্তব্যকার্য্য গুলিকে সময়ানুযায়ী বিভক্ত করিয়া লইতেন। তাঁহার আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন, কার্য্য, ভ্রমণ, লৌকিকতা প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে সুসম্পন্ন হইত, একটীও পরিত্যক্ত হইত না। সুতরাং তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তও অপব্যবহৃত হইত না। মহাবীর নেপোলিয়ন যে অপ্রতিহত প্রভাবে বহু-সংগ্রামে বিজয়লাভ পূর্ব্বক ইয়ুরোপ ভূমিতে স্বীয় যশোবৈজয়ন্তী

উড্ডায়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সমরকার্য্যে শৃঙ্খলা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার শক্তিই তাহার নিগূঢ় কারণ।

অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক, বাগ্মিপ্রবর স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্য-শৃঙ্খলা ও সময়যাপনপ্রণালী অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার পাঠাগারে পুস্তক, কাগজ, কলম, মসী-পাত্র প্রভৃতি, তাঁহার বস্ত্রাধারে পরিচ্ছদ সমূহ তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একই শৃঙ্খলায় সজ্জিত ছিল। তাঁহার প্রাত্য-হিক জীবনের বিভিন্ন কার্য্য ও কর্ত্তব্য একই ভাবে একই প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইত। কথা কহিবার প্রণালী, লিখিবার প্রণালী, বক্তৃতা করিবার প্রণালী, এমন কি সূচীতে সূত্র দিবার প্রণালীটী পর্য্যন্তও অপরিবর্ত্তনীয় ছিল। কলিকাতার টাউনহলে তাঁহার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে, দলে দলে লোক আসিয়া সেই প্রশস্ত গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সকলে উদগ্রীব হইয়া তাঁহার সভা-স্থলে উপস্থিতির জন্য প্রতীক্ষা করিত, কেহ কেহ বা সন্দেহই করিত যে তবে হয়ত আজ আর বক্তা আসিলেন না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিকার শব্দ শ্রুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, শত শত লোকের আনন্দসূচক করতালির মধ্যে বক্তার প্রফুল্ল গম্ভীর উন্নত মূর্ত্তি বক্তৃতামঞ্চে সমাসীন দেখা যাইত। তাঁহার সময়-নিষ্ঠা এরূপ দৃঢ় ছিল যে দারুণ দুর্য্যোগ ভেদ করিয়া, বর্ষার জলধারায় সিক্ত হইয়াও অন্যের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট সভাগৃহে উপস্থিত হইতেন।

কার্য্যে সফলতা লাভের দ্বিতীয় উপায় তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব ব্যতীত কোনও কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। প্রাণ, মন, শরীরকে তন্ময়ভাবে কোনও কার্য্যে নিয়োজিত না করিলে তাহা চিরদিনই অসিদ্ধ থাকিয়া যায়, এবং নীরস ও ভারবৎ হইয়া কর্ত্তার ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে। যে কার্য্য করণীয় তাহাকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা জগতের ইতিহাসে মহৎকার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই তন্ময়ত্ব, এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত। যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা ষোলআনা মনোযোগের সহিত করা উচিত; নতুবা তাহা না করাই ভাল। প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক ডিকেন্স্ বলিতেন, "আমার বিশেষ কোনও ক্ষমতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তবে আমি যে কাজটুকু করি তাহা ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা করি।" সার আইজাক নিউটন এরূপ তন্ময় হইয়া কার্য্য করিতেন যে, অনেক সময় আহার নিদ্রার কথা একেবারে ভুলিয়া যাই-তেন। আমাদের স্বদেশীয় প্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয় কুমার দত্ত সম্বন্ধেও ঐরূপ কথিত আছে। যখন লোকে নিউটনের প্রতিভার প্রশংসা করিত তখন তিনি বলিতেন, "আমার নিজের বিশেষ কোনও প্রতিভা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি অপর সাধারণের সহিত আমার এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই যে আমার মনঃ সমাধানের শক্তি অধিক।" বিখ্যাত পণ্ডিত আর্কিমিডিস্ একবার—জলের ভিতর জিনিসের ভার কেন,ও কি

পরিমাণে, কমিয়া যায়—তদ্‌গতচিত্তে কিছুদিন ধরিয়া এই তত্ত্ব ভাবিতেছিলেন। অবশেষে একদিন স্নান করিতে করিতে এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হন এবং স্থান, কাল, অবস্থা বিস্মৃত হইয়া "পাইয়াছি। পাইয়াছি!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নগ্নদেহে স্নানাগার হইতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। রোমীয় সৈন্যগণ যখন সাইরাকিউজ্ নগর অধিকার করিয়া অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে, তখন সেনাপতি বিশেষভাবে আদেশ দিয়াছিলেন আর্কিমিডিস্‌কে যেন হত্যা করা না হয়। একজন সৈনিক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি আর্কিমিডিস কিনা জানিবার জন্য তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আর্কিমিডিস তখন গণিতের একটী তত্ত্বচিন্তায় এত নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, যে দুই তিনবার ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইবার পর অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "যতক্ষণ আমার এই প্রশ্নটীর মীমাংসা না হয় ততক্ষণ অপেক্ষা কর।" তখন, তিনি আর্কিমিডিস নহেন এই ভাবিয়া, ঐ সৈনিক তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্যের আদেশে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দারুনির্ম্মিত ভাসপক্ষিবেধের যে আখ্যায়িকা আছে তাহা হইতেও এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে অনন্যদৃষ্টি হইয়া লক্ষ্যসাধনে তন্ময় না হইলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না।

কার্য্যে সফলতা লাভের তৃতীয় উপায়—অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, "রোমনগরী এক দিনে নির্ম্মিত

হয় নাই। বাস্তবিক নগর নির্ম্মাণের ন্যায় অন্যান্য কার্য্যে সফলতাও একদিনে লব্ধ হয় না।

"শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।"

একটু একটু করিয়া পথ অতিবাহিত হয়, একটু একটু করিয়া পথ অতিবাহিত হয় এবং একটু একটু করিয়াই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করা যায়।

কোনও কার্য্য আরম্ভ করিয়া, প্রগাঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক বহুল বাধা, বিপত্তি, বিঘ্ন সহ্য করিয়া নিবিষ্ট মনে পরিশ্রম করিলে তবে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়। এক সময়ে মহা উৎসাহে কোনও কাজ আরম্ভ করিলে কিন্তু দিবসত্রয় অতীত হইতে না হইতেই তোমার উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিল এবং তুমি সে কার্য্য শীতল ভাবে পরিত্যাগ করিলে। আজ তুমি কোনও বন্ধুর প্ররোচনা ও উৎসাহে মহা উদ্যমে কোনও কার্য্যের সূত্রপাত করিলে কিন্তু একমাস কাল অতীত হইলে তাহার কোন ফল দর্শন না করিয়া তুমি নিরাশ হইতে লাগিলে; অন্য একজন বন্ধু আসিয়া তোমার কার্য্যে শীতল বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন আর তুমি বিগতোদ্যম হইয়া ভগ্ন মনে সে কার্য্য পরিত্যাগ করিলে। আজ তুমি মহজ্জীবনের আখ্যায়িকা পাঠে উৎফুল্ল-চিত্তে আশান্বিত হইয়া কোনও পথ অবলম্বন করিলে, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পথে নানা বিঘ্ন ও বিপত্তি দর্শন পূর্ব্বক নৈরাশ্যগ্রস্ত হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পড়িলে এবং পুনরপি অন্য এক পথ অবলম্বন করিলে। এইরূপ পরিবর্ত্তন-

শীলতা, অস্থৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতা লইয়া কেহ কস্মিন্‌কালে কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ করে নাই বা করিবেও না।

আমেরিকাভূমির আবিষ্কারক কলম্বস যখন স্বীয় অভিপ্রায় রাজসভাতে বিজ্ঞাপিত করেন, তখন রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি স্বদেশীয় সমুদায় লোকই তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল শত্রুতাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি সে সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া অর্ণব পোতারোহণে স্বীয় সংকল্প সিদ্ধির জন্য বহির্গত হইলেন। অল্প কয়েকজনমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে স্বকল্পিত প্রহেলিকাময় বিশ্রাম বিহীন মহা-যাত্রায়,কতদিন দিগন্তপ্রসারিত অর্ণববক্ষে পোতচালনা করিলেন। সঙ্গীরা নিরাশ হইতে লাগিল, আহার্য্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া আসিল, করাল কাল সেই আশ্রয়শূন্য ক্ষুদ্র অর্ণবযানের মধ্যে স্বীয় ভীষণ হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। কলম্বস সহচরগণের তীব্র অভিসম্পাতের পাত্র হইলেন। কিন্তু তিনি এ সকল বিপদ, কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, পোতচালনা পূর্ব্বক অব-শেষে আপনার অভীষ্ট স্থানে অবতীর্ণ হইলেন, এবং এই মহা বিস্তীর্ণ নূতন ভূমির আবিষ্কারের জন্য পরিণামে তাঁহার মস্তকে অক্ষয় যশের গৌরবপূর্ণ মুকুট স্থাপিত হইল।

বার্ণার্ড পেলিসি অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার এক মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তৈজসাদিকে মণ্ডিত করিবার জন্য শ্বেত এনামেল আবিষ্কারে কৃতসংকল্প হইয়া, তিনি আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক বহুবৎসর একাগ্রচিত্তে প্রগাঢ় পরি-

শ্রম করিয়াছিলেন। একদিকে তাঁহার পরিশ্রম বহুবৎসর পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইতে লাগিল ও নানাপ্রকারে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে লাগিল, অন্যদিকে তাঁহার পত্নী ও অপত্যবর্গ ভরণ-পোষণাভাবে অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দারিদ্র্যে নিপতিত হইল। ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া যখন তাঁহার সন্তানগণ নিরাশ্রয় ও ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিত এবং তাঁহার পত্নী তাঁহার এই নিষ্ফল সহিষ্ণুতাকে বাতুলতা মনে করিয়া বিষম বিরক্তি ও রোষ সহকারে তীব্র তিরস্কার করিতেন এবং তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী তাঁহার প্রতি চতুর্দ্দিক্ হইতে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেন, তখনও এই বীরপুরুষ অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্বীয় সংকল্পে অটল হইয়া ধীরভাবে কার্য্য করিতেন। পরিণামে তাঁহার এই অধ্যবসায় পূর্ণ পরিশ্রম সফলতা আনয়ন করিল। তিনি তাঁহার অভিপ্রায় সাধন পূর্ব্বক বিজ্ঞানজগতে এক মহা কল্যাণকর, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার দুঃখ দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য পলায়ন করিল।

পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যবসায় শক্তির বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর বহুলক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া পরলোকগত হন। এই ঋণ পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না। সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ পারিবারিক ভরণপোষণ নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ তাঁহার পৈতৃক জমিদারীমাত্রের আয় হইতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অত্যল্পমাত্র বৃত্তি সুবৃহৎ

পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্ধারিত রাখিয়া সেই জমিদারীর অধিকাংশ আয় ঋণ পরিশোধার্থে প্রদান করিতে লাগিলেন। ষোড়শোপচারে রাজভোগ এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ধনি-সন্তান দেবেন্দ্রনাথ অতি সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। তাঁহার বৃহৎ পরিবারের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্বীয় সংকল্প হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং এইরূপ অধ্যবসায় গুণে বহুবৎসরে সেই ঋণের রাশি পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়া, পরিণামে আপন সম্পত্তি যথেচ্ছ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

কার্য্যে সফলতা লাভের চতুর্থ উপায় আশাশীলতা ও উদ্যম। কোনও ব্যক্তি যদি চিন্তা দ্বারা কার্য্যসাধনের সুপ্রণালীর উদ্ভাবনা করে এবং অসীম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাতে সংলগ্ন থাকিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তথাপি সেই কার্য্যে তাহার প্রাণে আনন্দ না হইলে এবং তাহাতে সফলতা লাভের সংশয় বিদ্যমান থাকিলে, কদাচ সে সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। আশাহীন সন্দিগ্ধ অন্তরে কখনও উদ্যম এবং স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় না। উদ্যম ব্যতীত কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। উদ্যমই কার্য্যের প্রাণস্বরূপ। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের সংকল্প করিয়া, জড়তার আসনে নিমীলিত নয়নে উপবেশন পূর্ব্বক সন্দিগ্ধমনে তাহার ফলাফল বিচারেই দিবস অতিবাহিত করিতে থাকে, তাহার সংকল্প কোনও কালেই কার্য্যে সজীবতালাভ পূর্ব্বক

ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। “দৈব” অথবা “অদৃষ্ট”রূপ উপাধান অবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্টভাবে প্রতীক্ষা করার নাম অধ্যবসায় নহে। “যে কখনও বপন করে নাই সে কখনও শস্য কর্ত্তন করিবে না।” উদ্যমবিহীন সংকল্প আকাশ-কুসুম; উদ্যমবিহীন কার্য্যপ্রণালী মৃত, উদ্যমবিহীন সহিষ্ণুতা কাপুরুষতা এবং উদ্যমবিহীন অধ্যবসায় আলস্যের নামান্তরমাত্র। উদ্যমই প্রাণস্বরূপ হইয়া চিন্তা, সংকল্প, কার্য্য-প্রণালী, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাকে সঞ্জীবিত রাখে। হিতোপদেশকার বলিয়াছেন :—

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

কার্য্যসমূহ উদ্যমের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, শুদ্ধ কল্পনা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় না। নিদ্রিত সিংহের মুখে কখনও মৃগ সকল স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করে না।

পুনরপি :—

উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। দৈববশতঃ সৌভাগ্যলাভ হয়, একথা কেবল কাপুরুষেই বলিয়া থাকে। দৈবকে নিহত করিয়া আত্মশক্তিদ্বারা পুরুষার্থ

সাধন কর। যত্ন করিয়াও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে তাহাতে দোষ কি?

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি একজন মহা উদ্যমশালী পুরুষ ছিলেন। কোন স্থানে সমরযাত্রা করিবার সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ বলিয়াছিল যে আল্পস্ পর্ব্বত সেই পথে বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। তাহাতে তিনি মহাতেজে উত্তর করিয়াছিলেন, "আল্পস্ পর্ব্বত ওখানে থাকিবে না।" তাঁহার আদেশে গিরিবর্ত্ম প্রস্তুত হইল, এবং সেই পথে সৈন্যগণ সমরযাত্রা করিল। তিনি বলিতেন, "'অসম্ভব' এই কথা কেবল নির্ব্বোধগণের অভিধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" তিনি স্বীয় উদ্যমের তেজে সকল কার্য্যেই সফলতা লাভ করিতেন, স্বীয় উদ্যম তিনি অপরের প্রাণে সঞ্চার করিতেন, এবং উদ্যমশীলতার আকর্ষণে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিতেন।

বাস্তবিক উদ্যমশালী পুরুষের নিকট কোনও কার্য্যই অসম্ভব মনে হয় না, কোনও বাধা বিঘ্নই তাঁহাকে অভীপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। আমাদের স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়াও, পরিণামে নানাকার্য্যে সফলতালাভ পূর্ব্বক যে জগতে চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার উদ্যমশীলতাই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার হৃদয় যদ্রূপ দয়ার অনন্ত সাগরবৎ ছিল, তাঁহার জীবনও তদ্রূপ অসংখ্য কার্য্যের উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিরাজিত ছিল। উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া, তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নানাকার্য্যে ধাবিত

হইতেন। তাঁহার বিচিত্রতাপূর্ণ কার্য্যময় জীবনের কোন্ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিব? স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে কোনও কাজ করিয়া দিবার জন্য তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। কোনও সময়ে সংস্কৃত কলেজে একজন অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষ ময়েট সাহেবকে অনুরোধ করেন। ময়েট সাহেব তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিয়া, বাচস্পতি মহাশয়কে আবেদন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ তাঁহাকে পত্র লিখিবার সংকল্প করেন। কারণ তিনি সে সময় কালনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু দুই দিবস পরে ঐ শূন্য পদ পূরণ করা হইবে, সুতরাং পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে কাজটী হস্তান্তরিত হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিবসই রজনীতে একজন আত্মীয় সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ত্রিশ ক্রোশ ব্যবধান কাল্না গ্রামে বাচস্পতি মহাশয়ের উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক পরদিবস মধ্যাহ্নে কালনায় উত্তীর্ণ হইলেন! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের আবেদন ও প্রশংসা পত্রসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক সেই দিনই পূর্ব্ববৎ পদব্রজে কলিকাতা যাত্রা করিলেন! এরূপ উদ্যম না থাকিলে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য ও শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে এবং জনসমাজের কল্যাণকর অশেষবিধ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিতেন,

অথবা আজ ভারতের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন ?

যৎকালে ভারতবর্ষে মোগলের প্রতাপসূর্য্য বিলাসসুখ ও আলস্যের পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, তৎকালে দ্বাবিংশবর্ষ বয়স্ক ইংরাজ যুবা ক্লাইব কেবল স্বীয় উদ্যম ও পরাক্রমেই পলাশীক্ষেত্রে ব্রিটিশ-বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্লাইব, হ্যাভলক, হেষ্টিংস্, ডালহৌসী, আউট-র‍্যাম্, লরেন্স প্রভৃতি সকলেই মহা উদ্যমশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা যদি অক্লান্ত পরিশ্রম না করিয়া দিল্লীর বাদশাহ বা রোমীয়সম্রাটগণের ন্যায় নিয়ত আলস্য ও বিলাসামোদে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আজ সমগ্র ভারতে ইংরেজাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ও ইংরাজশাসন অক্ষুণ্ণ হইতে পারিত না।

বিখ্যাত পর্য্যটক ডেভিড লিভিংষ্টোনের উদ্যম ভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত ছিল। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে, তাঁহার উদ্যমশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বাল্যকালে তিনি এক সূত্রের কারখানায় সামান্য শ্রমজীবীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বালকজনোচিত প্রথম লব্ধ সামান্য আয়ের কিয়দংশ দ্বারা তিনি একখানি লাটিন ভাষার ব্যাকরণ ক্রয় করেন এবং একটী নৈশ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া লাটিনভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জাগরণপূর্ব্বক সেই শ্রমজীবী বালক বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যেই লাটিনভাষায় ভার্জিল, হোরেস প্রভৃতি

কবিগণের প্রণীত উৎকৃষ্ট কাব্যসমূহ, বহুসংখ্যক উপন্যাস ও পর্য্যটন বৃত্তান্ত এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী অধিগত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অত্যল্প মাত্র অবকাশ কাল তিনি উদ্ভিদ্-বিদ্যা অধ্যয়নে ও বৃক্ষলতাদির সংগ্রহে যাপন করিতেন। বালক লিভিংষ্টোন্ কর্ম্মস্থানের ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও অধ্যয়নে বিরত থাকিতেন না। সম্মুখে গ্রন্থ রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতেও সতৃষ্ণ-নয়নে দুই একটী বাক্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচারক হইবার বাসনা জাগ্রত হইল। তদনুসারে লিভিংষ্টোন প্রচার কার্য্য শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তাঁহার আয় হইতে সাধ্যানুসারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বীয় শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কারখানায় কাজ করিয়াও গ্লাসগো নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা, প্রচার কার্য্য ও গ্রীকভাষা শিক্ষায় কতিপয় বৎসর যাপনপূর্ব্বক অবশেষে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাসমূহে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং "ডাক্তার লিভিংষ্টোন" এই উপাধিতে ভূষিত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট কার্য্যে বহির্গত হইলেন।

কিন্তু জগতে এরূপ দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে যে সুপ্রণালী, সময়তৎপরতা, তন্ময়ত্ব, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, আশা ও উদ্যম অবলম্বনে কার্য্য করিয়া সফলতা লাভ হইয়াছে, প্রচুর অর্থাগম হইয়াছে, সংসারে সচ্ছন্দতা ও সুখের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে,

জনসমাজে যশ ও প্রতিষ্ঠা লব্ধ হইয়াছে অথচ কার্য্য কর্ত্তার মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই এবং বদনে প্রফুল্লতা নাই। প্রত্যহ প্রভাতে যখন জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু আশার নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সংসার বক্ষে নবজীবন তরঙ্গ নৃত্য করিতে থাকে, এবং মানবসমাজে কার্য্যশীলতা শত সহস্র আনন্দ প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তিনি অবসন্ন শ্রান্ত দেহে, বিষণ্ণ হৃদয়ে কি যেন এক নৈরাশ্যময় অলসতাচ্ছন্ন নীরব ক্রন্দনের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হাহাকারময় অতৃপ্তি, চারিদিকের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দপ্রফুল্লতাময় দৃশ্যের মধ্যে, তাঁহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে বালুকা-সমাচ্ছন্ন অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে।

ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে এই জানিতে পারা যাইবে যে, তিনি যে কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তৎসমুদায়ের সংঘটনা ও সংযোজনা হওয়াতে সেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা ও যশঃপ্রতিষ্ঠাও লব্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহাকে যে বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য তদুপযোগী ক্ষমতা ও গুণে বিভূষিত করিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে। সেই জন্যই এই অন্ধকারময় অবসাদ,—সেই জন্যই এই দারুণ অতৃপ্তি। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মৃত্তিকাচ্ছন্ন হীরকের

ন্যায় তাঁহার জীবনের সেই বিশেষ কার্য্যের প্রস্রবণ, হৃদয়ের নিভৃত কোণে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাঁহার সাংসারিক সুখ ও যশোরাশিকে ভেদ করিয়া উৎসারিত হইয়া আসিতে চাহিতেছে। কস্তুরিকামৃগ যদ্রূপ স্বীয় নাভিস্থিত মৃগনাভির সুগন্ধে আকুল হইয়া তদন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে থাকে, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ পায় না, তিনিও তদ্রূপ স্বীয় অন্তর্নিহিত সেই বিশেষ কার্য্যের প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অভাবে তাহা দর্শনে অসমর্থ হইয়া নৈরাশ্য ও অবসাদে মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকলেই এ সংসারে এক কাজ করিতে আগমন করে না। এই মহান্ বিশ্ববক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে অসংখ্য বিচিত্র পদার্থের সমাবেশ রহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সুবিশাল বিশ্ববক্ষঃ বিবিধ বিচিত্র পদার্থে পরিপূর্ণ ও সমাচ্ছন্ন হইয়া অনন্ত পথে প্রধাবিত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহ, মেঘ বিদ্যুৎ, বায়ু অগ্নি, গিরি নদী সমুদ্র, বৃক্ষলতা, ফল পুষ্প প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে অমোঘ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, অটলভাবে নীরবে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিতেছে এবং তাহাদের পরস্পরের সমবেত কার্য্য মনোহর ঐকতান বাদনের ন্যায় এক সজীবতাপূর্ণ সঙ্গীতরূপে অনন্ত উন্নতিপথে সেই বিশ্বপতির চরণোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে। এখানে প্রত্যেক মানবেরই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার

আছে। তাহা গ্রহণ না করিয়া যদি কেহ সংসার বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কেবল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য অথবা যশঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন, তবে উপযুক্ত প্রথা ও প্রণালী অনুসারে যে কোনও কার্য্য অবলম্বন করিলেই তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের নিভৃত অবসাদ ও ক্ষোভ নিবারিত হইবে না। কেহ যদি রাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর ন্যায় ক্ষমতা ও প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অথচ উদ্যান রচনায় ব্যস্ত হইয়া সমস্ত জীবন যাপন করেন; কেহ যদি শঙ্করাচার্য্য বা নিউটনের ন্যায় ধীশক্তি ও সামর্থ্য লইয়া ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক, তৃণবিক্রেতার বিপণিতে আয় ব্যয়ের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া সমস্তজীবন অতিবাহিত করেন, কেহ যদি ক্রমওয়েল বা নেপোলিয়নের ন্যায় রাজশক্তি লাভ করিয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক,স্বীয় ক্ষেত্রসঞ্জাত সামান্য শস্যে পরিতুষ্ট হইয়া, চিরজীবন স্বগৃহে মৃৎপাত্র নিচয়ের সুসজ্জা ও সংরক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন অথবা কেহ যদি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা বাল্মীকির ন্যায় প্রতিভায় ভূষিত হইয়া তৈল ও লবণের ব্যবসায়ে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই সকল বিধি প্রদত্ত প্রতিভা ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করা হয় না। মলিন ধূলি কর্দ্দমাচ্ছাদিত হীরকের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া সে সকল চির দিনের জন্য জনসমাজের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায় এবং অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখ সাধন ও অসার যশঃপ্রতিষ্ঠা সঞ্চয়ে তাঁহা-দিগের জীবন বৃথাই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা স্বীয়

জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রাণের সহিত অনুভব করেন তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখকে তুচ্ছ করত, যশোমান পদতলে বিদলিত করিয়া লৌকিক কার্য্যের আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া—স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনে সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় জনসমাজে বহির্গত হন এবং জনসমাজ তাঁহাদের সেই কার্য্যের দ্বারা অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।

মহাত্মা শাক্যসিংহ যদি কঠোর বৈরাগ্য পূর্ণ হইয়া, রাজ্যসুখ ও রাজসম্ভ্রমকে চরণে ঠেলিয়া অটল অক্ষুণ্ণ ভাবে, গিরিগুহা ও বৃক্ষমূলে দুষ্কর তপশ্চর্য্যা না করিতেন, তবে জগতে তাঁহার প্রচারিত জ্ঞান ও শক্তির আলোক আজ কোথায় থাকিত? ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য যদি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সংসার সুখে মগ্ন হইয়া স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাকে, চতুষ্পাঠীর ছাত্রাধ্যাপনা ও তর্কবিচারেই পর্য্যবসিত করিতেন, তবে সংসার মরুভূমিতে তাপিত মানবের মরূদ্যানস্থ জলাশয়স্বরূপ তাঁহার প্রদর্শিত ব্যাকুল ও উন্মত্ত হরিপ্রেমের শান্তিময় শীতল সরোবর কেমন করিয়া প্রকাশিত হইত? যদি "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ"—এই শ্লোক বাল্মীকির প্রতিভারূপে তাঁহার বদন হইতে বিনিঃসৃত না হইত, তাহা হইলে বিমল অমৃতধারোপম রামজীবনের মধুর কাহিনী "রামায়ণ" আজ কোথায় থাকিত? মার্টিন লুথার স্বীয় প্রতিভার আলোকে, তদীয় জীবনের প্রকৃত কার্য্যকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, লৌকিক অর্থকরাব্যবসায়ের আবরণ বিদীর্ণ করত কঠোর ধর্ম্মসংগ্রামে পরিণামে জয়লাভ করিয়াছিলেন

বলিয়াই আজি ইয়ুরোপ স্বাধীন জ্ঞানধর্ম্মের বিমলানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হইয়াছে। আর, ঐ দেখ গোল্ডস্মিথ, শেরিডান, বাইরণ, মধুসূদন, দান্তের ন্যায় মহোজ্জ্বল প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের জীবনের প্রকৃত আহ্বান বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বায়ুচালিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় চিরজীবন সংসার সুখের সহিত নিষ্ফল সংগ্রামে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইলেন; তাঁহাদের প্রতিভা অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইতে না হইতেই, পরিশুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহারা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া হতাশ চিত্তে, অনুতাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। আমরা তাঁহাদিগের যে প্রতিভার অণুমাত্র সৌরভেই বিমুগ্ধ হইয়াছি, তাহা পূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রিয় সুখের অতীত নির্ম্মল স্থানকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলে, না জানি মানবহৃদয় আজ কতই কল্যাণ ও আনন্দ লাভ করিত!

কেহ যেন মনে না করেন, আমরা অর্থ উপার্জ্জন ও অন্নবস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেছি। বস্তুতঃ তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে অর্থ, সম্ভ্রম, গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি মানবের উপলক্ষ্যমাত্র। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিগত শক্তি ও প্রতিভাকে, তাঁহার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও সেই শক্তি ও প্রতিভা বিকাশলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার পরিণতি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধনে। অনেকের ধারণা এই যে সাধারণ কার্য্য বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে মানব তাহার

জীবনের বিশেষ লক্ষ্যের নির্দ্দেশ বা সাধন করিতে সমর্থ হয় না। একথা কখনও স্বীকৃত হইতে পারে না। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে যে অতি সামান্য কার্য্যে হস্তকে নিযুক্ত রাখিয়াও জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের লক্ষ্য সাধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জনসমাজের মহাকল্যাণ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমরা জনষ্টুয়ার্ট মিল, সেক্সপীয়র, মার্টিন লুথার, সেণ্টপল প্রভৃতির নাম স্মরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে অবনত হই। কিন্তু ইঁহাদিগের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণকে কিরূপে জীবিকার সংস্থাপন করিতে হইত তাহা অনেকেই অবগত আছেন। জনষ্টুয়ার্টমিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ইংরাজী কাব্যের পিতৃস্থানীয় কবি চষার প্রথম জীবনে সৈনিকের কার্য্য করিতেন এবং পরিণত জীবনে রাজকীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন সম্ভ্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মিল্‌টন রাজকীয় লাটিন সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার "প্যারাডাইস লষ্ট্" নামক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য ও অন্যান্য কবিতা তাঁহার অবকাশ কালে রচিত। মহাকবি সেক্সপীয়র আজীবন তেজারতির কর্ম্ম করিতেন এবং সেই কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় নিয়োজিত হইত। সার আইজাক্ নিউটন তঙ্কশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক লর্ড বেকন প্রথমতঃ ব্যবহারজীবী ছিলেন তৎপরে লর্ড চ্যান্সেলরের পদ প্রাপ্ত হন। অদ্বৈতবাদী দার্শনিক স্পিনোজা স্বহস্তে কাচ পরিষ্কারপূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সেণ্টপল স্বহস্তে স্কন্ধাবার নির্ম্মাণ করি-

তেন। ইটালীর প্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী কবি দান্তে প্রথমতঃ ভৈষজ্য ও রসায়ন ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে রাজকীয় কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ গ্যালিলিও এবং বৈজ্ঞানিক গ্যালভানি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমাদের দেশেও দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জীবনের অধিকাংশ কাল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে প্রগাঢ় শ্রম করিয়া গিয়াছেন। নাটক রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ডাকবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। এই কার্য্যে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের সুখ্যাতি ও সন্তোষের ভাজন হইয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দীন দুঃখীর ক্লেশ মোচনে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবহারজীবী এবং নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রাজকীয়শাসন বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াও বহুসংখ্যক উপন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থের রচনা এবং অনুবাদ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায় যে, জগতের যে সকল শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি প্রভৃতির গভীর জ্ঞান ও ভাব দর্শন

করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হই তাঁহারাও সামান্য কার্য্য বা প্রচলিত ব্যবসায় অবলম্বন করাকে কখন আত্মসম্মানের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। প্রত্যুত,সেই সকল কার্য্যের ভিতর দিয়াই ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অধ্যবসায়, তন্ময়ত্ব, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া তাঁহাদিগের চরিত্র রচনা ও জীবনের মহত্ত্ব বিকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সেই সকল উপলক্ষ্য স্বরূপ কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়া, তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কখনও বিস্মৃত হন নাই। এ সকল কার্য্যে প্রগাঢ় পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দিগ্‌দর্শন শলাকার উত্তরাভিমুখে অবস্থিতির ন্যায় নিয়তই স্ব স্ব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখীন ছিল। ফল কথা উপলক্ষ্যমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক যাহাতে জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, বাল্যকাল হইতেই তদ্বিষয়ের শিক্ষা ও যত্ন আবশ্যক।

যখন বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র, লতার প্রত্যেক পুষ্প, ধরাপৃষ্ঠের প্রত্যেক তৃণ, প্রত্যেক বারিবিন্দুটীর, প্রত্যেক বালুকা রেণুটীর এজগতে বিশেষ কার্য্য করিবার আছে, তখন হে শ্রেষ্ঠাধিকার সম্পন্ন, ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান মানব! ইহা কি কখনও সম্ভব যে তোমার জন্য এখানে কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই? এই মহা বিশ্বনাট্যশালায়, হে মানব! তোমার অভিনয় করিবার জন্য কি কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই? এই মহান্ ঐকতানিক অনন্ত বিশ্বসঙ্গীতে, হে মানব,তোমার কি কোনও বিশেষ বাদ্যরব বিমিশ্রিত করিবার নাই? অবশ্যই আছে! একবার জড়ীয় বন্ধন ছেদন

পূর্ব্বক ধন,যশঃ সুখসচ্ছন্দতার আবরণ বিদীর্ণ কর ; অন্তর্দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় অন্তরের মধ্যে নিক্ষেপ কর, দেখিবে তোমারও বিশেষ কার্য্যের বীজ অন্তর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তোমার প্রতিভা তাহাই আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। তোমার সমগ্র দেহ মন হৃদয়ের আয়াস ও যত্ন তাহাতেই নিয়োজিত কর, তুমি যাহা করিবার জন্য জগতে আগমন করিয়াছ তাহাই তোমার জীবনে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে, তোমার নৈরাশ্য, অবসাদ ও অতৃপ্তি দূরীভূত হইয়া মুখমণ্ডল আনন্দ আশা ও সন্তোষের কমনীয় আলোকে অনুরঞ্জিত হইবে এবং তোমার জীবন সার্থক ও ধন্য হইয়া যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

কর্ত্তব্য।

এই বিশাল বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের আধিপত্য নয়নগোচর হয়। খগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্র জড়জগৎ, প্রাণিজগৎ, ও মনোরাজ্যে নিয়মের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। কি সুন্দর ও অপরিবর্ত্তনশীল প্রণালীতে জ্যোতিষ্কগণ আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, জড় পরমাণু সকল আকর্ষণ, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি শক্তির অধান হইয়া কার্য্য করিতেছে, পদার্থ সকল পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে, অনন্ত আকাশে কোটি কোটি সৌরজগতের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে, আমাদের এই পৃথিবী উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ডের আকারে সূর্য্য হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া বিবিধ উদ্ভিদ্ ও জীবের আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতা ও প্রাণিসমূহের উৎপত্তি ও বিলোপ হইতেছে, উদ্ভিদ্ ও জীবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সকল

সংসাধিত হইয়া তাহাদের জীবন স্রোত ও বংশপ্রবাহ সুরক্ষিত হইতেছে, মানবমনে চিন্তার পর চিন্তা ও ভাবের পর ভাবের লহরী উত্থিত ও বিলীন হইয়া তাহাকে বিবিধ কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে, রাজ্যের পর রাজ্য ও জাতির পর জাতির উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই জগতের যেদিকে চাও সেই দিকেই অপরিবর্ত্তনশীল নিয়ম ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার অপ্রতিহত প্রভাব নয়নগোচর হইবে।

যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবাসী, অসীম জ্ঞান ও অপরিমেয় প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন, অপার মঙ্গলময় বিধাতা ইহার যাবতীয় পদার্থ ও যাবতীয় ব্যাপারকেই নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যের শিরোভূষণস্বরূপ মানবকে কি তিনি সেই নিয়মের বহির্ভূত করিয়া সৃজন করিয়াছেন? যাঁহার অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া শূন্যপথে অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং অবনীপৃষ্ঠে জীবজন্তু হইতে তৃণ পরমাণু পর্য্যন্ত কেহই স্ব স্ব কার্য্য সাধনে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট বা পথভ্রান্ত হয় না, হে বিশ্বধামের শ্রেষ্ঠরত্ন মানব, তিনি কি তোমাকে লক্ষ্যশূন্য, উদ্দেশ্য শূন্য, নিয়মশূন্য, শৃঙ্খলাহীন উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ভ্রমণ করিবার জন্যই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন? অথবা উল্কাপিণ্ডেরও এই বিশ্বধামে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিবার আছে, তোমার কি তাহা নাই? অবশ্যই আছে! ধরাতলে সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যেরই জীবনের উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠতম।

বাহ্যজগৎ পরিত্যাগ করিয়া মানবের অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ কর, দেখিবে সেখানেও এই নিয়মশৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে। যদ্রূপ বাহ্যজগতে নিয়মশৃঙ্খলায় কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, ফলসমূহ সমুদ্গত হয়, মেঘ বারিবর্ষণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, স্রোতস্বিনী ঊর্ম্মিমালা তুলিয়া নৃত্য করে, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ মানবের অন্তর্জ্জগতেও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই ভাবকুসুমরাশি বিকসিত, চিন্তা ও জ্ঞান প্রস্ফুরিত, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত, স্মৃতি উন্মেষিত এবং ইচ্ছা নিয়ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানবের দেহ যন্ত্রের ন্যায় মনোযন্ত্রও দুরবগাহ্য নিয়মশৃঙ্খলাময় কৌশলে পরিচালিত হয়।

গভীরভাবে মানব-কার্য্যের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানবমনের ইচ্ছাশক্তিই তাহার কার্য্য নিচয়ের প্রসূতি। আহার, অঙ্গসঞ্চালন, গমন, উপবেশন, শয়ন, বাক্যোচ্চারণ,দর্শন,স্পর্শন প্রভৃতি তাবৎ কার্য্যের মূলেই এই ইচ্ছাশক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই ইচ্ছাই মানব কার্য্যের নিয়ন্তা ও মানব জীবনের পরিচালক। স্থূলদর্শী ব্যক্তির নিকটে এই ইচ্ছা নিয়মশৃঙ্খলার বহির্ভূত, জগতের তাবৎ ঘটনা হইতে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপ প্রত্যয়ের মূলে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নাই তাহা নহে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, এই ইচ্ছা প্রায়শঃ আমাদের বাল্যশিক্ষা ও সংসর্গ,বহির্জগতের অসংখ্য ঘটনা পুঞ্জ ও দৃশ্যমান পদার্থ নিচয়, এবং অন্তর্জ্জগতের বিবিধ

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র! আপাততঃ আমাদের মনে এই ধারণা হয় যে, বহির্জগৎ নিয়ম শৃঙ্খলায় পরিচালিত বটে,আমাদের দেহযন্ত্রও নিয়মশৃঙ্খলায় বিধৃত ও পরিপুষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহার অভ্যন্তরে নিয়মশৃঙ্খলা কোথায়? আমরা স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারি, না করিতেও পারি। কেহ আমাদিগকে বাধা দিবার বা প্রবৃত্ত করিবার নাই। কিন্তু স্থিরচিত্তে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমাদিগের ইচ্ছা অন্তরে বাহিরে, চতুর্দ্দিক্ হইতে নিয়মশৃঙ্খলার দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। আকাশমণ্ডল যখন ঘন মেঘাড়ম্বরে তমসাবৃত হইয়াছে, নয়নযুগলকে ঝলসিত করিয়া শ্রবণবিদারক ভীম কড় কড় শব্দে বজ্র নিনাদিত হইতেছে, দূরাগত প্রবল বৃষ্টি ধারার শন্ শন্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন জনসমাগমশূন্য বিশাল প্রান্তর-মধ্যস্থিত নিরাশ্রয় পথিক যে সন্ত্রস্ত বিহ্বলচিত্তে দ্রুতচরণবিক্ষেপে লোকালয়ের উদ্দেশে ধাবমান হয়,কে তাহার চরণে দ্রুতগতির সঞ্চার করে? নিঃসন্দেহ তাহার ইচ্ছাই তাহার চরণকে দ্রুত পরিচালিত করে। কিন্তু গভীরতরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, অশনি-পাতে প্রাণ বিনাশের ও বৃষ্টিপাতজনিত ক্লেশের দারুণ আশঙ্কা সেই পথিকের ইচ্ছার উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সে তখন বাহিরের তাবদ্ ব্যাপার এবং মানসিক অন্যান্য ভাব বিস্মৃত হইয়া, ভীতি মাত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামাভিমুখে

প্রধাবিত হইতেছে। আবার যখন বসন্ত পূর্ণিমার মধুর প্রদোষে, পূর্ণশশীর মনোহর কোমল কৌমুদীরাশি, নবোদ্গত ঘনপত্র-শোভিত, মঞ্জরিত বিটপীশ্রেণী ও শ্যামশোভায় তরঙ্গায়িত সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া দিগ্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে, এবং কলনাদিনী মৃদু প্রবাহিতা ক্ষুদ্র তটিনীর নির্ম্মল বারিরাশির উপরে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্র হাস্যরূপে প্রতিফলিত হয়,যখন প্রত্যেক কুসুমোদ্যানে নব কিশলয় মৃদুল-ললিত, নবীন সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে, সর্ব্বাঙ্গভরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুটন্ত কুসুমরাশি লইয়া, নীরবে মৃদু পবন হিল্লোলে আন্দোলিত হয়, গোলাপ, যূথিকা, বেল, মালতী, রজনীগন্ধা, বকুল চম্পক প্রভৃতি পুঞ্জে পুঞ্জে বিকসিত হইয়া উঠে এবং তাহাদিগের চতুষ্পার্শে মকরন্দলুব্ধ অলিকুলের ব্যস্ততাপূর্ণ গভীর আনন্দগুঞ্জন সন্ধ্যাসমাগমেও শ্রুত হইতে থাকে; যখন মলয়মারুত বৃক্ষশাখাকে মন্দ মন্দ আন্দোলিত করিয়া, বৃক্ষপত্রাবলীর অন্তরালে কোমল মর্ম্মরধ্বনি উত্থাপিত করিয়া, সরোবর বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উৎক্ষিপ্ত করিয়া, বিচিত্র বর্ণের বিবিধ কুসুম সৌরভ রেণুকায় স্বীয় অঙ্গ বিলেপিত করিয়া, মৃদু কোমল স্নেহস্পর্শ সঞ্চারে ঘর্ম্মাক্ত ললাট ও পরিতপ্ত অঙ্গকে সুশীতল করিবার জন্য আহ্বান করে, যখন পিকদম্পতি ঘন পত্রাবৃত নিকুঞ্জ মধ্যে সমাসীন হইয়া, বসন্ত-সমাগম প্রবোধিত সুললিত পঞ্চমস্বরে তাহাদিগের ক্ষুদ্র বিহঙ্গ হৃদয়ের গভীর আনন্দে বনস্থলী উচ্ছ্বসিত করিতে থাকে এবং পাপিয়া পক্ষী কৌমুদীবিধৌত সান্ধ্য গগনকে প্লাবিত করিয়া

"চোখ গেল!", "চোখ গেল!" রবে উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে তাহার বেদনাসূচক স্বরধারা দিগ্ দিগন্তে বর্ষণ করিতে থাকে, তখন কে মানবের কঠোর দৈনিক কার্য্য-বন্ধনকে ছিন্ন করত তাহাকে দ্রুতচরণে অনন্ত আকাশের নিম্নে, উন্মুক্ত বায়ুতে বাহির করিয়া আনে? নিঃসন্দেহ মানবের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু এখানেও কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে প্রকৃতির এই বসন্তসঞ্জীবিত নবীন, পবিত্র, সৌন্দর্য্য শত সহস্র আনন্দ-সঙ্গীত-ধারারূপে, গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিবার জন্য মানবের ইচ্ছাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। আবার ঐ দেখ, যুবক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃসন্দর্শনার্থ, জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে দামোদর নদের কূলে উপস্থিত হইয়াছেন। ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত সমুদিত হইয়াছে। আকাশ মণ্ডল ঘন মেঘাচ্ছন্ন; রজনীর নিবিড় অন্ধকার চরাচরে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ আবরণে প্রকৃতির বদনকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীবক্ষে তরণী নাই, নদীকূলে দীপ নাই, নিকটে লোকালয় নাই, কেবল সম্মুখে দামোদর নদ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সফেন উত্তাল উর্ম্মির পর উর্ম্মি রাশি উত্থাপিত করিয়া, ভীম গর্জ্জনে, উভয়কূলে আছাড়িয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে কি? বীর যুবক কটিতটে বসন বন্ধন পূর্ব্বক দামোদরের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং কালের সহচর প্রায় রোষ-গর্জ্জিত উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত মহা বিক্রমে সংগ্রাম করিতে করিতে সন্তরণ পূর্ব্বক অবশেষে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন।

কে তাঁহাকে এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল ? নিঃসন্দেহ তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু তাঁহার সুগভীর মাতৃপ্রেমই তাঁহার এই ইচ্ছার মূলে নিহিত ছিল। জননীর স্নেহানুরঞ্জিত কমনীয় বদন তাঁহার বীরান্তঃকরণে সংকল্প, উদ্যম ও তেজের সঞ্চার করিয়াছিল। এই প্রবল মাতৃসন্দর্শন লালসাই তাঁহার দৃঢ় ইচ্ছাকে পরিচালিত করিয়াছিল। একব্যক্তি কোন জঘন্য পাপাচার করিয়া, ঘৃণা ও লজ্জাবশতঃ আত্মহত্যা দ্বারা স্বীয় জীবনের অবসান করিল, অন্য ব্যক্তি হয়ত কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া শীতঋতুর ঘন তুষারপাত সহ্য করিয়াও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিল না এবং অবশেষে গাঢ় তুষারসমাচ্ছন্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এইরূপে দেখাযায় যে ইচ্ছাশক্তি যদিও সাধারণ ভাবে মানবের কার্য্যাবলীর উৎস বটে, কিন্তু বহির্জগতের পরিদৃশ্যমান পদার্থনিচয় ও ঘটনাপুঞ্জ এবং অন্তর্জগতের বিবিধ অভ্যাস, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, আনন্দ, বিষাদ, আশা, নৈরাশ্য, প্রেম, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি ভাব সমূহ, প্রতিনিয়ত, সেই ইচ্ছাকে পরিচালিত করিয়া, বিভিন্ন সময়ে মানবকে বিভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে। এই সকল পরিচালক ভাবকে ইংরেজী ভাষায় মোটিভ (Motive) বলে। বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দে "প্রবর্ত্তনা" কথা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মানবজীবনের কার্য্যসমূহ মূলতঃ এই অপরিহার্য্য প্রবর্ত্তনা-শৃঙ্খলে দৃঢ় নিবদ্ধ। প্রবর্ত্তনাশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কোনও কার্য্যকে পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে।

তবে কি মানবের কোনও স্বাধীনতা নাই ? গ্রহ উপগ্রহ, বৃক্ষ লতা, নদী, পর্ব্বত তৃণ শপের ন্যায় কঠিন নিয়তির নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া, সে কি কেবল অন্ধভাবে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধরণীপৃষ্ঠে বিচরণ করিবে ? তাহা কখনই হইতে পারে না। মানবজীবন যেমন কার্য্যকারণশৃঙ্খলার অপরিহার্য্য বন্ধনে আবদ্ধ, মানব ইচ্ছা যেমন বিবিধ ঘটনা পুঞ্জ, বিচিত্র পদার্থনিচয় এবং বিবিধশ্রেণীর প্রবর্ত্তনাকুলের প্রভাবে পরিচালিত, তেমনি ইহার মধ্যে আবার স্বাধীনতারও ক্ষেত্র আছে। সেই স্বাধীনতাই মানব জীবনের মহাগৌরব, এবং মানব জন্মের সার্থকতা সাধনের একমাত্র উপায়। দেখা যাউক মানবান্তঃকরণে সেই স্বাধীনতার স্থান কোথায় ?

কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে, যদি আত্মপরীক্ষাদ্বারা স্বীয় মনের চিন্তা ও ভাব নিচয়ের গতি অনুধ্যান করা যায় এবং স্বীয় জীবনের কার্য্য পরম্পরাকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহাদের মূল অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে উপলব্ধি হইবে যে, মানবের অন্তরে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি গূঢ় রূপে নিহিত রহিয়াছে। তাহার কতকগুলি স্বাভিমুখীন অর্থাৎ আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধনের উপযোগী, অন্য কতকগুলি পরাভিমুখীন অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন ও সমাজের রক্ষা এবং তাহাদের উন্নতি সাধনোপযোগী। এই সকল বৃত্তি এবং বুভুক্ষা, পিপাসা, নিদ্রা, জিজীবিষা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণিদেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানবের ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালন

পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত কার্য্যে প্রবৃত্ত অথবা তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখিতেছে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবর্ত্তনা মানবেচ্ছার উপর স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে। প্রবর্ত্তনা-নিরপেক্ষ হইয়া ইচ্ছা কোনও কার্য্য করে না।

কিন্তু মানবমনের অভ্যন্তরে আর একটী বৃত্তি সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে, উহা হিতাহিত বিচার-শক্তি। যখন দুই বা ততোধিক প্রবর্ত্তনা বিভিন্ন দিক্ হইতে ইচ্ছাশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন মানবের বিচারশক্তি স্বাভাবিক রূপে সেই প্রবর্ত্তনা সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব বিচার করিতে থাকে এবং অনতিবিলম্বেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে যে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ অন্যটী নিকৃষ্ট,অথবা অনেক গুলি প্রবর্ত্তনার মধ্যে একটী অপেক্ষা ক্রমশঃ অন্যটী শ্রেষ্ঠতর। মানব নীতি-সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার এই হিতাহিত বুদ্ধি, বিচার পূর্ব্বক তাহাকে বলিয়া দেয় কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠতর এবং কোন্ কার্য্য নিকৃষ্টতর। একব্যক্তি দিবা দুই প্রহরের সময়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যদি সুমিস্ট অন্নব্যঞ্জন লইয়া ভোজনে উপবিষ্ট হন, তবে সে কার্য্য তাঁহার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ ও অহিতকর না হইয়া নীতিসঙ্গত ও হিতজনকই হইবে। কিন্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি কোন দিবসদ্বয় উপবাসী বুভুক্ষু, মলিন চীরবসনধারী, দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-জীর্ণ, শীর্ণদেহ, অশক্ত অনাথ ব্যক্তি, তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইয়া ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে স্বীয় শোচনীয়

অবস্থা নিবেদন পূর্ব্বক, তাঁহার নিকটে ভোজ্য পেয় যাচ্ঞা করিতে থাকে, তবে তিনি সে সময়ে স্বকীয় ক্ষুধাশান্তির অপেক্ষা সেই দুঃখী, অনাথ অভ্যাগত জনের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করা-কেই নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ ও কোন্ কার্য্য নিকৃষ্ট, যুক্তিবিচার দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত মাত্রে উপনীত হইলেই কি হইল? বিচারবুদ্ধি-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মনে, স্বকীয় ও পরকীয় প্রয়োজনীয়তার আপেক্ষিক লঘুত্ব ও গুরুত্ব বোধ প্রতিভাত হইল বটে, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আপনাকে বাধ্য অনুভব না করিলে, সেই হিতাহিত নির্দ্দেশের সফলতা কোথায়? কার্য্য-সমূহের আপেক্ষিক হিতকারিতা ও অহিতকারিতাবোধের সঙ্গে সঙ্গেই মানবহৃদয়ে অপরিহার্য্যরূপে আর একটী বৃত্তি সমুদিত হইয়া থাকে। তাহার নাম বিবেক, ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান মানব অন্তরে অবিশ্রান্ত এই রব উত্থিত করি-তেছে,—'হে মানব, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই কর; যাহা মঙ্গল জনক তাহাই কর; যাহা শ্রেয়ঃ, তাহারই অনুষ্ঠান কর, এবং যাহা নিকৃষ্ট, যাহা অহিতকর, যাহা আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে নিশ্চয়ই অনিষ্টকারী, তাহা পরিত্যাগ কর। হে মানব! তর্ক কর, জ্ঞানানুশীলন কর, বিচার কর, সত্য নির্দ্ধারণ কর, ন্যায় নির্দ্দেশ কর, কিন্তু যাহা সত্য, যাহা ন্যায় তাহারই অনুসরণ কর এবং যাহা অসত্য, যাহা অন্যায় তাহা বর্জ্জন কর।' এই বিবেকবাণী কখনও নীরব হইতে জানে না। বাহিরের সকল আলোক

নির্ব্বাণ হইলেও কর্ত্তব্যজ্ঞানের আলোক কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। বিশাল সংসার-সাগর-বক্ষে, প্রতিকূল ঘটনারাজি এবং প্রবৃত্তিনিচয়ের শত সহস্র তরঙ্গাভিঘাতে বিতাড়িত মানবের ক্ষুদ্র জীবনতরণীকে, ধর্ম্মবুদ্ধি দিগদর্শনশলাকার ন্যায় প্রতিনিয়ত পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় মানব স্বীয় অন্তর মধ্যে শুভজনক কার্য্যানুষ্ঠানের দায়িত্ব নিগূঢ়রূপে অনুভব করে। বিবেক মানব জীবনের পথ প্রদর্শক আলোকস্বরূপ; কিন্তু মানবের দায়িত্বজ্ঞানই তাহার চরিত্রের ভিত্তিভূমি। দীপশলাকা বিক্রেতা ক্ষুদ্র বালক যে তাম্রমুদ্রার পরিবর্ত্তে, ক্রেতার ভ্রমক্রমে রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, দ্রুত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, দায়িত্বজ্ঞানই তাহার সেই কার্য্যের মূল। সে অনায়াসেই উহা আত্মসাৎ করিতে পারিত; জিজ্ঞাসিত হইলে উহার প্রাপ্তি অস্বীকার করিতে পারিত, কেহ তাহার প্রতি কোনও দণ্ড বিধান করিত না। তাহা হইলে কি হয়? তাহার অন্তরের দায়িত্বজ্ঞান তাহাকে বলিল, 'তুমি উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য।' সে সেই দায়িত্বজ্ঞানদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উহা প্রত্যর্পণ করিল। বিক্রেতাকে সামগ্রীর মূল্য দান দরিতে আমরা বাধ্য। নির্জ্জন স্থানে স্বুবর্ণ মুদ্রাধার প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা আমাদের স্বকীয় অভাব মোচন না করিয়া, উহার যথার্থ অধিকারীর অনুসন্ধান পূর্ব্বক, আমরা তাহাকে উহা অর্পণ করিতে বাধ্য। সত্য কথা বলিতে, সরল

ব্যবহার করিতে, ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিতে আমরা বাধ্য। জনক জননীর সেবা করিতে, আত্মীয় স্বজনের উপকার করিতে, বিপন্নকে সাহায্য করিতে, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে, জন সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করিতে আমরা বাধ্য। আমাদের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বুদ্ধি এই সকল মঙ্গল জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, এবং তদ্বিপরীত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে, নিয়তই আমাদিগকে আদেশ করিতেছে এবং সেই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই, তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য আমরা স্ব স্ব অন্তর মধ্যেই নিগূঢ় দায়িত্ব অনুভব করিতেছি।

কিন্তু অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে বিচারবুদ্ধি সত্য নির্ব্বাচিত করিয়া দিতেছে, হিতাহিত নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি শুভ পথে প্রেরণা করিতেছে ও অশুভ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছে, এবং মানব তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে আপনাকে দায়ী বলিয়াও অনুভব করিতেছে। তথাপি কি এক প্রবলশক্তিতে সে সত্য ন্যায় ও মঙ্গলপথের একান্ত বিপরীত দিকে গমন করিতেছে। এই খানেই মানবেচ্ছার স্বাধীনতা—এই খানেই তাহার কর্ত্তৃত্বশক্তি। এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে নিতান্ত বিরল নহে, যে মার্জ্জিত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানশালী ব্যক্তি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আত্মচিন্তাদ্বারা সত্যাসত্য সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ন্যায়ান্যায় মীমাংসা করিতেছেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন, কিন্তু স্বীয় ইচ্ছাকে সেই সকল সিদ্ধান্ত, মীমাংসা ও নির্দ্দেশের অনুগত করিতেছেন না, তদনুসারে কার্য্য করিতে

তাঁহার ইচ্ছা জন্মিতেছেনা। সেইরূপে কার্য্য করা অথবা না করা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছায়ত্ত, কর্তৃত্বাধীন। এখানেই মানবেচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ববোধ প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার দেখ, অন্য এক ব্যক্তি দস্যু রত্নাকরের ন্যায় আজীবন পাপাচারে মগ্ন হইয়া, নিয়ত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। সহসা এক দিন সে সাধু সঙ্গের মহিমায় বা অন্য কোন কারণে তাহার কার্য্য সমূহের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মনে ন্যায়ান্যায় হিতাহিত জ্ঞানের উদয় হইল, ধর্ম্মবুদ্ধি তাহাকে অসৎ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথ অবলম্বন করিতে আদেশ করিল, ও তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে সে আপনাকে দায়ী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল, এবং আপন স্বাধীন কর্তৃত্বশক্তি দ্বারা স্বীয় ইচ্ছাকে সদনুষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়া পাপপ্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিল। এস্থলেও মানবেচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বশক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে মানব অন্তরে বাহিরে বিবিধ নিয়মশৃঙ্খলা বিধানে পরিচালিত হইলেও তাহার মনোমধ্যে নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কার্য্য-সমূহের কর্তৃত্বজ্ঞান বিরাজমান রহিয়াছে। এই দায়িত্বজ্ঞান, এই কর্তৃত্বশক্তিই মানব চরিত্রের মূল ভিত্তি।

মানব জাতির আদিম অবস্থায়,যখন সমাজ গঠিত হয় নাই,যখন মানবের বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ হয় নাই, যখন তাহার হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, তখন সে নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করিত। ক্ষুৎ পিপাসা প্রভৃতি শারীরিক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

দ্বারা তাহার কার্য্য পরিচালিত হইত এবং সে কেবল স্বার্থবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া স্বকীয় জীবন ধারণ ও সুখ সাধন চেষ্টায় যথেষ্ট ও বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিত ও অপর মানবের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিত। বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব বহির্জগতের নানাবিধ বস্তু ও প্রাকৃতিক ঘটনা নিচয়ের সহিত স্বকীয় শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধ নির্ণয় এবং তৎসংক্রান্ত অখণ্ডনীয়, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সমূহের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছে ও ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে মানবজাতির জীবন ধারণ ও সুখ সমৃদ্ধি পরস্পারের কার্য্যের উপর অপরি-হার্য্যরূপে নির্ভর করিতেছে। মানবপ্রকৃতির সার্ব্বজনীন মৌলিক ভাব সমূহ এই সকল সুখ সচ্ছন্দতা ও কল্যাণ বিধায়ক নিয়মাবলীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত ও আবদ্ধ রহিয়াছে। হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষ ও অভিজ্ঞতার ফলে মানব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে যে ঐ সকল নিয়মের বশবর্ত্তিতায় স্বকীয় ও পরকীয় সুখসচ্ছন্দতা ও কল্যাণ লাভ হয়, এবং তাহার লঙ্ঘনে সে সকলের দারুণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া তদ্বিপরীত নানাবিধ ক্লেশ, অসুবিধা ও অবনতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

মানব অন্তরের কর্ত্তব্যজ্ঞান বংশপরম্পরা ক্রমে বিকসিত হইয়া দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে এবং তাহাকে নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থজনক কার্য্যে অধিকতর নিয়োজিত করিয়াছে। এইরূপে বহু যুগ পরম্পরায়, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মানব সমাজের ক্রম সংগঠন সাধিত হইয়াছে এবং

সার্ব্বভৌমিক নৈতিক নিয়মাবলী ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া সমাজে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ঐ সকল সার্ব্বভৌমিক নৈতিক নিয়মের জ্ঞান ও তাহাদের অনুসরণ এক্ষণে মানবের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল সার্ব্বভৌমিক সাধারণ নীতির লঙ্ঘন করিলে, মানব ব্যক্তিগত জীবনে অশেষবিধ দুর্গতি ও ক্লেশভোগ করে এবং মানব সমাজের চরম লক্ষ্যস্থানীয় নির্বৃতির পথে বিলক্ষণ বাধা উৎপন্ন করিয়া ইহাকে অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে। স্বীয় আলয়ে স্বাস্থ্যের অনিষ্টজনক পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে, মানব যে কেবল স্বকীয় ও পারিবারিক দৈহিক স্বাস্থ্যকেই বিনষ্ট করে তাহা নহে, কিন্তু তাহার প্রতিবেশিগণও তদ্দারা যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য নিয়মের বিপরীত কার্য্যদ্বারা একজন গৃহস্থের আলয়ে বিষময় ব্যাধি সমুৎপন্ন হইলে, কেবল যে উহা তাহার ও তদীয় পরিবারের বিষম ক্লেশ জন্মায় ও পরিণামে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া ক্ষান্ত হয় তাহা নহে, কিন্তু অচিরেই প্রতিবেশিগণের গৃহে গৃহে ঐ রোগ সঞ্চারিত হইয়া, সংক্রামকব্যাধিরূপে সমগ্র গ্রাম অথবা নগরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং শত শত নিরপরাধ বালক, বদ্ধ, যুবা,নরনারীর সুখ সচ্ছন্দতা নষ্ট করিয়া,অবশেষে হয়ত অকালে তাহাদের জীবনের উচ্ছেদ সংঘটন করে। সত্য, ন্যায়, মিতাচার প্রভৃতি নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনেও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের তুল্য ফল অবশ্যম্ভাবী। স্থিরচিত্তে মানবের নৈতিক প্রকৃতি ও মানব

সমাজের নৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরেই উপলব্ধি হইবে যে ব্যক্তিবিশেষের পাপাচার ও অসদ্দৃষ্টান্তের ফল কেবল যে তাহার স্বকীয় জীবনে ও তাহার বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া ভাবিবংশসমূহের নৈতিক প্রকৃতির দুর্ব্বলতা সাধন করে তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র সামাজিক জীবনেও পরিব্যাপ্ত হয় এবং জাতীয় জাবনকেও অধিকার পূর্ব্বক, তাহার নৈতিক বন্ধনকে শিথিল করিয়া সময়ে সময়ে তাহার উচ্ছেদ সংঘটন করিয়া থাকে। কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, সিন্ধু সলিলে যদ্রূপ এক খণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তৎসমুৎপাদিত বৃত্তাকার তরঙ্গের আন্দোলন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে বিশাল বারিধি বক্ষে প্রসারিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ব্যক্তি বিশেষের একটী সামান্য নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষুদ্র তরঙ্গান্দোলনও বিশাল মানব সমাজবক্ষে অনন্ত কাল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। মানবজাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। বস্তুতঃ স্বার্থ ও সুখাসক্তিপ্রণোদিত হইয়া, স্বকীয় ও পরকীয় উচ্চতর জীবনের বিকাশ ও কল্যাণ বিধায়ক, সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার মানবের কোনও অধিকার নাই, কিন্তু তাহার অন্তরের স্বাভাবিক নৈতিক ভাব সমূহের যথাযথ চালনা দ্বারা, মানব সমাজকে তাহার লক্ষ্যভূত চরম কল্যাণের অভিমুখে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত রাখিতে প্রত্যেক মানবই কর্ত্তব্যবদ্ধ এবং দায়ী।

অতঃপর স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে মানব কেবল আপনার জন্য সংসারে আগমন করে নাই। যথেচ্ছ আহার বিহারে, শারীরিক প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে সে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে নাই, অথবা স্বীয়স্বার্থদৃষ্টি-প্রকাশিত স্বকীয় পরিবার মাত্রের সংকীর্ণ সীমা মধ্যে আপনার কার্য্যকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার অমূল্য জীবনের অবসান করিতে আসে নাই, কিন্তু তদপেক্ষা কোন মহত্তর লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত এই কোটী কোটী জনতরঙ্গপূর্ণ বিশাল সমাজ সমুদ্রের মধ্যে একটী তরঙ্গ রূপে সমুত্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই প্রকাণ্ড মানব সমাজ দেহের একটী বিশেষ অঙ্গ। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যদ্রূপ ইহার কোনও অবয়ব জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না, অচিরেই বিশীর্ণ হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক অস্তিত্ব মানব সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কখনও থাকিতে পারে না। মানব যেমন আপনি আপনার জীবনের রচয়িতা নহে, তেমনই সে আপনার কার্য্যের আপনি নিয়ন্তাও নহে। তাহার কার্য্য, চরিত্র ও জীবন বিবিধ কর্ত্তব্যের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।

অষ্টম অধ্যায়।

কর্ত্তব্য পরায়ণতা, সাহস ও তেজস্বিতা।

এইরূপে প্রখর চিন্তালোকে মানবপ্রকৃতি সমালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ কর্ত্তব্য নিচয় মানবের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পিতা মাতা, পুত্রকন্যা, ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, প্রভু ভৃত্য, আত্মীয় সুহৃদ, রাজা প্রজা, ও প্রতিবেশিগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য বন্ধনে সুদৃঢ় আবদ্ধ। দৃঢ় নিষ্ঠা অবলম্বনে সকলের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপর, গৃহ, গ্রাম, নগর, রাজ্য, জাতি প্রভৃতির অস্তিত্ব ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। মহাত্মা সেণ্টপল বলিয়াছেন "তোমরা সকলের প্রাপ্য প্রদান কর। যাঁহার রাজস্ব প্রাপ্য তাঁহাকে রাজস্ব প্রদান কর; যাঁহার শুল্ক প্রাপ্য তাঁহাকে শুল্ক দান কর; যাঁহাকে ভয় করা উচিত তাঁহাকে ভয় কর; এবং যাঁহার সম্ভ্রম প্রাপ্য তাঁহাকে সম্ভ্রম প্রদান কর। কাহারও কোনও বস্তু অদেয় রাখিও না, কিন্তু পরস্পরের সহিত প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হও। কারণ যে অন্যকে প্রীতি করে সেই বিধাতার ইচ্ছা পালন করে।" জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবের সমস্ত জীবন বিবিধ কর্ত্তব্যদ্বারা পরিবেষ্টিত। কর্ত্তব্যের আদেশে সমস্ত জীবন যাপন করাই মানব জীবনের প্রকৃত গৌরব।

অটল কর্ত্তব্যজ্ঞান মানব চরিত্রের শিরোভূষণ স্বরূপ। ইহাই মানবকে মহত্ত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করে। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবে মানব সংসার ক্ষেত্রে পদে পদে স্খলিতপদ ও বিড়ম্বিত হয় এবং দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ প্রলোভন ও প্রতিকূল অবস্থা-পরম্পরার আঘাতে অচিরেই অধঃপতিত হইয়া থাকে। কিন্তু নিরতিশয় দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ত্তব্য জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক সাহসী ও বলবান্ হইয়া শত সহস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও অটল ভাবে জগদ্বক্ষে দণ্ডায়মান থাকে। কর্ত্তব্যজ্ঞানরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলে শক্তি সামর্থ্য, জ্ঞান বুদ্ধি, প্রেম সহৃদয়তা, সুখ সচ্ছন্দতা প্রভৃতি কিছুই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবে মানবের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রখর বুদ্ধি তাহাকে বিপথগামী করে, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীন মানবহৃদয়, কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় প্রলোভনের প্রবল আবর্ত্তে পতিত হইয়া নিয়তই ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ইচ্ছাশক্তি মানবকে ঘটনা ও প্রবৃত্তির ক্রীতদাস করিয়া, গভীর হইতে গভীরতর পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে থাকে। কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিচ্যুত মানব বায়ু-বিতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সুখ দুঃখের তাড়নায় নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় অন্ধভাবে সংসারে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় স্থির আলোকে স্বীয় লক্ষ্য পথে অটল হইয়া থাকেন। সুখ বা সম্পদ, দুঃখ বা বিপদ্, ব্যাধি বা দারিদ্র্য, মৃত্যু বা শোক, কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয়

না। কর্ত্তব্য জ্ঞানই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট ব্যক্তি অন্যান্য সহস্র বিষয়ে মানব বুদ্ধিকে বিস্ময়ান্বিত ও মানব হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেও অচিরেই জন সমাজের নীরব অশ্রদ্ধার ভাজন হইয়া উঠে এবং কেহই তখন তাহার বাক্য বা উপদেশের সমাদর বা তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে না। কর্ত্তব্যে স্থিরনিষ্ঠ, মহাশয় ব্যক্তি মানবজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ পূর্ব্বক জনসাধারণের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্দীপনা করিয়া দেন। সমুদয় জগৎ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং তাঁহার কার্য্যের উপর অপকট বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়া থাকে।

একদা সাগরবক্ষোবাহী কোনও বাষ্পীয় পোতে অকস্মাৎ অগ্নিদাহ উপস্থিত হয়। জাহাজের কোন্ অংশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, কেহই তাহার নির্ণয় পূর্ব্বক অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং বহ্নি বিবিধ বস্তুর উপর দিয়া প্রধূমিত হইয়া প্রবল পরাক্রমে সমগ্র জাহাজে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। আরোহিগণ জীবন নাশ ভয়ে, বিমূঢ় চিত্তে ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল উত্থাপিত করিল। সেই বাষ্প-তরীর অধ্যক্ষ, সংযত চিত্তে স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বিচলিত হইতে নিষেধ করিলেন এবং প্রত্যেককে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অটল হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য প্রাণপণে সম্পাদন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনতিবিলম্বেই অগ্নি লোল রসনা বিস্তার পূর্ব্বক জাহাজের যন্ত্র-গৃহে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই ক্ষুদ্র

স্থানকে অচিরেই ধূমে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ প্রতপ্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু যন্ত্র চালক সেই প্রধূমিত ও প্রজ্বলিত হুতাশনসমাকীর্ণ গহ্বর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অটল ভাবে স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। সন্নিকটেই সমুদ্রের তীরভূমি নয়ন গোচর হইতেছে; আরোহিগণ সোদ্বেগ নেত্রে কূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, আর কয়েক মুহূর্ত্ত চালনা করিলেই জাহাজ তীরে সংলগ্ন হইবে। অধ্যক্ষ জাহাজের উপরিভাগ হইতে তীব্র কণ্ঠে যন্ত্রচালককে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,তিনি সেই গহ্বর হইতে আশ্বাস দিতেছেন "আশঙ্কা নাই, যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।" ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত ও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইলেন না। অবিলম্বে জাহাজ কূলে উত্তীর্ণ ও আরোহিগণের মধ্যে আনন্দসূচক জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। কয়েকজন কর্ম্মচারী সত্বর গমনে যন্ত্রচালককে সেই ভীষণ বিপৎসঙ্কুল গহ্বর হইতে বাহিরে আনয়ন করিলে দেখা গেল যে তিনি কর্ত্তব্য-শ্রম ও দাহ-যন্ত্রণায় হতচেতন-প্রায় হইয়াছেন। আর কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই তাঁহার শ্বাসাবরোধ হইয়া জীবননাশ ঘটিত। এই ব্যক্তির দৃঢ়কর্ত্তব্য-পরায়ণতার জন্য শত শত বিপন্ন আরোহীর জীবন রক্ষা হইল। তিনি সংসারের দৃষ্টিতে সামান্য বৃত্তি-ভোগী নিম্নশ্রেণীর একজন যন্ত্রচালকমাত্র হইলেও, এই স্বার্থত্যাগী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাত্মা ব্যক্তির সম্মুখে মুকুটধারী রাজ্যেশ্বরকেও সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে নতজানু হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্ত্তব্য হৃদয়ের ভাবমাত্র নহে। মানবের হৃদয়ের ভাবনিচয় নিয়ত জলবুদ্বুদের ন্যায় হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যাইতেছে। কর্ত্তব্য তৎসদৃশ ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদমাত্র নহে, কিন্তু ইহা মানব মনের স্থায়ী উন্নত সংকল্প শক্তি। ইহা হৃদয়ের ভাব, উদ্যম, তেজ, উৎসাহ, আশা, আনন্দ, সহৃদয়তা প্রভৃতিকে সজীবতায় অনুপ্রাণিত করিয়া মানবকে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালনপূর্ব্বক পরিণামে তাহাকে চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

কর্ত্তব্য সত্যের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহারে সত্যকে সাদরে রক্ষা করিয়া চলেন। সত্যই মানব চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সত্যপরায়ণতা কর্ত্তব্যের অস্থি মজ্জা, সাধুতা ইহার শোণিত ও সরলতা ইহার সৌন্দর্য্য। মিথ্যাদ্বারা কখনও জগৎ শাসিত ও পরিচালিত হইতে পারে না। কি গৃহ, কি সমাজ, কি রাজ্য সমুদায়ই সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তিতে পরিচালিত হইতেছে। সত্যই মানব সমাজের গ্রন্থি রজ্জুস্বরূপ। মানবগণ পরস্পরের বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহারের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে সমাজ মধ্যে বাস করিয়া থাকে। সত্য ব্যতীত, আদান প্রদান, ব্যবসায় বাণিজ্য, সুখ শান্তি, ধন প্রাণ কিছুই নিরাপদে সম্পাদিত ও রক্ষিত হইতে পারে না। সত্যকে পরিত্যাগ করিলে জনসমাজে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ কিছুই লাভ হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন :—

"সত্যহীনা বৃথা পূজা, সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥"

অর্থ :—উষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায়, সত্যহীন পূজা, সত্যহীন জপ ও সত্যহীন তপস্যা বৃথা হইয়া থাকে। পুনরপি :—

"নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ ন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥"

অর্থ :—সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এবং মিথ্যা হইতেও গুরুতর পাপ আর কিছু নাই। অতএব একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করা মানবগণের কর্ত্তব্য।

অসত্য অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু তথাপি অনেকেই অসত্যাচরণকে নিতান্ত লঘু বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহা নিরতিশয় লজ্জার বিষয় যে অনেক বিদ্বান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অসত্যকে দোষাবহ মনে করেন না। অসত্যাচরণ দ্বারা, বিত্তোপার্জ্জন করা দূরে থাকুক পরোপকার করাকেও শ্লাঘনীয় বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত, কুসংসর্গপরায়ণ নীচাশয় ব্যক্তিগণ যদি অসত্য ও প্রবঞ্চনা অবলম্বনে জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের অজ্ঞানতা ও বিকৃত প্রকৃতির প্রতি কৃপার উদয় মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণে অর্থোপার্জ্জন-

পূর্ব্বক সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত অনুভব করিতে দেখিলে সাধু ও সরলচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে দারুণ ক্ষোভ ও ক্লেশের সঞ্চার হইয়া থাকে। তাঁহারা যে মিথ্যাচরণ দ্বারা স্বীয় আত্মার সর্ব্বনাশ সাধন করেন, এবং অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতারিত করেন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বংশধর ও পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনগণের নৈতিক চরিত্রের মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। তাহারা নীরবে তাঁহাদের মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনার অনুকরণ দ্বারা স্ব স্ব জীবনে দুর্নীতি বিষের প্রবাহকে প্রবলতর করিয়া থাকে!

মিথ্যাকে জীবনের এক প্রান্তেও একবার অধিকার প্রদান করিলে, উহা ক্রমে ক্রমে সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পরিশেষে সত্যে ও অসত্যে আর কোন প্রভেদ জ্ঞান থাকে না। নৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হইলে মিথ্যাই মানবের স্বভাব হইয়া যায়। মানব প্রকৃতি তখন এতাদৃক্ বিকারগ্রস্ত হয় যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাতেই সে আনন্দলাভ করে এবং সত্যাবলম্বনে সাংসারিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার দুঃখ, ক্ষোভ ও অনুশোচনার সীমা থাকে না!

অসত্য নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জন সমাজে বিচরণ করিতেছে। কপটতা, অতিরঞ্জন, ছলনা, স্বার্থযুক্ত বাক্য, কল্পনা প্রভৃতি অতর্কিত ভাবে, অতি সূক্ষ্ম আকারে, অজ্ঞাতসারে মানবের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব অবহিত

চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাভাব ও মিথ্যাচরণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সত্যাচরণ করিতে প্রত্যেকেরই বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে সত্যকে অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করেন। সাংসারিক ক্ষতির কথা দূরে থাকুক, জীবন নাশ-ভীতিও তাঁহাকে সত্যের আসন হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট যখন অসাধারণ তেজঃপ্রভাবে স্বদেশবাসিগণকে দলে দলে স্বীয় প্রচারিত নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিরোধিগণ, রাজ-দ্রোহী বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধি সমীপে অভিযোগ আনয়ন করিল। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া বিচা-রার্থে আনয়ন করিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা তাঁহার উদ্দেশে বহির্গত হইয়া নগরের নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যীশু তখন পর্ব্বত শিখরে নির্জ্জনে ধ্যান ধারণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার এক কৃতঘ্ন শিষ্য উৎকোচের বশীভূত হইয়া কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল। তাহারা এইরূপে যীশুর সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক তৎসকাশে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তুমিই কি সেই যীশু যে নবধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক লোক দিগকে বিপথগামী করিতেছে।" যীশু বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশের চক্রান্ত করিতেছে। কিন্তু তিনি

তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তোমরা যাহার কথা বলিলে আমিই সেই ব্যক্তি!" অবিলম্বে রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধিসমীপে আনয়ন করিল এবং অন্যায় বিচারে নিদারুণ অপমান ও অত্যাচারের সহিত তাঁহার প্রাণদণ্ড ঘটিল। তথাপি তিনি সত্যবাক্য বলিতে ভীত হইলেন না।

কাহাকেও কোনও বিষয়ে বাক্যদান করিলে অর্থাৎ কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলে প্রাণপণ করিয়া যথাসময়ে ও যথাবিধানে তাহা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বার্থানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেই কাপুরুষের উপর সংসারের কোনও ব্যক্তিই নিরাপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। সেই চঞ্চলমতি শিথিলচিত্ত ব্যক্তি জনসমাজে নিন্দার্হ হইয়া বাস করে, এবং স্বীয় অন্তর মধ্যে কর্ত্তব্যলঙ্ঘন জন্য, বিবেকের তীব্র তিরস্কার ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ সাধুসংকল্প ব্যক্তি প্রাণপণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত অন্তরে বিমল আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করেন এবং জনসমাজের সম্মান ও বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে,
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

অর্থঃ—সূর্য্যও যদি কখনও পশ্চিমদিকে উদিত হয়, পদ্মও

যদি কখনও পর্ব্বত শিখরে প্রস্ফুটিত হয়, সুমেরু পর্ব্বতও যদি কখনও বিচলিত হইয়া যায় এবং অগ্নিও যদি কখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয় তথাপি সজ্জনের বাক্য কদাপি বিচলিত হয় না। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা পালনের এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী জীবন বৃত্তান্ত হিন্দুমাত্রেরই পরম আদরের সামগ্রী ও শোকদুঃখপূর্ণ অন্ধকারময় জীবনে আশার আলোক স্বরূপ।

আমরা অনেক সময় আমাদিগের নৈতিক দুর্ব্বলতাকে মনে মনে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকি যে মহাজনগণের জীবন মানব সাধারণের আদর্শ স্বরূপ। তাঁহাদিগের চরিত্রে যে সমুজ্জ্বল-ভাবে সত্যের প্রকাশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহাদের অটল সত্যনিষ্ঠা আমাদিগের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জীবনে কদাচিৎ সম্ভব নহে। কিন্তু সাধারণ মানবের চরিত্রে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত দেখিলে আমরা যাদৃশ বিস্মিত ও প্রীত হই, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে সেইরূপে সত্যনিষ্ঠ করিবার জন্য তাদৃশ আশান্বিত ও চেষ্টিত হইয়া থাকি। অটল সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যেও নিতান্ত বিরল নহে।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত রাণাঘাট নিবাসী নিম্নশ্রেণী সমুদ্ভূত কৃষ্ণপান্তির সত্যনিষ্ঠা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত বণিক্ ছিলেন। তিনি কিছু মাত্র লেখাপড়া জানিতেন না। এমন কি তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেবল ব্যবসায়ের উন্নতি দ্বারাই তিনি ভূরি ভূরি

অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং স্বীয় বংশধরগণের নিমিত্ত প্রভূত ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাণাঘাটের বিখ্যাত পালচৌধুরীগণ তাঁহারই বংশোদ্ভব। বিষয় বিভাগ দ্বারা সেই বিস্তীর্ণ পরিবার অধুনা অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী হইয়া পড়িলেও, নদীয়া জিলায় ও রাণাঘাটে তাঁহাদের প্রশস্ত ভূম্যধিকার ও মানসম্ভ্রম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণপান্তি মহাশয় কেবল সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণেই এই বিপুল বিভব সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণপান্তি মুখ হইতে একবার যে বাক্য উচ্চারণ করিতেন তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। কলিকাতায় তাঁহার ব্যবসায়ের "গদী" ছিল। একদা তিনি কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘটে গমন করিতেছিলেন। রাত্রিকালে পথিমধ্যে এক দল জলদস্যু তাঁহার নৌকা আক্রমণ পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। তিনি দস্যুদিগকে কহিলেন "তোরা এখন যা, কলিকাতায়, আমার গদীতে যাস্ তোদের বক্সিস্ দিব।" দস্যুগণ তাঁহার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়াছিল। তাহারা সেই "পাঁচীধুতী" পরিহিত কৃষ্ণকায় ব্যবসায়ীর অঙ্গীকারের উপর অকপট বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার নৌকা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে তাহারা একদিন তাঁহার গদীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গীকৃত "বক্সিস্" প্রার্থনা করিল।

তিনি তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে খাজাঞ্চিকে আদেশ করিলেন। তাহাদিগকে অর্থদানে বিদায় করিয়া খাজাঞ্চি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অর্থ কি কারণে ব্যয় হইয়াছে লিখিব?" তখন কৃষ্ণপান্তি তাঁহার বাটী গমনকালে পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং তাহাদিগকে অর্থদানের অঙ্গীকার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, খাজাঞ্চি মহাশয় যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং দস্যুদিগের প্রতি এরূপ অঙ্গীকার পালনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও এই দস্যুদলকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন যে যখন তিনি তাহাদিগকে অর্থ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তখন তাহা পালন করিতেই হইবে। যে নিষ্ঠীবন মুখ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা আবার কি প্রকারে সেই মুখে পুনর্গ্রহণ করিবেন? পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি কিরূপ মহাত্মা ব্যক্তি, তস্কর দস্যুগণও যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতায় নিঃসন্দেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে!

এ সংসারে ধর্ম্মেরই জয় হয়, সত্যেরই জয় হয়, সাধুতারই জয় হয়, অধর্ম্ম ও অসত্যের জয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অসাধু ব্যক্তি আপাততঃ ধর্ম্মের চক্ষে ধূলি প্রদান পূর্ব্বক, অসাধু কার্য্য, প্রবঞ্চনা ও কপটাচার দ্বারা জন সমাজে যশঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিলেও, সে নিয়তই আপনার নিকট আপনি ধরা পড়ে এবং পরিণামে নিশ্চয়ই তাহার পতন হইয়া থাকে।

স্বর্ণ মণ্ডিত পিত্তল পাত্রের ন্যায় তাহার মলিন ও হীন চরিত্র শীঘ্র অথবা বিলম্বে জন সমাজের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহার অসদুপায়লব্ধ যশঃ প্রতিষ্ঠা শরৎ কালের অভ্রজালের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিচ্ছিন্ন ও বিলীন হইয়া যায়। তখন যশের পরিবর্ত্তে নিন্দা, সুখ্যাতির পরিবর্ত্তে কলঙ্ক, বন্ধুত্বের পরিবর্ত্তে বৈরিতা, আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে ঘোর নির্জ্জনতা তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে জন সমাজের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া নির্জ্জনে অনুতাপিত চিত্তে আপনার প্রতি আপনি কৃপা দৃষ্টি করিতে করিতে পুনরায় সাধু চরিত্র ও সাধু সহবাস আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

এ সংসারে সাধারণের বিশ্বাস ভাজন হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস ও প্রীতি ভাজন সাধুব্যক্তিই জন সমাজের মুখ পাত্র হইয়া থাকেন। জন সাধারণ তাঁহাকেই সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহারই উপরে জীবন মরণ সংশ্লিষ্ট গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করে এবং বিবাদ কলহ, ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যার বিচার ও মীমাংসার জন্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি যে কার্য্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন লোকে একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত, নিশাশেষে পূর্ব্ব গগনে দিনকর প্রকাশের ন্যায়, তাঁহার নিকটে যথা সময়ে সেই কার্য্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকে; দুঃখে বিপদে তাঁহারই নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁহারই পরামর্শ ও

আশ্বাস বাক্যে আস্থা স্থাপন করে এবং স্বদেশের কল্যাণ ও গৌরবজনক কার্য্যে সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকেই শীর্ষস্থানীয় রূপে বরণ করিয়া থাকে। তিনি দরিদ্র হইলেও তাঁহার নৈতিক সম্ভ্রম ও চরিত্র গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। জনসমাজ তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, হিতকারী বন্ধু রূপে বিপদে দুর্দ্দিনে তাঁহাকে রক্ষা করে এবং তাঁহার আনন্দ ও সুখে অকপট আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অসাধুজন ঈদৃশ সম্ভ্রম ও সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া, অসাধুতার গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধু ব্যক্তির সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে এবং আপনার হীনাবস্থা দর্শনে ম্লান মুখে, অসুখী চিত্তে, পরিতাপিত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে থাকে। চরিত্র বিহীন, আত্ম সম্মান বিহীন, সাধুতা বিহীন ব্যক্তিকে ধন ও অস্থায়ী সম্ভ্রমের মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান করিয়া দিলে সে অল্পদিন মাত্র সেখানে আসীন হইয়া আশার অহঙ্কারে আত্মবিস্মরণপূর্ব্বক, মৃদু মৃদু হাস্য করিতে থাকে। পরে সম্পদ ও সম্ভ্রমের অবসানে পুনরায় ভীরু শৃগালের ন্যায় জনতাবগ্যে লুক্কায়িত হইয়া আপনার লজ্জা সম্বরণ করে। কিন্তু সাধুব্যক্তি আপনার সাধুতার তেজে আপনিই উজ্জ্বল হইয়া থাকেন, আপনার আত্মসম্মানে আপনিই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আপনার চরিত্রের সৌন্দর্য্যে আপনিই শোভা পাইতে থাকেন এবং জীবনে মরণে জনসাধারণকে আপনার সাধুজীবনের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। অসাধু ব্যক্তি ধন সম্পদ ও চাটুকারগণকে ন্যায় বলাবক্রম স্বরূপ মনে

করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিলেও উহারা বালুকারাশির ন্যায় তাহার চরণতল হইতে নিরতই পরিভ্রষ্ট হইয়া তাহাকে ভাতি চকিত ও বিব্রত করিয়া থাকে। কিন্তু সাধুব্যক্তি অজেয় ও অক্ষুণ্ণ সাধুতার সমুন্নত অচলশিখরে স্বীয় ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার আর পরাজয় বা বিনাশের ভয় নাই।

সাধুতা পরিচ্ছদের ন্যায় অভিলাষানুসারে পরিধান বা উন্মোচন করিবার, অথবা স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে সাময়িকরূপে ব্যবহার করিবার সামগ্রী নহে। জীবদেহের রক্তাধার-সঞ্চিত শোণিতস্রোত যদ্রূপ প্রতিনিয়ত সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হইয়া ইহার গঠন, পোষণ ও লাবণ্য বিধান করে, তদ্রূপ সাধুতা মানব হৃদয়ের নিগূঢ় শক্তিরূপে প্রতিনিয়ত তাহার ইচ্ছা ও সংকল্পের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া, চরিত্রে পুষ্টি ও লাবণ্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তি আপনার সাধুতায় আপনিই সম্মানিত। অসাধু আচরণ করিবার চিন্তাও যদি কদাচিৎ তাঁহার চিত্তপটে উদিত হয়, তবে তিনি আপনার নিকটে আপনি লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। যন্ত্রণা ও অনুতাপে তাঁহার শরীর অবসন্ন এবং নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে।

কোনও বালককে তাহার জনৈক সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কেহই তোমাকে দেখিতে পাইত না, তবে তুমি কতকগুলি ফল আত্মসাৎ করিলে না কেন?" বালক উত্তর করিল, "কেহ

আমাকে দেখিতে না পাইলেও আমি আপনাকে আপনি দেখিতে পাইতেছিলাম।" সাধুতার দৃষ্টি এই প্রকারই তীক্ষ্ণ ও সমুজ্জ্বল।

সার ওয়াল্টার স্কটের সাধুতা ও আত্মসম্মান আদর্শস্থানীয়। তিনি জীবনে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রভূত ঋণজালে বিজড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয় বন্ধুবর্গ চাঁদা দ্বারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল ঋণ পরিশোধে সহায়তা করিবার প্রস্তাব তাঁহার নিকটে উপস্থিত করেন। তাহাতে স্কট সম্ভ্রম ও আত্মসম্মানের সহিত উত্তর করিলেন, "না, আমার দক্ষিণ হস্তের পরিশ্রমের দ্বারাই আমার সমস্ত ঋণের পরিশোধ হইবে।" এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত তিনি অনন্যভাবে অসাধারণ পরিশ্রম পূর্ব্বক রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐ সকল গ্রন্থ চিরস্মরণীয় ও পরম আদরের সামগ্রী। ঐ সকল গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহার উত্তমর্ণগণের নিকটে প্রেরিত হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যদি আমার উত্তমর্ণগণের সন্তোষ বিধানে সমর্থ না হইতাম, এবং সাধুতা ও সম্ভ্রমের সহিত আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি বলিয়া অনুভব না করিতাম, তাহা হইলে আমি কদাচ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে পারিতামনা। আমার সম্মুখে সুদীর্ঘ নীরস পথ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা আমাকে অক্ষুণ্ণ সুখ্যাতির অভিমুখেই অগ্রসর করিতেছে। যদি আমি নিরাশ্রয় হইয়াও কাল-কবলে পতিত হই, (এবং তাহার সম্ভাবনাও যথেষ্ট দেখিতে পাইতেছি)

তথাপি আমি। আমার সহিত সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের সন্তোষ ও আমার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রসাদ লাভ করিতে পারিব।” তাঁহার সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিশ্রমের ফলে ক্রমশঃ তাঁহার ঋণ ভারের লাঘব হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে আর কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিতে পারিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হইয়া স্বাধীন ও সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সে সুখ আর ঘটিলনা। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যু শয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি একজন বহুগ্রন্থ প্রণেতা। কিন্তু আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রীতিকর চিন্তা যে আমি কোন ব্যক্তির বিশ্বাস বিচলিত করিতে বা কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বিফল করিতে কখনও প্রয়াস পাই নাই, এবং আমি এমন কিছু লিখি নাই যাহা আমি আমার মৃত্যু শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করিব।”

তাঁহার জামাতা লকহার্টকে তিনি এই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়া যান,—“লকহার্ট, তোমাকে কিছু বলিবার আর আমার মুহূর্ত্তমাত্র অবকাশ আছে। প্রিয় বৎস, গুণশালী হও, ধর্ম্ম পরায়ণ হও, সাধু হও। যখন তুমি এইরূপে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিবে, তখন আর কিছুতেই তোমাকে আনন্দ দিতে পারিবে না।” “লকহার্ট” স্কটের উপযুক্ত জামাতা ছিলেন। বহুবৎসর পরি-[illegible]য়া তিনি স্কটের জীবনচরিত রচনা করেন এবং তাহার [illegible]লব্ধ অর্থের কপর্দ্দকও স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া শ্বশুরের

উত্তমর্ণগণের নিকটে সমুদায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধেও কথিত আছে যে বিধবা-বিবাহ প্রচার কার্য্যে তাঁহার অনেক ঋণ হয়। তাঁহার বন্ধুগণ চাঁদা তুলিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহা-দিগকে নিষেধ করেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন।

সাধুতাই মানব জীবনের প্রথম এবং শেষ সম্পত্তি। যদি যশ চাও—সাধুতাকে আশ্রয় কর। যদি সুখ চাও, সাধুতাকে হৃদয়ে স্থান দান কর। যদি জীবনে ও মরণে শান্তি প্রার্থনা কর, এবং ইহপরলোকে অমর হইবার বাসনা রাখ—তবে জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধুপথ আশ্রয় করিয়া চল। সাধুতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিকুশলতা।

সত্য ও সাধুতা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করা ভিন্ন সত্য ও সাধু আচরণ হইতে পারেনা এবং তদ্ব্যতীত কর্ত্তব্যেরও কোন অর্থ থাকেনা। কর্ত্তব্য, সত্যের ন্যায় ন্যায়ের উপরেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। যাহার যে সামগ্রী পাওয়া উচিত, যাহার যে সুখ বা সুবিধা পাওয়া উচিত, যাহার যে পুরস্কার বা দণ্ড পাওয়া উচিত, তাহাকে যথাযথ রূপে তাহা প্রদান করার নাম ন্যায়ানুগত ব্যবহার। যদি কেহ কোনও অপকর্ম্ম করে তবে তাহার যে দণ্ড ব্যবস্থা আছে তাহার প্রতি তাহাও অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। ছলে বলে

অথবা কৌশলে পরস্ব আত্মসাৎ পূর্ব্বক যে মুট় বাহ্য ব্যবহারে আপনাকে সত্যাবলম্বী সাধু বলিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিতে চাহে, ধরণীবক্ষে তাহার ন্যায় নরাধম আর কেহ নাই। দীন দরিদ্র ব্যক্তি মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মুষ্টিমেয় অন্ন সংগ্রহ করিয়া তাহার একান্ত মুখ প্রত্যাশী ভার্য্যা ও অপত্য গণের ক্ষুধা নিবারণ করিবে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছে—অমনি বিলাসপরায়ণ ধনবানের ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছে! আশ্রয় ও অভিভাবকবিহীনা বিধবা স্বামি-পরিত্যক্ত যৎ কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তির আয়ে স্বীয় অপোগণ্ড শিশুগুলিকে কষ্টে সৃষ্টে প্রতিপালন করিতেছে—অমনি নীচাশয় ধনাঢ্যব্যক্তি কপট সহৃদয়তা ও আত্মীয়তার ছলনাময় সরল হাস্যে তাহার সেই সম্পত্তি আত্মসাৎপূর্ব্বক, অনাথা বিধবাকে অধিকতর অনাথ করিয়া শিশু সন্তান সহ পথের ভিখারী করিয়া দিতেছে! দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোনও সহৃদয় ব্যক্তির নিকটে কিঞ্চিন্মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, একমাত্র পুত্রকে আশানুরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছে, অমনি ধনবান্ প্রতিবেশী বৃত্তিদাতার কর্ণে গৃহীতার অযথা নিন্দাবাদ বর্ষণ পূর্ব্বক তাহার চিত্ত বৈলক্ষণ্য ঘটাইয়া দিল এবং আপন প্রিয় চাটুকারের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের দুষ্ক্রিয়ার সহায়তার জন্য সেই বৃত্তি তাহাকে প্রদান করাইল। ঈদৃশ স্বার্থান্ধ, নীচাশয়, পরভাগ্যান্বেষী দুর্ম্মতি ব্যক্তিগণের [illegible] অন্যায়াচরণ দ্বারা যে কি পুরুষার্থ সাধিত হয় তাহা [illegible]রাই বলিতে পারে।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মোহ মুদ্গর নামক ক্ষুদ্র কাব্যে বলিয়াছেনঃ—

যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং।

অর্থঃ—স্বীয় পরিশ্রমে যে অর্থ লাভ করিতে পার তদ্দ্বারাই আপন চিত্তের বিনোদন কর।

মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেনঃ—

যে ব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করে সে সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়।

বাস্তবিক আপনার শক্তির যথাযথ ব্যবহার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন পূর্ব্বক স্বকীয় ও পারিবারিক সুখ সন্তোষ সাধনে যে বিমল আনন্দ লাভ করা যায়, পশুর ন্যায় অন্যায়াচারী ব্যক্তিগণ তাহার এক কণিকারও আস্বাদ গ্রহণে কদাপি সমর্থ হয় না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আপনার আত্মাকে ন্যায়পথে পরিচালন পূর্ব্বক, সমগ্র জগতের কল্যাণকামনায় হিতানুষ্ঠান করিয়া সংসারের হৃদগত আশীর্ব্বাদ ও অতুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

আবার অন্যদিকে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও অনেক সাধুব্যক্তি অপরাধীর প্রতি ন্যায় দণ্ডবিধানে ভীত ও পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। কেহ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাঁহার অনিষ্টসাধন করিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত তাহাতে

বিষম ক্লেশই উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা দয়া পরবশ হইয়া অপরাধীকে নানা মিথ্যা যুক্তি বিচারে নিরপরাধী সপ্রমাণ পূর্ব্বক তাহাকে ন্যায়দণ্ড বিধান হইতে মুক্তিদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ দয়াকে তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এবম্বিধ দয়ার আচরণে মানব হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু সত্য ও ন্যায় তাহাতে চরিতার্থ হয় না এবং মানবের উচ্চতর ধর্ম্মবুদ্ধিকে তদ্দারা খর্ব্ব করা হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে রোমনগরে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমীয় বীরগণ কথায় কথায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত ও নিহত করিতে সমর্থ হইতেন তিনি স্বীয় বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ নিহত ব্যক্তির পরিচ্ছদ, অসি, উষ্ণীষ প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক যোদ্ধৃমণ্ডলী মধ্যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করিতেন। রোমীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই কুপ্রথা অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। অবশেষে যখন ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট টাইটস্ মেনিলাস্ রোমের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন এই নৃশংসরীতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক হৃদয় ব্যথিত করিল। এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রথা রোম রাজ্যের বলক্ষয় ও উচ্ছেদ সাধনের এক প্রধান কারণ ইহা উপলব্ধি করিয়া টাইটস্ অবিলম্বে রাজ্য মধ্যে এই আদেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "অতঃপর যে কেহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে রাজবিধি অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই রাজবিধি প্রচারিত হইবার কতিপয় দিবস পরে সম্রাট টাইটসের পুত্র একদিবস মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া কোনও কারণে জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, তাহার পরিচ্ছদ, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক, পিতার অনুমোদন ও আনন্দ বর্দ্ধনের আশায় মহোল্লাসে তৎসকাশে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ও উল্লাস অচিরেই নৈরাশ্য ও ঘোর বিষাদে পরিণত হইল। টাইটস স্বীয় তনয়কে অপরাধী স্থির পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে টাইটস্-তনয়ের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইল—পিতা স্বয়ং পুত্রের বিচারকর্ত্তা। তিনি তনয়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক স্নেহার্দ্র স্বরে কহিলেন, "প্রিয় বৎস, আমি লোকের নিকট ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য। আমি আপনাকে কোনও ক্রমে সেই পবিত্র গৌরবের উপযুক্ত মনে করিনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে আমার প্রচারিত বিধি দরিদ্র কৃষক পুত্র ও আমার স্বীয় স্ত্রীপুত্রগণের তুল্যরূপে পালনীয়। আমার প্রচারিত বিধি আমি স্বয়ং লঙ্ঘন করিলেও অপরের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিতে আমি বাধ্য। রোমের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমি যে সমুদায় রাজবিধি প্রচার করিয়া থাকি, রোমবাসিগণের সহিত আমি নিজেও তৎসমুদায় বিধি দ্বারা শাসিত হইতেছি। অতএব, আমি নিজেই যখন শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজা, উভয়ই, তখন তুমি আমার পুত্র হইলেও

ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য। আমি যদি তোমার প্রতি নির্দ্দিষ্ট দণ্ডবিধান করিতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে জন সমাজের চক্ষে হেয় ও বিধাতার নিকট দণ্ডার্হ হইব।" এই বলিয়া তিনি শোকবিগলিত অথচ শান্ত গম্ভীর স্বরে স্বীয় তনয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। সমাগত জন-মণ্ডলী তাঁহার পক্ষপাত শূন্য ন্যায় বিচার দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। টাইটসের পরিবার মধ্যে নিদারুণ শোক-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট্ তাহার মধ্যেও অটল ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আত্মীয় স্বজনের গভীর শোক ক্রন্দন ধ্বনি ও রাজপুত্রের জন্য তাঁহাদের সকাতর প্রাণ-ভিক্ষা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ় মনে বার বার প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তিনি অবিচলিত হৃদয়ে নীরবে পুত্র-শোক যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে টাইটস্-তনয়ের প্রাণদণ্ড হইল। টাইটস্ পুত্রশোকে ঈদৃশ কাতর হইয়াছিলেন যে তিনি কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত শয্যা হইতে উত্থান করিতে সমর্থ হন নাই।

এই অসাধারণ ন্যায় নিষ্ঠার বিবরণ পাঠ করিয়া যেমন একদিকে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, আবার অন্যদিকে তেমনই আমরা হৃদয়ের তৃপ্তির সহিত টাইটস্‌কে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিনা। এই দৃষ্টান্ত অতিশয় উচ্চ ও আমাদিগের আদর্শস্থানীয়। আমরা যাহাতে আমাদিগের ক্ষুদ্র জীবনের বিবিধ দৈনিক কার্য্যের মধ্যে ন্যায়কে অক্ষুণ্ন

রাখিয়া চলিতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

মানব জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য শ্রেণীর উল্লেখ পূর্ব্বক, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নহে। আমরা কেবল দেখাইতে চাহি যে, বিশ্বস্তরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মানব জীবনের যথার্থ গৌরব ও মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। মানবের যাবতীয় কর্ত্তব্য সত্য সাধুতা ও ন্যায়ের উপরে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমরা এই তিনটী মহদ্ গুণের আলোচনা পূর্ব্বক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্ত্তব্যের বিশদ আলোচনা করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি।

কর্ত্তব্যজ্ঞান মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি হইলেও সাধারণতঃ মানব কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত ভাবে চলিতে সমর্থ হয় না কেন ? উজ্জ্বল কর্ত্তব্য জ্ঞান সত্ত্বেও সে স্বীয় লক্ষ্যপথে পদে পদে স্খলিত-পদ হয় কেন ? তাহার কারণ একদিকে মানবের ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতা অন্যদিকে সুখাসক্তি ও রিপুপরতন্ত্রতা; একদিকে সংকল্পের অনিত্যতা ও অন্য দিকে সংসারের শত সহস্র সুখ দুঃখ ময় আকস্মিক ঘটনা পুঞ্জের প্রভাব। একদিকে কর্ত্তব্যের আহ্বান তাহাকে আলস্যের সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত করিয়া উচ্চতর জীবন সংগ্রামে আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে ভোগ-বিলাসাসক্তির মধুর স্বপ্ন, ইন্দ্রিয় সুখের মনোমুগ্ধকর ইন্দ্রজাল তাহার চক্ষে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে গভীর মোহ নিদ্রায় নিমগ্ন করিতেছে। মানবের ইচ্ছা যখন এই সমস্ত

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্বে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন মানব জীবনে পশুভাব সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে জীবনের গৌরব কোথায়? কিন্তু সেই ইচ্ছাশক্তি যখন কর্ত্তব্যের আহ্বানে সম্পূর্ণ সজাগ ও সঞ্জীবিত হইয়া, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-কুলের মস্তকে সবলে পদাঘাত পূর্ব্বক, অজেয় বিক্রমে উচ্চতর লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং শত সহস্র বিপদ ও প্রতিকূল ঘটনারাজির ঝটিকাবর্ত্তকে প্রতিহত করিয়া পরিণামে স্বীয় লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভ করে, তখনই মানব জীবনের প্রকৃত গৌরবজ্যোতিঃ সংসারবক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

কর্ত্তব্যজ্ঞান সুখদুঃখ নিরপেক্ষ। কবিবর লংফেলো কহিয়াছেন "সুখ বা দুঃখ আমাদের জীবনের লক্ষ্য অথবা সাধনা নহে, কিন্তু যাহাতে আমরা প্রত্যহ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি সেই রূপেই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে।"

বাস্তবিক সুখ দুঃখের তরঙ্গমালা প্রতিনিয়ত মানব হৃদয়ের উপর দিয়া এরূপ ঘন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে যে তাহাদিগের কোলাহল ভেদ করিয়া কর্ত্তব্যের আহ্বান শ্রবণ করা মানব সাধারণের পক্ষে নিতান্তই সুকঠিন। আজ হয়ত গৃহে নব কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে আনন্দের শঙ্খধ্বনি কক্ষে কক্ষে নিনাদিত হইতেছে, নৃত্য, গীত, ভোজন বিতরণের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কাল হয়ত অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুশিক্ষিত, নয়নাভিরাম তরুণ বয়স্ক সন্তান পিতা মাতার হৃদয় পিঞ্জর ভগ্ন ও শূন্য করিয়া, তাঁহাদিগকে চির শোকসন্তাপে

নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভবধাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আজ হয়ত গৃহে পরিণয়োৎসব সমুপস্থিত—সুমধুর বাদ্য ভাণ্ডরবে আকাশ ধ্বনিত হইতেছে, বন্ধুবান্ধবসঞ্জীবিত অট্টালিকা, মনোহর পুষ্পাস্তরণে বিভূষিত ও বিচিত্র আলোক পুঞ্জে সমুজ্জ্বল হইয়া পারাবত কাকলি সংক্ষুব্ধবৎ আনন্দ কল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; কালি হয়ত দারুণ যন্ত্রণাময় সাংঘাতিক ব্যাধি প্রিয়-জনকে অধিকার পূর্ব্বক ভীত, উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া ধনে প্রাণে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ হয়ত সাংসারিক সিদ্ধি লাভে হৃদয় সরোবরে আনন্দের হিল্লোল উত্থিত হইতেছে; আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিমণ্ডলীর প্রশংসা ও আশী-র্ব্বাদ বর্ষণে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে,—কাল হয়ত নির্য্যাতন উৎপীড়নের উত্তপ্ত শলাকাসকল হৃদয়কে বিদ্ধ ও ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ করিতেছে। আজ হয়ত প্রচুর অর্থাগমের অলিগুঞ্জন অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর ঝন ঝন ঝঙ্কারে শ্রবণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; কাল হয়ত সুখ সৌভাগ্যের পূর্ণশশীকে গ্রাস পূর্ব্বক দারিদ্র্য দুঃখ বিপদের ভীষণ রাহু সংসার মধ্যে স্বীয় বিকট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে। এবম্বিধ সুখ দুঃখ, বিপদ দুর্দ্দিন, ব্যাধি যন্ত্রণার উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে যিনি স্বীয় কর্ত্তব্যকে অবিচলিত নিষ্ঠায় আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে সমর্থ, তিনি নিশ্চ-য়ই বীরাগ্রগণ্য। শত শত হারকিউলিস্, সীজর, নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন, জয়সিংহ, পৃথ্বীরাজও ঈদৃশ কর্ত্তব্য-বীরের চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইবার যোগ্য।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক কর্ত্তব্যের আদেশে জীবনকে পরিচালিত করিতে হইলে প্রভূত সাহসের প্রয়োজন। যে সাহসে নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, জুলিয়স সীজর, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীরগণ সমরক্ষেত্রে বিজয়লাভ পূর্ব্বক জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন আমরা সেই শারীরিক পরাক্রমের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে মানসিক তেজে, হৃদয়ের সুখাসক্তি ও রিপুপরতন্ত্রতা পরাজিত হয়, যাহার বলে মানব সহস্র সহস্র প্রতিকূল ঘটনা, বিভীষিকা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ফুৎকারে দূরীভূত করিয়া, স্বীয় জীবনে ও সংসার ক্ষেত্রে ন্যায়, সত্য ও সাধুতার স্বর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, আমরা সেই নৈতিক সাহসেরই উল্লেখ করিতেছি। যদি চরিত্র ধনে ধনী হইতে চাও, যদি জীবনের কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে নৈতিক সাহসকে অবলম্বন কর। সত্য অনুসন্ধানে সাহসী হও; সত্য বাক্য বলিতে ও সাধু আচরণ করিতে সাহসী হও, ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে সাহসী হও; প্রলোভনকে প্রতিহত করিতে সাহসী হও; আপনার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সাহসী হও—ভীরুর ন্যায়—কাপুরুষের ন্যায় সংগ্রাম ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, অসার ও অনিত্য সুখ সম্পদের যবনিকান্তরালে লুক্কায়িত হইও না।

কাপুরুষ ও ভীরুগণের দ্বারা জগতে কখনও কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। কাপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তিগণের

দ্বারা জগতে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয় নাই; সমাজের সংগঠন হয় নাই; জ্ঞানের বিস্তার হয় নাই এবং ন্যায় ও ধর্ম্মের সিংহাসন সংস্থাপিত হয় নাই। অজেয় নৈতিক পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণই কি চিন্তারাজ্যে, কি ধর্ম্মরাজ্যে কি দেশহিতৈষণার ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানব জাতিকে পরিচালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর সম্রাট ও রাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন; দেশের সমবেত শক্তি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে চীৎকার উত্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভীষণ নির্য্যাতন করিয়াছে, তথাপি তাঁহারা অজেয় পরাক্রমে সংগ্রাম ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শেষ রক্তবিন্দুও মহাবিক্রমে কর্ত্তব্যের জয় ঘোষণা করিয়াছে, এবং পরিণামে সমগ্র জগৎ তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সত্য, বা তৎপ্রচারিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়াছে।

সাধারণ মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান নিয়তই প্রতিকূল ঘটনারাজির নিবিড় তমোজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; তাহাদিগের ক্ষীণ সংকল্প শক্তি বাধা বিঘ্নের চক্র ভেদপূর্ব্বক কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি উজ্জ্বল কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঘটনার অন্ধকারকে ভেদ করিয়া দিবাকরের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার অজেয় সংকল্প গগনস্পর্শী অচল শ্রেণীকেও বিদীর্ণ করত স্বীয় লক্ষ্যপথকে প্রসারিত ও বিমুক্ত করিয়া লয়। সাধারণ মানবের লক্ষ্যের কোনও স্থিরতা নাই। তাহারা এক

সময়ে কোনও কর্ত্তব্যকে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা পূর্ব্বক মহোৎসাহে তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে, আবার অন্য সময়ে সংসারের চাক্‌চিক্যময় সামগ্রী ও রক্তবর্ণ চীরখণ্ডের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, সেই কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় অন্য কার্য্যকে উদ্দেশ্য বোধে বালকের ন্যায় তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধু পুরুষের লক্ষ্য ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়, সংসারের নিম্নভূমি হইতে বহু উচ্চে হৃদয়গগনে অটল হইয়া থাকে। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ অজেয় হৃদয়কে সংসারের মণি-মাণিক্য, রজত-কাঞ্চন প্রলুব্ধ করিতে পারেনা। ধন সম্পদের অসার চাকচিক্যময় প্রলোভন ও ক্ষণস্থায়ী পার্থিব মান সম্ভ্রমের তুচ্ছ সুখকে পদ প্রান্তে উপেক্ষা করিয়া, তিনি স্বীয় অন্তরে, কর্ত্তব্য-সাধন-জনিত ধর্ম্মবুদ্ধির বিমল প্রসাদ আস্বাদন করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুল হইয়া থাকেন। সাধারণ মানব, প্রাণ বিনাশভীতির কথা দূরে থাকুক, সামান্য অন্নমুষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়েও, কম্পিত হৃদয়ে, কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লজ্জিত হয় না। কিন্তু শরীরকে জ্বলন্ত চিতানলে দগ্ধ অথবা তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিলেও, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে কেশাগ্রমাত্রও বিচলিত হন না। সাধারণ মানব কোনও গুরুতর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ পূর্ব্বক, কর্ত্তব্য পথে চলিতে চলিতে বিপদে ভীত বা প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, অর্দ্ধপথে, তাহা অসম্পন্ন রাখিয়া, অন্যের ক্ষতিলাভ বা দুঃখ বিপদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া,

ভীরু শৃগাল অথবা প্রলুব্ধ পশুর ন্যায় পলায়ন করে। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধুব্যক্তি একবার যে কার্য্যের দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন, অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ব্যাধিজর্জ্জরিত বা প্রাণে বিনষ্ট হইলেও তাহা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তিনি সেই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সাধারণ মানব কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়াও পদে পদে পরমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে। তাহাদের আত্মীয় স্বজন কি বলিবে, তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ অনুমোদন করিবে কি না; তাহাদের প্রতিবেশিমণ্ডলী প্রশংসা করিবে কিনা; স্বদেশবাসিগণ নিন্দা করিবে কিনা এই সকল বিষয়ের নিগূঢ় বিচার এবং বিবেচনার উপর তাহাদের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান নির্ভর করে। কিন্তু কর্ত্তব্যে সঞ্জীবিত তেজীয়ান্ পুরুষ একান্ত স্বাবলম্বী। তিনি স্বীয় অন্তরের উজ্জ্বল আলোককেই অভ্রান্ত সুহৃদ ও পথ প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং আত্মীয় স্বজনগণের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি, সুহৃদ্বান্ধবগণের অননুমোদন ও অপ্রীতি, প্রতিবেশিমণ্ডলীর নিন্দাবাদ ও বিদ্রূপ স্বদেশবাসিগণের ভীতি প্রদর্শন ও বৈরাচরণ প্রভৃতি উপেক্ষা করত ধীর গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে সম্মান করুক বা না করুক, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বা লাভ নাই—তিনি আপনার সম্ভ্রমে আপনি সম্মানিত; আপনার কর্ত্তব্য-গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত। অথচ তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ

রূপে অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্যশূন্য, বিনয় এবং প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ। কর্ত্তব্যসঞ্জীবিত প্রাণ বধ্যমঞ্চে নীত হইয়াও চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লতার স্নিগ্ধ প্রশান্ত কিরণ বিকীর্ণ করিতে ক্ষান্ত হয় না।

সত্য, জ্ঞান, ন্যায় ও সাধুতার এতাদৃশ অনুপ্রাণনী শক্তি যে এই সকল সদ্‌গুণ যে হৃদয়ে বিকশিত হয় সেই খানেই অদম্য তেজ ও সাহসের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস জ্ঞানের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া অতুলন পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা সহকারে স্বদেশ মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষা দান ও প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচারিত উচ্চ তত্ত্ব ধারণে অক্ষম হইয়া এথেন্সবাসিগণ তাঁহার প্রতি মহা উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, এবং অবশেষে তিনি এথিনীয় যুবকগণকে বিপথগামী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইতে শিক্ষাদান করিতেছেন বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে তাঁহার বিষপান পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগের আদেশ হইল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে, বিচারপতিগণের সম্মুখে যেরূপ তেজস্বিতা ও অকুতোভয়তা সহকারে জীবন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দান করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এই অপরিহার্য্য নিয়তিকে অতিক্রম করিবার জন্য কোথায় পলায়ন করিব?" তাঁহার একজন শিষ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "অবশেষে বিনা অপরাধে আপনার মৃত্যু হইল!" সক্রেটিস কহিলেন, "তোমরা

কি চাও যে আমি অপরাধ করিয়া মরি?" যখন কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে বিষপাত্র অর্পণ করিল,তখন তিনি কারাগার মধ্যে শিষ্য-গণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। সক্রেটিস বিষপাত্র স্বহস্তে বদনে উত্তোলন পূর্ব্বক নিঃশেষিত করিলেন এবং তখনও পদ চারণা করিতে করিতে, প্রীতিপূর্ণ সহাস্যমুখে শিষ্য-গণকে উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্বলন্ত কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অমরাত্মা দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার যখন অন্যায় দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক, আমেরিকার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দাসত্ব প্রথার পক্ষ-সমর্থনকারী সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল। এমন কি তিনি যেখানেই গমন করিতেন, আত্মরক্ষার্থে তাঁহাকে সর্ব্বদা অস্ত্র সঙ্গে রাখিতে হইত। একদা তিনি বোস্টন নগরে দাসত্ব প্রথার বিপক্ষে এক বক্তৃতা ঘোষণা করিলেন এবং অসাধারণ তেজে, অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জ্বলন্তভাষায় এই প্রথার অশেষ দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দাসত্ব প্রথার সপক্ষ সহস্র সহস্র শ্রোতা উত্তেজিত হইয়া, সম-বেত চীৎকারে বক্তার কথা অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। অনেকে একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "উহাকে ফেলিয়া দাও; উহাকে বধ কর।" পার্কার বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি? আমাকে ফেলিয়া দিবে? আমাকে বধ করিবে? আমি ন্যায়ের

পক্ষে এখানে একাকী দণ্ডায়মান। তথাপি কেহ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে।" অতঃপর তিনি বক্তৃতা সমাপন পূর্ব্বক মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে বিপক্ষ কুলের জনতারণ্য ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সকলে তাঁহার তেজস্বিতা ও সাহস দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিল।

মহাপুরুষগণের কার্য্য যাদৃশ মহৎ তাঁহাদিগের জীবন এবং চরিত্রও তাদৃশ মহৎ হইয়া থাকে। সাধারণ মানবগণ তাঁহাদিগকে আদর্শরূপে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনেও তাঁহাদিগের ন্যায় সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানবের অন্তরেই হিতাহিত বিচার শক্তি, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান বিদ্যমান আছে। যিনি যে পরিমাণে সেই সকল উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন পূর্ব্বক নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশে কর্ত্তব্য সাধন করিতে অভ্যাস করিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার চরিত্রে সংকল্প দৃঢ়তা লাভ করিতে থাকিবে, ও তেজ ও সাহস প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে এবং সেই পরিমাণে তিনি পশুত্ব হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হইবেন।

নবম অধ্যায়।

মিতাচার ও আত্মসংযম।

সঞ্চয় ও ব্যয় জগতের নিয়ম। বিশ্বযন্ত্রের বিবিধ বিভাগে, বিচিত্র প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভূত শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, এবং সেই শক্তি বিবিধ কৌশল পরম্পরায় যথাযথরূপে নিয়োজিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বধামের বিচিত্র পদার্থ নিচয়কে রচিত, সম্পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে। ধরণীবক্ষের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক,নিগূঢ় অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে,যে বিশ্বব্যাপিনী শক্তির উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, তাহার মধ্যে একটী দৃঢ় মিতাচার নিষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই শক্তির অকারণ সঞ্চয় নাই, অপ্রয়োজনীয়, নিষ্ফল ব্যয় নাই এবং অযথা অপব্যয় নাই। লক্ষ্য বা কার্য্যকে অবরুদ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া অকারণ সঞ্চয়ের নাম কার্পণ্য; প্রয়োজনাতিরিক্ত নিষ্ফল ব্যয়ের নাম অপচয়। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য বা কার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠিত ও বিকসিত করিয়া তুলিবার জন্য যথাপ্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট শক্তি নিয়োগের নাম মিতাচার। বিশ্বদেহের সংগঠন ও ইহার অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিব্যক্তির মধ্যে সর্ব্বত্র মিতাচার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্তরের গঠনে সূক্ষ্ম আণবিক সংস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া, সৌরজগৎ উদ্ভিজ্জগৎ ও প্রাণিজগতের সম্যক্ আলোচনাপূর্ব্বক অবশেষে সৃষ্টি কার্য্যের শ্রেষ্ঠ ভূষণ মানব-জগতে উপনীত হইলে দেখা যায় যে,সেখানেও এক অটল দুরতি-ক্রমণীয় প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া, এক নিগূঢ় অভিপ্রায় অভি-ব্যক্তি লাভ করিতেছে। সৌন্দর্য্য ও জীবনের বিকাশ বিশ্ব নিয়ন্তার সেই নিগূঢ় অভিপ্রায় এবং মিতাচার সেই অপরিহার্য্য প্রণালী। মিতাচারেই গঠন ও বিকাশ, তাহার ব্যতিক্রমে বিকৃতি ও বিনাশ—বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ত নীরবে আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

বিশ্বরাজ্যের অভ্যন্তরে যে অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, কেবল সৌন্দর্য্য ও জীবনের অভিব্যক্তিতেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। জীবন বিকাশ ও জীবন ধারণের পশ্চাতে এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। মানবের নৈতিক প্রকৃতি ও উচ্চতর প্রবৃত্তি সমূহের পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে সমাজ-শৃঙ্খলা ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন পর্য্যায়ক্রমে জীবন ধারণের উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মলাভই তাহার চরম লক্ষ্য। জড় প্রকৃতির মধ্যে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য ও জীবনীশক্তির স্ফুরণ হইয়াছে তাহাতে জড়ধর্ম্মবিশিষ্ট এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। অণু পরমাণু সমূহ এক জ্ঞানময়ী শক্তির অখণ্ড নিয়মশৃঙ্খলায় সন্নিবিষ্ট ও বিবর্ত্তিত হইয়া বিচিত্র আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সৌন্দর্য্য ও জীবনীশক্তিরূপে পরিণত হইতেছে। নিকৃষ্ট প্রাণিগণ কিয়ৎ

পরিমাণে কর্তৃত্বশক্তি সম্পন্ন হইলেও অন্ধভাবে এই শক্তির হস্তেই নিয়ত পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু মানব স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক আপন জীবনগতি নির্দ্ধারণ করিয়া চলিতেছে। জড় প্রকৃতির মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার মিতাচার যন্ত্রবিশেষের অন্ধক্রিয়া মাত্রের স্থায়; ইতর প্রাণিগণের মিতা-চার তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী; কিন্তু মানব-জীবনের মিতাচার তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব জ্ঞান এবং হিতাহিত বুদ্ধি ও বিচার হইতে প্রসূত।

বাহ্যজগতের জীবনধারণোপযোগী ও প্রাণঘাতী বিবিধ বস্তুর সমাবেশ মধ্যে মানব প্রথমে নিরাশ্রয় ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়। জীবনধারণ ব্যাপার অসভ্য মানবের পক্ষে প্রথমতঃ নিতান্ত কষ্টসাধ্য ও বিপদসংকুল থাকে। প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের প্রতিকূলে অনবরত সংগ্রাম করিয়া তখন সে জীবন ধারণের চেষ্টা করে। অনন্তর যে পরিমাণে মানবের বুদ্ধিশক্তির বিকাশ হয় সেই পরিমাণে সে বাহ্যজগতের তাবৎ বস্তুর সহিত স্বীয় সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় এবং অভিজ্ঞতাদ্বারা ক্রমশঃ তন্মধ্যে মিতাচার প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদবলম্বনে সুখে ও সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে থাকে। যতই জগতে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে ততই মানবের জীবনধারণ প্রণালীর মধ্যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর মিতাচার নিয়ম পরম্পরা আবিষ্কৃত হইতেছে এবং সভ্যতম জাতি সমূহ তদবলম্বনে দীর্ঘজীবী হইয়া হইয়া স্ব স্ব দেশ মধ্যে সুখ, সাচ্ছন্দ্য ও শ্রীবৃদ্ধি বিস্তার করিতেছেন।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী মানব বুদ্ধিশক্তির সম্যক্ পরিচালনা দ্বারা অর্থব্যবহার, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মিতাচার নিয়ম আবিষ্কার পূর্ব্বক তদনুসারে সুখে ও সচ্ছন্দে জীবনধারণ মাত্র করিতে সমর্থ হইলেই যে ইহজগতে তাহার কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল তাহা নহে। ইহাতে তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভা পরিতৃপ্ত হয় বটে এবং সে স্বজাতীয়গণের ভূয়সী প্রশংসাও লাভ করে বটে কিন্তু ইহাতেই তাহার প্রকৃত গৌরব নহে। সচ্ছন্দে জীবন ধারণ মাত্রে মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব সংসাধিত হয় না। যেহেতু জীবন ধারণেরও চরম লক্ষ্য আছে।

জড় প্রকৃতির মধ্যে কেবলমাত্র জড়ধর্ম্মের বিদ্যমানতা, পশু প্রকৃতির মধ্যে জড় ও পাশবধর্ম্ম উভয়েরই সম্মিলন, কিন্তু মানব প্রকৃতি মধ্যে জড়ধর্ম্ম, পাশবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম এই তিনেরই সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল অস্তিত্ব জড়ের ধর্ম্ম; অস্তিত্ব ও বিবৃদ্ধি উদ্ভিদের ধর্ম্ম; অস্তিত্ব ও বিবৃদ্ধিকে অতিক্রম পূর্ব্বক পশু জীবনে চেতনা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়; মানবজীবনে, জড়ীয় ও পশুধর্ম্মকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন বিকাশের অনবরত চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। মানব অন্তরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহ একদিকে তাহাকে পাশবধর্ম্ম আচরণের জন্য সবলে আকর্ষণ করিতেছে; অন্যদিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ তাহাকে মধুর স্বরে আহ্বান পূর্ব্বক উচ্চতর নীতি এবং ধর্ম্মের পবিত্র পথে গমন করিতে আদেশ করিতেছে। একদিকে জড়ীয় ও পার্থিব সুখের মরীচিকা সদৃশ প্রলোভন তাহার ইন্দ্রিয়কুলকে

সর্ব্বদা প্রলুব্ধ ও ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে অতীন্দ্রিয় নৈতিক ও ধর্ম্মসুখের বিন্দুমাত্র আস্বাদ তাহাকে তৎপথে আকৃষ্ট করিতেছে। এই উভয় শ্রেণীর প্রবর্ত্তনা নিচয়ের ঘাত প্রতিঘাত মধ্যে মানব ইচ্ছা ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে প্রবলতর আকর্ষণের হস্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিতেছে। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনই অন্তর্দৃষ্টি-শূন্য অধিকাংশ মানবের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া নীতি ও ধর্ম্মের পথ হইতে তাহাকে অধঃপতিত করিয়া থাকে। কিন্তু অভি-জ্ঞতার ফলে মানব ক্রমশঃ বুঝিতে পারে, যে ভোগসুখে তৃপ্তি নাই, যন্ত্রণা আছে; বিকাশ নাই, বিকৃতি আছে; আনন্দ নাই, দুঃখ আছে; আত্মপ্রসাদ নাই, দারুণ আত্মগ্লানি আছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ জনিত সুখ মেঘদাম মধ্যস্থ তড়িল্লতার ন্যায় ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া মানবকে গভীর অতৃপ্তি ও বিষাদের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হয়। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আদেশে ও নৈতিক প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে জীবনের নানা অবস্থায়, পরিমিত রূপে সুখসম্ভোগ কর, দৈহিক সুখ আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায়, তোমার নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন বিকাশের সহায়তা সাধন করিবে। কিন্তু বাসনার উদ্দাম উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির লালসাময় উচ্ছ্বাসে অন্ধ হইয়া, অমিতাচারে ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে ধাবমান হও, দেখিবে তাহাতে তৃপ্তি নাই, কেবল দুঃখ ও হাহাকার সঞ্চয় পূর্ব্বক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। তাহাতে মনুষ্যত্ব কোথায়, তাহাতে গৌরব কোথায়? তাহা কেবল তোমাকে বিনা-

শের পথেই লইয়া যাইবে। কিন্তু হিতাহিত জ্ঞানের আলোকে শ্রেয়ঃপথ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিবেকের আদেশে প্রেয়কে জলাঞ্জলি দেওয়া এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কুলের সহিত সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনদ্বারা নীতি ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত সুখ। মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের ইহাই অখণ্ড্য নিয়ম যে প্রবৃত্তিপথে আপনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিলে মানবকে অচিরেই মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়া পশুত্বেরও অধম দশায় নিপতিত হইতে হইবে; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির অনুগত হইয়া ঐহিক সুখ সম্ভোগ করিলে তাহা মানবের উচ্চতর জীবন বিকাশের সহায়তা করিবে।

কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে হইলে, নীতি ও ধর্ম্মের পথে চলিতে হইলে, যেমন দুর্দ্দম নৈতিক সাহসের প্রয়োজন, অকর্ত্তব্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য, নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, প্রলোভনের মোহিনীশক্তি হইতে আপনাকে সতত রক্ষা করিবার জন্য, তদ্রূপ সংযমের প্রয়োজন। কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যেমন মানবেচ্ছার প্রয়োগশক্তি আছে, কোনও কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার বা বিরত হইবার জন্য তদ্রূপ তাহার সংযম-সামর্থ্যও আছে। হিতাহিত বিচার দ্বারা কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক মানব যদ্রূপ আপনাকে তৎপথে পরিচালিত করিতে পারে, তদ্রূপ বিচার দ্বারা অসৎ পথ জ্ঞাত হইয়া তৎপথ হইতে আপনাকে সাবধানে সংযত করিয়া রাখিতেও সে সমর্থ। কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান অভ্যাস করিলেই যে চরিত্র

গঠিত হইবে তাহা নহে, কিন্তু অকর্ত্তব্য হইতে আপনাকে সর্ব্ব-প্রযত্নে বিরতও রাখিতে হইবে। বহু আয়াসে তীরসংলগ্ন তরণী যদ্রূপ ছিন্ন-রজ্জু হইয়া পুনরায় খরস্রোতে নীয়মান হয় এবং ত্বরায় আবর্ত্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তদ্রূপ বহু আয়াসোপার্জ্জিত বিদ্যা ও কঠোর সাধনাসঞ্চিত উত্তম গুণ সমূহও কেবল আত্মসংযমের অভাবেই প্রবৃত্তি স্রোতে নীয়মান হইয়া সংসারের ভীষণ আবর্ত্তমধ্যে অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। আত্মসংযমের অভাবে কত বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তির মূল্যবান্ জীবন, অর্ণব-শিলা-সংঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পোতের ন্যায় সংসার-সমুদ্রের পাপ পাষাণ সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। আত্মসংযমের অভাবেই কত তেজস্বী তপস্বীর কঠোর সাধনালব্ধ তপোবল ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। আত্মসংযমের অভাবে কত তীক্ষ্ণ প্রতিভা অস্ফুট অথবা অর্দ্ধস্ফুট অবস্থাতেই প্রবল রিপুকীট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। আত্মসংযম ব্যতীত বুদ্ধি পরিপক্কতা ও ধীরতা লাভ করে না, এবং বিবেক জাগ্রত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে, "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই তাহার বুদ্ধি অপ্রতিষ্ঠিত এবং যাহার মন জড়-বিষয়-রত ইন্দ্রিয়গণের অনুগামী তাহার প্রজ্ঞা, বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রস্থিত তরণীর নিমজ্জনের ন্যায় বিলুপ্ত হয়।" আত্মসংযম ব্যতীত পরমার্থ সাধনা, ধ্যান তপস্যা আকাশ কুসুমবৎ পরিকল্পনা মাত্র! মনু কহিয়াছেন, "দুষ্টভাবাপন্ন বিপ্রের জ্ঞান, বৈরাগ্য, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ

হয় না।" কঠোপনিষদে আছে, "যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যাহার চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয় নাই, সেই অশান্তমনা ব্যক্তি কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না"। উপনিষদ্ আরও কহেন, "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে রশনা বলিয়া জান। * * * যে সর্ব্বদা অসমাহিত-মনা ও অবিবেকী, তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় অবাধ্য হইয়া থাকে, এবং যে সর্ব্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী, তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথির সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত হইয়া থাকে।" মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে, "যে আত্মনিষ্ঠ ধীর ব্যক্তি প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণে সমর্থ, তিনিই উৎকৃষ্ট সারথি। অশ্বগণ পথিমধ্যে বিমুক্ত হইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে যদ্রূপ সারথি তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য।" মনুসংহিতা কহেন, "বিষয় সমূহে আত্যন্তিক আসক্তি হেতু জীব দোষ প্রাপ্ত হয় তাহাতে সংশয় নাই। অতএব তাহাদিগকে সংযত করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।" বাস্তবিক আত্মসংযম ব্যতীত কি ঐহিক কি পারত্রিক কোন ব্যাপারই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব আত্মসংযমকেই চরিত্র-গঠনের প্রধানতম উপায় বলা যাইতে পারে।

পণ্ডিত চূড়ামণি হারবার্ট স্পেন্সার বলেন, "আত্মসংযমের শ্রেষ্ঠতাতেই আদর্শ-মানবের পূর্ণতা। ভাবপ্রবণ না হইয়া, পর্য্যায়ক্রমে প্রবলতর প্রত্যেক প্রবৃত্তি দ্বারা ইতস্ততঃ সন্তাড়িত

না হইয়া, আপনাকে সংযত ও সমভাবাপন্ন রাখা ; যে সকল ভাবপুঞ্জের সমিতি সমক্ষে প্রত্যেক কার্য্যের চূড়ান্ত বিচার ও ধীর সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে তাহাদিগের সর্ব্ববাদী সম্মিলিত মীমাংসা অনুসারে শাসিত হওয়া—ইহাই শিক্ষার, অন্ততঃ নীতি-শিক্ষার, উদ্দেশ্য ও চেষ্টা।"

গৃহই আত্মসংযম শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। বিদ্যালয় সে বিষয়ে গৃহ হইতে নিম্নস্থান অধিকার করে। জন-সমাজ মানবকে আত্মসংযম ও আত্মশাসন শিক্ষা দিবার একটী সুবৃহৎ যন্ত্র। কিন্তু অপরিস্ফুট মানব হৃদয় প্রথমতঃ গৃহমধ্যেই আত্মসংযম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এখানে শিশু কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও আত্মসংযম কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা করিলে তৎপরে বিদ্যালয় ও সামাজিক শাসন তাহার জীবনের ক্রমবিকাশ সাধন ও চরিত্র সংগঠনে সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল দুর্ভাগ্য সন্তান পিতামাতা বা আত্মীয়গণের স্নেহাতিশয্য বশতঃ, অথবা অভিভাবক শূন্যতা হেতু, বাল্যকালে আত্মসম্বরণে শিক্ষিত হয় নাই, ইচ্ছা করিবামাত্রেই যাহাদের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে তাহারা প্রবৃত্তিকুলের দুর্দ্দম উচ্ছ্বাসে, সন্তাড়িত হইয়া, জনসমাজ মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিয়া থাকে, স্বীয় আত্মীয় ও পরিবারগণের নিপীড়ক কণ্টক তুল্য হইয়া, তাহাদের অশেষ ক্লেশের কারণ হয় এবং আপনারাও সংসারে নিয়ত বিষম যন্ত্রণা ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের কবি বাইরণ ও আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহার শোচনীয়

দৃষ্টান্ত স্থল। পক্ষান্তরে যে সকল বালক বালিকা শিশুকাল হইতে পিতা মাতা বা অভিভাবকগণের দ্বারা সযত্নে শিক্ষিত ও আত্মসংযমে অভ্যস্ত হয়, তাহারাই উত্তর কালে অতুল চরিত্র-রত্নে বিভূষিত হইয়া থাকে এবং পাপ প্রলোভনময় সংসারমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ পূর্ব্বক অটলভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জগতে যশস্বী ও সম্পূজিত হয়।

অনেকের প্রকৃতি বাসনার অধীন বা রিপুপরতন্ত্র থাকে, কিন্তু সুবুদ্ধি ও আত্মসংযম গুণে তাহা অচিরেই সমাহিত হইয়া যায়। মনোমধ্যে জীবনের দায়িত্ব ও নৈতিক সংগ্রাম স্ফুরিত হইয়া উঠিবামাত্রই সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মসংযম অভ্যাস করা প্রত্যেকেরই উচিত। অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে আত্ম-সংযম অভ্যাস করিলে তাহা কালক্রমে সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর কোনও প্রলোভনই মনকে সহজে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বাল্যকালে নিতান্ত অনমনীয় ও ক্রুদ্ধ স্বভাবাপন্ন ছিলেন। অধিক কি তিনি অভিভাবকগণের শাসনেও অবাধ্যতা এবং উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বয়সের সহিত যতই তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তিনি ততই আত্মসংযম শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরিণত বয়সে তাঁহার বাল্যের সেই অনমনীয় উগ্রভাব গাম্ভী-র্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ধীর তেজস্বিতা ও নীরব দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হইয়াছিল।

অপরিণত বয়স্ক যুবকগণের ইচ্ছা ও উদ্যম শক্তি, অযন্ত্র-শাসিত বাষ্পের ন্যায় অন্ধভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু চিন্তাশীলতা, ধীরতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা নিয়মিত হইলে তাহা বাষ্পীয়-শকট-যন্ত্রের ন্যায় জীবনকে সুপথে পরিচালিত করে। প্রবল ইচ্ছা ও উদ্যম শক্তি যদি ধর্ম্মনিয়মে সংযত ও পরিচালিত হয়, তবে তাহা ধরাতলে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অলিভার ক্রমওয়েল যৌবনকালে নিরতিশয় ক্রোধ-পরায়ণ, দুর্দ্দম, অশাসিত ও কর্কশ প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। অথচ তাঁহার মনে ভূয়সী উদ্যমশক্তি ছিল। কিন্তু প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত না হওয়াতে সেই শক্তি নানাবিধ অপকারে প্রযুক্ত হইয়া সকলের ক্লেশ উৎপাদন করিত। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই অপরিমেয় ও দুর্দ্দম উদ্যম শক্তির উপরে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারিত হওয়াতে,উহা ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্রম-ওয়েল রাজ্যশাসন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের পক্ষে যেরূপ অমানুষী ক্ষমতা, তেজস্বিতা ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাহার বিবরণ অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি স্বীয় শারীরিক পরাক্রমবলে দুর্গ, নগর বা রাজ্য অধিকার করেন, তদপেক্ষা যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন তিনিই অধিকতর শক্তিশালী ও সম্মানার্হ। মহাত্মা শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, "সংগ্রামে যে লক্ষ লোক জয় করিয়াছে সে প্রকৃত বিজয়ী নহে, যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই প্রকৃত

বিজয়ী।" বাস্তবিক যে আত্মবিজয়ী বীরপুরুষ শাসন ও সংযম-দ্বারা স্বীয় চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যকে নিয়মিত ও বশীভূত রাখিতে সমর্থ, সমগ্র ধরাতল তাঁহার করায়ত্ত।

ডাক্তার স্মাইলস্ বলিয়াছেন, "যে পাপ বাসনানিচয় মানব-সমাজকে নিয়ত কলুষিত করে এবং প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সামাজিক অপরাধরূপে পরিণত হইয়া সমাজমধ্যে কলঙ্ক বিস্তার করে, তাহার দশমিক নবমাংশও, সতেজ আত্মশাসন, আত্মসংযম ও আত্ম-সম্মানের প্রভাবের সম্মুখে, নগণ্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই সকল গুণের অনুশীলনে হৃদয় মনের নির্ম্মলতা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় এবং পবিত্রতা, ধর্ম্ম ও মিতাচারে চরিত্র সংগঠিত হইয়া থাকে।"

ষড় রিপুর মধ্যে ক্রোধ মানবের ভীষণ শত্রু। ইহার বশীভূত হইলে মানব মুহূর্ত্তমধ্যে হিতাহিত জ্ঞান পরিশূন্য, ভ্রষ্টবুদ্ধি, বিকৃত-মনা ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। তখন এমন সাঙ্ঘাতিক কার্য্যই থাকেনা যাহা তাহাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আত্মপুরাণে লিখিত আছে, "যদ্রূপ অতিমাত্র প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক ও আর্দ্র তাবৎ বস্তুতেই দগ্ধ করে, তদ্রূপ কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে এই বিশ্বের তাবৎ বস্তুকেই দগ্ধ করিয়া থাকে।" ক্রোধী ব্যক্তি যদ্রূপ অন্তর মধ্যে ক্রোধাগ্নির মুর্ম্মুরদাহে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকে, তদ্রূপ ক্রোধানলের তেজ তাহার শারীরিক স্বাস্থ্যকেও বিনষ্ট করিয়া থাকে। হুতাশনে ইন্ধন সম তাহার সদ্‌গুণ রাশি অচিরেই ভস্মীভূত হইয়া যায়। কোপন

স্বভাব ব্যক্তির চিত্তের অস্থৈর্য্য বশতঃ কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোভি-নিবেশ হয় না এবং সে ক্রোধের উত্তেজনায় নিয়তই সাংসারিক ও মানসিক সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ক্রোধের অবসানে, ক্রোধসঞ্জাত স্বকীয় ও পরকীয় অপকার স্মরণপূর্ব্বক দারুণ আত্মগ্লানির উদয় হইয়া মানবকে দুঃখ ও ক্ষোভসাগরে নিমজ্জিত করে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ক্রোধরিপুকে সংযত করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

স্বকীয় ও পরকীয় সুখ এবং কল্যাণের জন্য জিহ্বাকে সংযত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বাক্য বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন হইয়া মনকে বিচূর্ণ, এবং ক্ষুরধার অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ হইয়া হৃদয়কে কর্ত্তন করিতে পারে। রসনাকে সংযত করা ধৈর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। যে স্বীয় হৃদয়ের হিংসা, দ্বেষ বা ক্রোধ কঠোর ভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করে; যে বিশ্বাস-হন্তা নরাধম আত্মীয়ের জীবন-মরণের সোপানস্বরূপ গোপনীয় কথা বা মন্ত্রণা, শত্রুর নিকট অথবা নিষিদ্ধ স্থানে প্রকাশ করিয়া দেয়; যে ভদ্রসমাজে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে; যে স্বীয় মনের নিগূঢ় চিন্তা ও সংকল্প সম্বরণে অসমর্থ হইয়া জলবুদ্‌বুদের ন্যায় তাহা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই আত্মসংযম, আত্মশাসন ও আত্মসম্মানবিহীন নির্ব্বোধ ও নির্ল্লজ্জ ব্যক্তি এ সংসারে আপনিও পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়, অপরকেও নিয়ত বর্ণনাতীত বিপজ্জালে জড়িত করিয়া, সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকে।

মহাত্মা শাক্যসিংহ তৎপুত্র রাহুলকে রসনা-সংযম সম্বন্ধে কথাচ্ছলে এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন,—"কোনও রাজার এক রণ-মাতঙ্গ ছিল। সে একাকী পঞ্চশত মাতঙ্গকে পরাজিত করিতে সমর্থ ছিল। শুণ্ডে অস্ত্রবিদ্ধ হইলে হস্তীর সমূহ বিপদ্, এই বিবেচনা করিয়া—হস্তিপাল তাহাকে যুদ্ধকালে স্বীয় শুণ্ড সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে শিক্ষা দান করিয়াছিল। একদা সেই হস্তী রণমদে মত্ত হইয়া শত্রুর তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণ করিবার মানসে শুণ্ড প্রসারিত করিল। তাহাতে হস্তিপাল বিপদের আশঙ্কা করিয়া, ত্বরায় হস্তী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হে রাহুল! ঐ মাতঙ্গ যদ্রূপ সর্ব্বশরীর অনাচ্ছাদিত রাখিয়াও, কেবল শুণ্ড সঙ্কোচনে শিক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াও মানব যদি কেবল স্বীয় রসনা শাসনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, সে সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু রসনা অসংযত থাকিলে, সেই গজের শুণ্ড প্রসারণের ন্যায় তাহার বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।"

রসনার ন্যায় লেখনীও বহুল সাংসারিক ও নৈতিক অনর্থ সংঘটন করিয়া থাকে। ডাক্তার স্মাইলস্ বলিয়াছেন, "যখন কেহ কোনও বুদ্ধির পরিচায়ক অথচ কর্কশ ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে প্রলোভিত হয়, যদিও তখন তাহার পক্ষে উহা সংযত করা কঠিন ব্যাপার, তথাপি তাহা মস্যাধারের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।" অতএব লেখনী সংযত করা রসনা শাসন হইতে কদাপি লঘুতর নহে।

বাল্যকাল অবধি চিন্তা ও ভাবসংযমন অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, “মন অতিশয় চঞ্চল, সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মনকে সংযত করিলে বহু কল্যাণ হয়। সংযত মন সুখ আনয়ন করে। * * * শত্রু শত্রুর যত অনিষ্ট না করিতে পারে, বিপথগামী মন তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।” চিন্তাই সকল বাসনার মূল ও সকল কার্য্যের জনক। অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় হৃদয়ের ভাবনিচয়, মানবের কামনাকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিয়া তুলে। পাপ চিন্তা, বিরুদ্ধ চিন্তা, এবং অসত্য ও কাল্পনিক ভাবকে সর্ব্বথা মন হইতে বিদূরিত করা বিধেয়। সবেগে ঘূর্ণায়মান বাষ্পীয়যন্ত্রের চক্রের এক প্রান্তে বস্ত্রের অগ্রভাগ একবার মাত্র স্পৃষ্ট হইতে দিলেও তাহা যদ্রূপ সমগ্র বস্ত্রকে আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে সেই বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিকেও যন্ত্র মধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অসত্য ও কল্পনাকে, পাপ ও বিরুদ্ধ চিন্তাকে মনোমধ্যে অত্যল্পমাত্র অধিকার দিলেও উহারা ক্রমশঃ সমগ্র মনে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিয়া বসে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কহেন, “বিষয় চিন্তারত পুরুষের বিষয় সঙ্গ হয়। সঙ্গ হইতে কামনা সঞ্জাত হয় এবং কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটে। বুদ্ধিনাশ হইলে বিনষ্ট হইতে হয়।” বিরুদ্ধ ও পাপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ মানবের কিরূপে অধঃপাত ঘটে এবং তাহা হইতে পরিশেষে সে কিরূপে উচ্ছিন্ন হইয়া

থাকে, গীতার এই অমূল্য বাক্যে তাহার নিগূঢ় তথ্য বিদ্যমান আছে। অতএব বাল্যকালাবধি মনকে তাবৎ নিষিদ্ধ ও পাপ চিন্তা হইতে সংযত রাখিয়া সাধু চিন্তা, সাধু ও সত্যভাব এবং সাধু সংকল্পে নিযুক্ত করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

চিন্তা ও ভাবের ন্যায় পাপকার্য্যকেও সংযত করিতে হইবে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে পাপ কার্য্যকে অল্পমাত্র প্রশ্রয় দিলে বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। বাস্তবিক তাহা ভ্রম। অন্যায় ও পাপ কার্য্য করিতে করিতে তাহা মানবকে ক্রমশঃ গভীরতর পাপপঙ্কে এরূপ নিমজ্জিত করে যে তাহা হইতে উত্থান করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকেনা। পাপকার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গেলে মানব তাহার হস্তে যন্ত্রবৎ চালিত হইতে থাকে। উজ্জ্বল প্রতিভা, বাহ্য সাধু অনুষ্ঠান, উত্তম উপদেশ, পুস্তকাধীত জ্ঞান, কিছু-তেই তাহাকে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। আত্মগ্লানিতে বিদগ্ধ হইয়াও সে পাপের ইন্দ্রজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। তখন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা, দৃঢ় সংকল্পারূঢ় হইয়া, আপনাকে সংযত করাই পাপমুক্তির একমাত্র উপায়। এইরূপে সংযত হইলে মানব পুনরায় দেবত্ব লাভ করে এবং আত্মগ্লানির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আনন্দ সলিলে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু রোগ জন্মিলে তাহার প্রতীকার অপেক্ষা, যাহাতে ব্যাধি না জন্মিতে পারে,পূর্ব্ব হইতেই তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়াই শ্রেয়স্কর। বাল্যাবধি অসাধু কার্য্যের প্রতি ঘৃণা-বশতঃ তাহা হইতে বিরত ও নিয়ত সাধুকার্য্য অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত

হইলে পরিণামে তাহাই স্বভাবগত হইয়া দাঁড়ায় এবং মানবকে সচ্চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

নির্জ্জনতা অগঠিত চরিত্রের পক্ষে সংযমের বিরোধী। নির্জ্জনতা চিন্তাশীল সাধু ব্যক্তির পক্ষে মহোপকারী, কিন্তু অসমাহিতমনা তরলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অনিষ্টের হেতু। পাপ পিশাচ সমূহ অন্ধকারেই বিচরণ করে এবং তাহারা অন্ধকারেই মানবকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব চরিত্র গঠনের প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনতা পরিত্যজ্য।

নির্জ্জনতার ন্যায় অসাধু সংসর্গও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। অসৎসঙ্গ আত্মসংযমের ব্যাঘাত করে। পাপের সহচর স্বরূপ অসাধু ব্যক্তিগণ সাধুতার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নিয়তই সংযমে যত্নশীল ব্যক্তিকে, পাপ পথে প্রলোভিত করিয়া থাকে। কিন্তু সাধু সজ্জনের সংসর্গে চিন্তা ও কার্য্যের সংযম শিক্ষা হয়। মনে পাপ বা বিরুদ্ধ চিন্তার উদয় হইবা মাত্রই সৎসঙ্গে মিলিত হইয়া সদালোচনা ও সাধুকার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

সাধুসঙ্গের ন্যায় কার্য্যশীলতাও মানবকে অনেক সময় প্রলোভন হইতে রক্ষা করে এবং কার্য্যে গাঢ় অভিনিবেশ দ্বারা আত্মসংযমের শিক্ষা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিয়ত অধ্যয়ন, জ্ঞান চর্চ্চা, আর্ত্তসেবা বা অন্যবিধ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকে, প্রলোভন তাহার নিকট অগ্রসর হইবার অবসর পায় না, এবং কার্য্যের শাসনে তাহার বাসনা ও প্রকৃতি সংযত হইতে অভ্যস্ত হয়।

আমোদপ্রিয়তা মানবের ভীষণ শত্রু। খরস্রোত নদীজলে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে তাহা যদ্রূপ স্রোতোবেগে নীয়মান হইতে থাকে—জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া মীনকুলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ উপদেশ, জ্ঞান, সাধনা, কর্ত্তব্য প্রভৃতি কদাপি আমোদপ্রিয় মানবের মনের সন্নিহিত হইতে পারে না, আমোদপ্রিয়তার খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে। শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, "যে আমোদে রত তাহার ইন্দ্রিয় অসংযত, অলস ও দুর্ব্বল। বাতাহত বিটপীর ন্যায় সে প্রলোভনকর্ত্তৃক জিত হয়। যে নিয়ত আমোদে আসক্ত, যে শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করেনা, সে মণিমুক্তা মিশ্রিত পঙ্কিল-জলপূর্ণ পাত্রের ন্যায়। পাত্রের জল যতক্ষণ আলোড়িত হয় ততক্ষণ বহুমূল্য পদার্থগুলি নয়নগোচর হয় না। সেইরূপ যতদিন হৃদয় মধ্যে আমোদ ও বাসনা প্রবল থাকে ততদিন উচ্চতর জ্ঞানের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না।"

আমোদ-প্রিয়তার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্যপিপাসাই তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া আমোদে আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্নেহ, দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের অনুরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির ন্যায় সৌন্দর্য্যপিপাসা মানবের স্বাভাবিক। প্রকৃতির চতুর্দ্দিক্ হইতে সৌন্দর্য্য ধারা নিত্য অবতরণ পূর্ব্বক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শ পথে মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি নির্ম্মল, অতি পবিত্র, এবং এই পবিত্র সৌন্দর্য্যসম্ভোগ মানব হৃদয়ের উচ্চতর

বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানব যখন প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দৈনিক জীবনের কৃত্রিমতার মধ্যে অধিকাংশ সময় যাপন করিতে থাকে, অথচ তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপিপাসা তাহাকে আনন্দ অনুভব করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তখনই সে কৃত্রিম উপায়ে সেই বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে নিযুক্ত হয়। তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সতেজ হইয়া উঠে, এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য বিলাসে তন্ময় হইয়া সে ক্রমশঃ মানব জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে থাকে।

তথাপি গীত, বাদ্য, নৃত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া মানব যখন জীবনের কৃত্রিমতা বিস্মৃত হয়, তখনই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, শিশুর ন্যায় সরল ও স্বাভাবিক ভাবে সে এই বিশ্বসঙ্গীতে আপনার প্রাণ-সঙ্গীত মিশাইবার জন্য উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠে। সভ্যতা নানা-প্রকার কৃত্রিমতাদ্বারা তাহাকে সেই সরল আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু প্রকৃতিবিহারী বর্ব্বর জাতি অবাধে এই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকে। গারো, কুকী, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি যেরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাসে বনফুল ও বিহঙ্গ-পক্ষ সাজে সাজিয়া, সমবেত নৃত্য করে তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেরই মনে শিশুর ন্যায় নির্দ্দোষ আমোদ ও প্রফুল্লতার সঞ্চার হইয়া থাকে। সভ্যতম জাতির মধ্যেও সমবেত নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত আছে। মানব সমাজের কঠোর পরিশ্রমের অবসাদ দূর করিয়া মনে স্ফূর্ত্তি সঞ্চার ও

সামাজিক সাহিত্য এবং হৃদয় প্রবণতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাত্রা, নাট্য, সঙ্গীত ও ক্রীড়া প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন তৎসমূহ মানবের আসক্তিকে পূর্ণগ্রাস করত তাহাকে শিষ্টাচার ও নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করায় এবং তাহাকে মনুষ্যজনোচিত কর্ত্তব্য সাধন হইতে দূরে লইয়া যায়, তখনই তাহা দূষণীয় হইয়া উঠে। জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বারবনিতাগণের নৃত্যাদি দর্শনে আমোদ লাভ করিতে দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণ ব্যথিত না হয়? আহার বিহারের ন্যায় মিতাচারপরায়ণ হইয়া আমোদ সম্ভোগ করিলে তাহা হইতে অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত হৃদয় মনের স্বাস্থ্য সম্পাদনই হইয়া থাকে। অনুরঞ্জিনী বৃত্তির যথেচ্ছ চরিতার্থতা সাধনই বিলাস ও আমোদ-প্রিয়তা। এমন যে পবিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, কঠোর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, জীবনের অন্যান্য বিভাগের সমতা হারাইয়া, তাহাতেও একান্ত নিমগ্ন হইয়া মত্ততা সঞ্চয় করাও মানব-চরিত্রের পক্ষে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ও দোষাবহ।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে যাত্রাভিনয় প্রচলিত আছে। রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত আদর্শ চরিত্র সমূহ, ঐক-তানবাদন ও কারুকার্য্য-খচিত পরিচ্ছদের সম্মিলনে অভিনীত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর একাধারে দর্শন, শ্রবণ, মন ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। সচ্চরিত্র অনুভাবক ব্যক্তিগণ যখন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহচ্চরিত্র এবং সীতা

সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সতী নারীগণের চরিত্রাভিনয় করিয়া থাকেন, তখন বঙ্গের কোন্ হৃদয়বান্ বালক, বৃদ্ধ, যুবা নরনারীর নয়নে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত না হয়, হৃদয় পবিত্র না হয়, মন উচ্চভাবে পূর্ণ না হয় এবং জীবন মধুময় ভাবে আপ্লুত হইয়া না উঠে? এমন কি মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহার পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে,প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া,কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। ঈদৃশ যাত্রাভিনয় মানবসমাজে মহা কল্যাণকর এবং ইহা নরনারীর হৃদয়ে প্রভূত পবিত্রতা ও মধুরতার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের হস্তে পতিত হইয়া যাত্রাভিনয় যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা অধুনা একটী ভাবহীন অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, সুরাপান ও তদানুসঙ্গিক বহুল পাপ যাত্রাভিনয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে দুর্নীতির উত্তপ্ত শয্যাবৎ করিয়া তুলিয়াছে এবং এরূপ যাত্রাভিনয় অধুনা অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে যাহা অজ্ঞাতসারে দেশ মধ্যে পাপ স্রোত প্রবাহিত করিতেছে না।

আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়ের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রদেশে থিয়েটার বা রঙ্গালয় সমূহ তদ্দেশবাসিগণের সাহিত্য ও হৃদয় মনের উৎকর্ষ বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। তথায় স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত থাকায় পুরুষ রমণী একত্রে অভিনয় করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অনুকরণে আমাদের দেশেও অধুনা রঙ্গালয় সমূহ স্থাপিত হইয়া, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ে নাট্যাভিনয় করি-

তেছে। বৈদেশিক অনুকরণে এই নাট্যশালা সমূহ দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, সঙ্গীত বাদ্য ও অভিনয় প্রণালীতে, আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রাভিনয় হইতে বহুলাংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে ভারতীয় রঙ্গালয় নিতান্ত দূষিত থাকিয়া যাইতেছে। ভদ্রসমাজে নাম গ্রহণের অযোগ্য পতিতা রমণীগণের দ্বারা এখানে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য অনুকরণ আমাদের দেশে সর্ব্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে না। রমণী অভিনেত্রীর অভাবে ঈদৃশ রঙ্গশালার অনুকরণের সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পন্ন হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নীতিকে পদতলে দলিত করিয়া সুরুচি ও শিষ্টাচারের মস্তকে লগুড় প্রহার পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা যৎপরোনাস্তি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, ঈদৃশ নাট্যশালা সমূহদ্বারা দেশে দুর্নীতির স্রোত প্রবলতর হইতেছে। কতই প্রলোভন তথায় যুবকগণের মনোহরণ করিবার জন্য, ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে! কত ছাত্র, কত যুবক, কত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ঈদৃশ নাট্যশালার চাকচিক্যময় মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া, পবিত্র অধ্যয়ন তপস্যা ও কর্ত্তব্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, পাপ স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করে। তদ্ব্যতীত কলুষিত জীবন রমণীগণ সর্ব্বজন সমক্ষে, নির্লজ্জভাবে, সীতা, সাবিত্রী, যশোধরা প্রভৃতি আর্য্য সতীগণের ও চৈতন্য, বুদ্ধ, রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সাজে সজ্জিত

হইয়া, তাঁহাদের পূত চরিত্রের অভিনয় পূর্ব্বক, ভারত সন্তানের হৃদয়ে চির-গ্রথিত তাঁহাদের পবিত্র নামে বিদ্রূপ লেপন করিবে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, এবং ইহা অপেক্ষা দেশের নৈতিক দুর্গতির বিষয় আর কি হইতে পারে ?

হে বঙ্গীয় যুবকগণ ! তোমরা হৃদয়োৎকর্ষসাধক নাট্যশালাকে সর্ব্বপ্রকারে কলঙ্ক শূন্য করিতে যত্নবান্ হও। তোমরা দলে দলে নদীতীরে ভ্রমণ পূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শন কর ; স্রোতস্বিনী সিকর-সিক্ত মৃদু পবনের স্নিগ্ধ হিল্লোল স্পর্শে শরীর মনের প্রফুল্লতা সঞ্চয় কর। যদি সম্ভব হয়, তবে তোমরা হিমালয়ের উন্নত শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক হিমকিরীটী গগন-স্পর্শী কাঞ্চনজঙ্ঘার বালারুণরাগরঞ্জিত পবিত্র শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হও অথবা নিবিড় শোভাময় সরস বনমধ্যে বিচিত্র পার্ব্বত্য বৃক্ষলতা ও কুসমাবলীর মনোহর শোভা দর্শন এবং শৈল-নিকুঞ্জবিহারী সুন্দর বিহঙ্গম কুলের মধুর কাকলিশ্রবণে পুলকোচ্ছ্বাসিত হও। তোমরা দলে দলে নবীন শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত শ্যামশোভা মধ্যবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন সংকীর্ণ পথে পাদ চারণা করিতে করিতে, ঘন পত্রাবৃত বৃক্ষশাখাসমাসীন পিককুলের ন্যায়, উন্মুক্ত হৃদয়ে, সমুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রকৃতি সঙ্গীত গাহিয়া, প্রকৃতি বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া দেও, অথবা নৈশ-নীলাম্বর-চন্দ্রাতপ-অঙ্গে, অসংখ্য নক্ষত্র-দীপ-মালার সুন্দর সজ্জা এবং ছায়াপথের বিমল শোভা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাহিয়া উঠ,—"অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময় ? অযুত কিরণ

ধারা তোমাতে পাইছে লয়।" তোমরা বয়স্যে বয়স্যে মিলিত হইয়া মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া পবিত্র রহস্যালাপ কর; সুরুচি-সঙ্গত, নীতিগর্ভ কাব্য ও উপন্যাস পাঠ কর; নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া গাঢ় ভাবে সংগীতালাপ কর, অথবা অশ্রুসিক্ত নয়নে নির্দ্দোষ যাত্রাভিনয় সম্ভোগ কর; কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য ও তপস্যা বিস্মৃত হইয়া, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া আমোদপ্রিয়তার প্রখর স্রোতে ভাসমান হইও না। এরূপ অপবিত্র আমোদ হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সংযত রাখ, এবং বদ্ধপরিকর হইয়া প্রতিজ্ঞা কর যে যতদিন এই সুনীতির কণ্টক নাট্যাভিনয় হইতে সমূলে উৎপাটিত না হইবে ততদিন রঙ্গালয় সমুহে কদাপি পদার্পণ করিবে না।

দশম অধ্যায়।

প্রকৃতি, সৌজন্য, প্রীতি।

এ পর্য্যন্ত চরিত্রের দৃঢ়াংশমাত্র আলোচিত হইয়াছে। যাহাতে মানসিক বৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ বিকাশ লাভ হয়; যাহাতে শ্রমশীলতার অভ্যাস, কর্ত্তব্য জ্ঞানেরস্ফূর্ত্তি ও অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার শিক্ষা হয়; যাহাতে যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিতাচারী হওয়া যাইতে পারে এবং আত্মসংযমের শিক্ষা ও সাধনা হয়, পূর্ব্ব কয়েকটী অধ্যায়ে তাহারই উপায় বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকলের শিক্ষা না হইলে চরিত্র সংগঠিত হয় না; মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না; এবং জনসমাজ মধ্যে মানবের অবস্থিতি ও উন্নতি সম্ভব হয় না। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে এ সমুদায়, চরিত্রের উন্নত অচল-শিখরে আরোহণ করিবার কঠিন পাষাণ-সোপান মাত্র। চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি, হৃদয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও উৎকর্ষলাভে। হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

কেহ যদি বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বোক্ত দৃঢ়বৃত্তি নিচয়ের বিকাশের জন্য কঠোর সাধনা না করিয়াও হৃদয়ের উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব, তবে তিনি ভ্রমে পতিত হইবেন। ভাব-প্রবণতা মাত্র হৃদয়ের অনুশীলন নহে। সাময়িক ভাবদ্বারা পরিচালিত

হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়াংশের কঠোর সাধনা না করিলে হৃদয় বৃত্তি সমূহের পরিণতি হয় না। ভাবুকতায় হৃদয়ের অনুশীলন আরম্ভ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু যে বিশ্বব্যাপী নির্ম্মলপ্রীতিতে তাহার পরিণতি, চরিত্রের দৃঢ়াংশের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সেই প্রীতি কখনই স্থায়িভাবে লাভ করা যায় না।

সংগ্রামেই মানব জীবনের প্রতিষ্ঠা; সাধনায় তাহার উন্নতি; সৌন্দর্য্য ও প্রীতিতে তাহার পরিণতি। দৃঢ়তায় মনুষ্যত্বের সাধনা, কোমলতায় তাহার সিদ্ধি। কোমলতা মানব চরিত্রের লক্ষ্য; কাঠিন্য তাহার উপায়। কোমলতা বিকাশ, কাঠিন্য প্রকরণ; কোমলতা শস্য, কাঠিন্য তাহার বহিরাবরণ। জীবনগত সংগ্রাম জনসমাজে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে; শ্রম ও কর্ত্তব্যকে সংস্থাপিত করে; মিতাচার ও আত্মসংযমের দৃঢ়তা সাধন করে; শান্তি ও পবিত্রতার বিস্তার করে,—উচ্চতর প্রীতিময়, কোমল, সুন্দর জীবন তদুপরি অভিব্যক্তি লাভ করে।

কঠোর সাধনা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়বৃত্তির আংশিক বিকাশ সম্ভব হইলেও, তাহার উচ্চতর পরিণতি সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কেবল কঠোর ভাবের সাধনা দ্বারা তেজস্বিতা ও দৃঢ়তায় সিদ্ধি লাভ করিলেও চরিত্রের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও জীবনের পূর্ণ-বিকাশ সাধিত হয় না। দৃঢ় ও কোমল বৃত্তি নিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন ও সমঞ্জসীভূত বিকাশই মানব চরিত্রের পূর্ণ-আদর্শ। যখন অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

ও আত্মসংযমের উপর সুকোমল, পবিত্র প্রীতি-কুসুম বিকসিত হইয়া, জনসমাজকে সৌরভে আমোদিত করিতে থাকে, তখনই মানব চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে।

হৃদয় বৃত্তির অভিব্যক্তির প্রথম সোপান প্রকৃতি। প্রচলিত কথায় ইহাকে মেজাজ বলে। শুষ্ক, কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন বিষম ক্লেশকর। মানবের প্রকৃতি যদি কোমল ও মধুর না হয়, তবে কর্ত্তব্য নিজের নিকটেও ভারবহ বোধ হয়, জনসমাজেরও অপ্রীতিকর এবং পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অটল নিষ্ঠা দ্বারা জগতে কর্ত্তব্য সহজে সম্পন্ন হয় না। একটু মধুর বাক্য, একটু প্রফুল্ল দৃষ্টি, একটু সন্তোষের হাস্য শত শত লোকের হৃদয় জয় করিয়া, গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। সহিষ্ণু, অনুদ্বেজিত ও প্রফুল্ল প্রকৃতি, স্বকীয় এবং পরকীয় সুখ শান্তির নিদান।

জগতে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাহারা স্বভাবতঃই আশাশীল ও সুমিষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন। তাহাদের নিকট সংসার সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রতি পুষ্পের বিকাশে, প্রতি পল্লব মর্ম্মরে, প্রতি বিহঙ্গ সঙ্গীতে, প্রতি পবন-হিল্লোলে তাহারা উচ্ছ্বসিত আনন্দ অনুভব করে। পিতামাতার স্নেহ, তনয় তনয়ার অর্দ্ধস্ফুট ভাষা, বন্ধু বান্ধবের প্রীতির মধ্যে তাহারা নির-তিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা স্বয়ং সর্ব্বদা আশা ও আনন্দে পূর্ণ থাকিয়া, প্রফুল্লমনে, লঘু-হস্তে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে এবং যেখানে গমন করে, সেইখানেই আনন্দের

জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতে থাকে। রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা তাহাদিগের প্রফুল্লমুখকে বিরক্ত ও সহিষ্ণুতাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। রোগী তাহাদের মুখ দেখিলে আশা ও আনন্দ লাভ করিয়া, রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। তাহাদের দুঃখ ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত পর্ণ কুটীরে সামান্য শাকান্নও যেন সুখ ও শান্তির সংবাদ বহন করিতে থাকে। অত্যাচার উৎপীড়ন তাহাদিগের পরদুঃখকাতর হৃদয়কে সঙ্কুচিত, ও স্নেহ বিগলিত নেত্রকে বিশুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না। মানবের প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার শাণিত অসিও তাহাদের হস্তকে লোকহিত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা। দুঃখযন্ত্রণার ভার বহন করিতে হইলেও তাহারা, অক্ষুব্ধ চিত্তে, প্রফুল্ল মনে তাহা করিয়া থাকে। ঈদৃশ মানবগণের জীবনভার নিতান্ত লঘু ও জন সাধারণের প্রীতিপ্রদ।

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের নিকট সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বালারুণের মধুর কিরণ, বা পূর্ণশশীর মনোহর শোভা তাহাদের নিবিড় তমোময়, দুর্ভেদ্য হৃদয়-মধ্যে একটী রেখাও প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না। বিহঙ্গকুলের কাকলি বা তরঙ্গিনীর উল্লাস-নৃত্য; কুসুম নিকরের বিমল সৌরভ বা শস্যক্ষেত্রের ঘন শ্যাম-কোমল-শোভা তাহাদের দুঃখ-সন্তপ্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে প্রফুল্লতার লেশ মাত্র সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না। জনক জননীর অনুপম স্নেহ, সোদর সোদরার

নির্ম্মল সেবা-যত্ন ও বন্ধু বান্ধবের অকপট প্রীতির মধ্যে তাহারা বিষম স্বার্থপরতা দেখিতে পায় এবং সন্তান সন্ততির প্রতিপালন ও শিক্ষা একটা ঘোর উৎপীড়নময় নরক যন্ত্রণা বলিয়া অনুভব করে। জনসমাজের নৃত্যগীত, পান ভোজন, আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহারা অসারতা ও দুঃখ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পায় না। ঈদৃশ দুঃখবিভীষিকাগ্রস্ত মানবগণের মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই অসহিষ্ণুতার, বিরক্তিপূর্ণ বিকটভাব প্রকাশ পায় এবং তাহারা যেখানে যায় সেখানেই অসন্তোষের গরল বিস্তার করিয়া থাকে। যদি রোগীর সেবা করিতে হয়, তাহারা ভাবি বিপদে কম্পিত, উদ্বিগ্ন মুখে রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার প্রতিক্ষণ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, তাহার প্রাণে বিভীষিকা ও অস্থিরভাব সঞ্চার করিবে। যদি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, তবে মহা বিরক্তির সহিত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে হস্তক্ষেপ করত সমস্ত সময় দারুণ অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকিবে। দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহারা অনবরত উদ্বিগ্ন চিত্তে, অতি সন্তর্পণে প্রতিপদবিক্ষেপ গণনা পূর্ব্বক, পদনিক্ষেপ করিতে থাকে, অথচ দুঃখ যন্ত্রণাও তাহাদিগকে স্বীয় অনিবার্য্য অধিকার হইতে কদাপি অব্যাহতি দান করেনা। ঈদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন মানব সংসার ক্ষেত্রে কেবল অসন্তোষ, ক্ষোভ ও বিরক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক স্বীয় জীবনকেও দুর্ব্বহ করিয়া তুলে, এবং আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশিমণ্ডলীরও যৎপরোনাস্তি বিরক্তি ও অপ্রীতির ভাজন হয়।

বাস্তবিক প্রফুল্লতা ব্যতীত জীবন ধারণ বিড়ম্বনা এবং শারীরিক, মানসিক অথবা নৈতিক স্বাস্থ্য অসম্ভব। ডাক্তার স্মাইল্‌স্ বলিয়াছেন, "চক্ষুর আনন্দজ্যোতিঃ জীবনের সর্ব্ব বিভাগে ঔজ্জ্বল্য, শোভা এবং আনন্দ বিকিরণ করে। ইহা শীতলতার উপর করজাল বিস্তার পূর্ব্বক, তাহাকে উষ্ণ করিয়া তুলে যন্ত্রণায় সান্ত্বনা প্রদান করে; মূর্খতাকে জ্ঞানালোকিত করে এবং দুঃখকে সুখে পরিণত করে। চক্ষুর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বুদ্ধিকে আলোকে উদ্ভাসিত করে এবং সৌন্দর্য্যকে উজ্জ্বলতা দান করে। এতদ্ব্যতীত জীবনে সূর্য্য কিরণ অনুভূত হয় না, কুসুম সমূহ বৃথাই বিকসিত হয়, দ্যুলোক ও ভূলোকের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর বা স্বীকৃত হয় না এবং এই বিশ্ব নীরস, নির্জ্জীব, প্রাণবিহীন মহাশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, প্রফুল্ল প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত ও চিন্তাশক্তি বিহীন। এই ধারণা ভ্রান্তি-সঙ্কুল। বাস্তবিক দেখা যায়, জগতের শিরোভূষণ-স্বরূপ গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই সচরাচর মহা প্রফুল্ল, প্রেমিক এবং আশা ও নির্ভরশীল। ঈশ্বরবিশ্বাসী দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই ঘন তমোরাশি মধ্যে আলোক দর্শন করেন; বর্ত্তমান অমঙ্গলের মধ্যে ভাবী মঙ্গল দর্শন করেন; উপস্থিত ব্যাধি যন্ত্রণার মধ্যে ভাবী স্বাস্থ্য উপলব্ধি করেন; ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পবিত্রতা ও সংযম শিক্ষা করেন এবং দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য হইতেও জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাহস সঞ্চয় করিয়া থাকেন। প্রফুল্লতা জীবনের

উন্নতির কুসুমাস্তরণবিশিষ্ট কোমল পথ। প্রফুল্লতা নৈতিক জীবনের বিশ্বস্ত প্রহরী ; কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে কুসুমোদ্যানবেষ্টিত শীতল নির্ম্মল সরোবর এবং অসীম ধর্ম্মপারাবার বক্ষঃস্থ সাধনা তরণীর সুমন্দ অনুকূল পবন।

জেরেমি টেলর যখন হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া, যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, তখন তিনি উৎপীড়কগণকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তাহারা আমার নিকট হইতে সকলই কাড়িয়া লইয়াছে। আর কি আছে? কিন্তু আপনার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখি তাহারা আমার জন্য এখনও যথেষ্ট রাখিয়াছে। আমার সূর্য্য চন্দ্র আছে, সাধ্বী স্ত্রী আছেন ; আমার অবস্থায় সহৃদয়তা প্রদর্শন ও সাহায্য করিবার জন্য কত বন্ধু বান্ধব আছেন। * * * * তাহারা আমার প্রফুল্ল মূর্ত্তি, হৃদয়ের আনন্দ এবং নির্ম্মল বিবেক গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ঈশ্বরের কৃপা, ধর্ম্মের সুখ, পরলোকের আশা, এবং তাহাদের (উৎপীড়কগণের) উপর করুণা আমার এখনও আছে।

কাহারও কাহারও মত এই যে, জন্মগত প্রকৃতি শিক্ষা বা শাসনদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই মতের মধ্যে অনেক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব প্রকৃতির অন্য এক পার্শ্বও আছে। ইহা শিক্ষা দ্বারা অনেকাংশে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। প্রকৃষ্টতর শিক্ষা-প্রণালীর অভিজ্ঞতায় ইহা দেখা গিয়াছে যে,সংসর্গ, দৃষ্টান্ত, অনুকরণ ও অভ্যাসগুণে মানব-আত্মার

ভিন্ন ভিন্ন দিক্ স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতিকূলে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। যে প্রকৃতি একান্ত ভাব-প্রবণ, কঠোর সাধন, শাসন এবং সঙ্গগুণে তাহাতে জ্ঞানপ্রবণতা বিকাশ লাভ করিয়াছে। যে প্রকৃতি একান্ত নির্ম্মম ও কঠোর জ্ঞান-প্রবণ, যথাযথ উপায় বিধানে তাহার পার্শ্বে সৌন্দর্য্যপরায়ণতা ও মধুর স্নেহের প্রস্রবণ সৃষ্ট হইয়াছে। যে প্রকৃতি একান্ত উদ্ধত, রুক্ষ ও স্বার্থপর ছিল, শিক্ষা ও সাধনার প্রকৃষ্ট প্রণালীর গুণে কালক্রমে তাহা বিনীত, শ্রদ্ধাসমন্বিত ও নিঃস্বার্থভাব ধারণ করিয়াছে এবং মধুর প্রীতিরসে বিগলিত হইয়া, মানব জাতির সেবায় আপনাকে জন্মের মত সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। ইহা যদি সম্ভব না হইত তবে মানবের আশা করিবার আর কিছুই থাকিত না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব জন্মগত প্রকৃতির কঠোর, দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া, জড় বস্তু বা ইতর জীবের ন্যায়, বদ্ধজীবন যাপন পূর্ব্বক ইহলোক হইতে অবসৃত হইত। কিন্তু পরম কারুণিক মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের অভিপ্রায় তাহা নহে। তিনি প্রত্যেক মানবকেই স্বীয়, অসীম জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা ও আনন্দ ভাণ্ডারের অপক্ষপাত অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কেবল যথাযথ আত্মদৃষ্টি ও সাধনার অভাবেই আমরা জন্মগত প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই না। নির্ম্মল-বিবেকে, অকুণ্ঠভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে অভ্যস্ত হইলে স্বতঃই মানবহৃদয়ে প্রফুল্লতার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে এবং যে পরিমাণে এই জগৎকে মঙ্গল ও আনন্দময় বলিয়া বোধ হইবে ও ইহার সহিত

মুখী সৌন্দর্য্য অনুভবের শিক্ষা হইবে সেই পরিমাণে, কুসুম কলিকার বিকাশের ন্যায় স্বতঃই মানব-হৃদয়ে প্রফুল্লতা বিকসিত হইয়া উঠিবে।

মহৎ ব্যক্তিগণের জীবন চরিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের প্রতিভা প্রফুল্লতা কিরণে উদ্দীপ্ত ও হৃদয়ক্ষেত্র সন্তোষে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের জীবনে তাঁহারা কখনও যশ, বিত্ত বা প্রভুত্বের জন্য ব্যাকুল হন নাই। কিন্তু যাহাতে জগৎ সংসারে আনন্দ বিস্তার করা যায়, যাহাতে জীবনে সৌন্দর্য্য, সুখ ও মঙ্গল সম্ভোগ করা যায়, তাঁহাদের সমগ্র প্রাণ সেই সাধনায় নিমগ্ন থাকিত। অধিক কি তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই বিত্ত, যশ ও ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া, সংসারে বিবিধপ্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে। তথাপি তাঁহাদের হৃদাকাশে প্রফুল্লতার পূর্ণশশী কখনও রাহুগ্রস্ত হয় নাই। তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ের আনন্দসঙ্গীতে জগৎকে চির দিনের জন্য উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লতার মূলমন্ত্র আনন্দ ও প্রীতি। যাহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দ ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ, পার্থিব উৎপীড়ন দূরের কথা, মরণভয়ও তাহার মুখকে ম্লান করিতে সমর্থ হয় না। আশান্বিত ও প্রীতিশীল ব্যক্তি জনসমাজ মধ্যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বিস্তার করিয়া স্বয়ং সুখী হন, অপরকেও সুখী করেন। বেন্থাম বলিয়াছেন, "যে পরিমাণে মানব অপরকে সুখ দান করিবে, সেই পরিমাণে তাহার স্বীয় সুখ-ভাণ্ডারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।"

কবি রজার্স একটী ক্ষুদ্র বালিকার গল্প বলিতেন। সেই বালিকার সহিত যাহার পরিচয় হইত সেই তাহাকে ভালবাসিত। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "সকলে তোমাকে এত ভালবাসে কেন?" বালিকা উত্তর করিল, "আমার মনে হয়, আমি সকলকে এত ভালবাসি বলিয়া।" এই কথাটী বালিকার মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও ইহার মূল্য অনেক অধিক। অন্যের প্রতি প্রীতিতেই মানবের প্রকৃত সুখ। আমাদের যতই কেন ব্যক্তিগত সাংসারিক সফলতা লাভ হউক না, এবং সেই সফলতা আমরা যতই কেন সাধু পথে থাকিয়া উপার্জ্জন করি না, প্রত্যেক মানবের প্রতি সজীব প্রীতির সঞ্চার না হইলে উহা আমাদিগকে পূর্ণ সুখ ও প্রকৃত আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা সকল দুঃখের মূল। যে ব্যক্তি আপনাকে লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহার অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ও ব্যক্তিকে সে তাহার নিজের স্বার্থ সাধনের উপায়রূপে দর্শন করে। সকলে তাহার সুখ বিধান করুক, সে কাহারও সুখের জন্য চিন্তা করিবে না; সকলে তাহার সুবিধা করিয়া দিউক, সে কাহারও সুবিধা বা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; তাহার সামান্য শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে সকলে আসিয়া তাহার সেবা করুক, কিন্তু জনসমাজের শোক ও দুঃখের ক্রন্দনে তাহার শান্তিময়ী নিদ্রা ও সুখ স্বপ্ন যেন ভগ্ন না হয়,—এই তাহার দিবানিশি

সাধন, সুতরাং সিদ্ধিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অনবরত আপনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আপনাকেই পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপনার সুখ দুঃখের পরিমাণ করিতে করিতে, সে নিজেই নিজের পূজনীয় ক্ষুদ্র দেবতা স্বরূপ হইয়া উঠে। ঈদৃশ ব্যক্তির সুখ কোথায়? আত্মসুখান্বেষণেই দুঃখ, আত্মবিস্মৃতিতেই সুখ। সুখে সচ্ছন্দে, শান্তি ও আনন্দে জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইতে হইলে, স্বীয় স্বার্থের প্রাচীর-উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, মুক্ত ভাবে বিস্তৃত জগতে হৃদয়কে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে, স্বীয় জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তুচ্ছ করত, মানব চরিত্রের চরম লক্ষ্য—বিশ্বব্যাপিনী প্রীতির শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

হৃদয় বৃত্তির অভিব্যক্তির দ্বিতীয় সোপান—সৌজন্য। সৌজন্য চরিত্রের গাঢ় সৌন্দর্য্য। ইহা মানবের কার্য্যের আভরণ এবং কর্ত্তব্যের সৌরভ স্বরূপ। সৌজন্য সামাজিক সম্বন্ধকে সুমিষ্ট করে, ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্যকে অনুরঞ্জিত করে এবং সমগ্র জীবনকে প্রফুল্ল ও মধুময় করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি জনসমাজে বাস করিয়া সৌজন্যভূষণে বঞ্চিত, সে অতি কৃপাপাত্র। যাহার সৌজন্য নাই, তাহার বাক্য মধুরতাবিহীন, নয়ন প্রফুল্লতাশূন্য, বদন সন্তোষ চিহ্নবর্জ্জিত, অঙ্গভঙ্গী কোমলতাবিহীন এবং কার্য্য অতৃপ্তিময়। অকারণে কর্কশ কথায় বা ব্যবহারে লোকের মনে কষ্ট দিতে, সম্মানার্হ ব্যক্তির অবমাননা করিতে, শোক সন্তপ্ত প্রাণের যন্ত্রণা বর্দ্ধিত করিতে,

মৃতের উপর খড়গাঘাত করিতে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিলে যদি অপরে সুখী হয় সে কখনই তাহা করিতে সম্মত হইবে না। সে উপকার স্মরণ করিয়া উপকারীর নিকট মস্তক অবনত করিতে জানে না; স্নেহের প্রতিদানে হাস্য ও তৃপ্তি প্রকাশ করিতে পারে না এবং আত্মোৎসর্গকারী সেবা প্রাপ্ত হইয়া দুই বিন্দু অশ্রুপাত পূর্ব্বক ভাবের কৃতার্থতা প্রকাশে সক্ষম নহে। সাধারণের যথার্থ ত্রুটী ক্ষমা করা দূরে থাকুক, প্রতিপালক, জ্ঞানদাতা বা প্রীতিশীল ব্যক্তির বিন্দুমাত্র ব্যবহার যদি তাহার স্বার্থ ও ইচ্ছার প্রতিকূল হয়, তবে সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাঁহার হৃদয়ে নির্ম্মম ব্যবহারের শাণিত ছুরিকা প্রবেশ করাইতে কুণ্ঠিত হয় না। ঈদৃশ সৌজন্য-বিহীন বর্ব্বর বিদ্যালাভে সফলকাম ও দৈনিক কার্য্যে তৎপর হইলেও, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া থাকে। সে আপনিও সুখী হইতে পারে না, অপরকেও সুখী করিতে সমর্থ হয় না। সে কেবল জনসমাজের বিরক্তিকর বৃশ্চিকবৎ অসৌজন্য ও অভদ্রতার তীব্র দংশনে সকলকে প্রতিনিয়ত মর্ম্মাহত করিতে থাকে।

দৃপ্ত ও কঠোর ভাব দ্বারা আত্মনিগ্রহ হয়, আত্মসংযম হয়, কর্ত্তব্য সাধন হয়, কিন্তু জনসমাজের হৃদয় তদ্দ্বারা বিজিত হয় না। জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ বাক্যে ও ব্যবহারে। সৌজন্য বাক্যের মধুরতা সম্পাদন করে এবং ব্যবহারের ভূষণস্বরূপ হয়। সৌজন্যের মিষ্টতাতেই জগতের হৃদয় লাভ করা যায়। সৌজন্যবিহীন, অটল ও দৃপ্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, জগতের অল্প সংখ্যক

মাত্র উচ্চাশয় ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, কিন্তু জনসাধারণ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা দূরে থাকুক, উগ্রতাই সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সৌজন্যের সুশীতল বায়ুতে তাহাদিগের হৃদয় কুসুম বিকসিত হইলে তাহারা কর্ত্তব্যের অনমনীয় দৃঢ়তার অর্থ কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং, শ্রমই হউক বা সংযমই হউক; ন্যায়ই হউক বা সত্যই হউক; নীতিই হউক বা ধর্ম্মই হউক, সৌজন্য ব্যতীত কিছুই সাধারণ জীবনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সৌজন্যের অভাবে,কি সামাজিক জীবনে, কি ব্যক্তি-গত জীবনে কোন কার্য্যেই সুসিদ্ধি এবং আনন্দলাভ সম্ভব নহে।

সৌজন্য হৃদয়-নিঃসৃত স্বাভাবিক করুণা ও প্রীতি রসের ফল। উহা বাহ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন মাত্র নহে। হৃদয়ে প্রকৃত ভাবের উদয় হইলেই তাহা মানবের মুখমণ্ডলে স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং কার্য্যকে অনুরঞ্জিত করত হস্ত পদে ব্যস্ততা ও লঘুতার সঞ্চার করিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত সম্মান নাই, প্রকৃত সহানুভূতি নাই এবং প্রকৃত বিনয় নাই, সেখানে মৌখিক সম্মান, সহানুভূতি ও বিনয় প্রদর্শন করিলে মানবাত্মার অধোগতি হয়। অনবরত বাহ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনে মানবের মন কপটতায় অভ্যস্ত হয় এবং ছলনাময় মিষ্ট ব্যবহারের অভিনয় দ্বারা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। বাহ্য শিষ্টাচার গৃহ ভিত্তিতে চিত্রিত কৃত্রিম দ্বারের ন্যায় জনসমাজের চক্ষুকে নিয়তই প্রতারিত করিয়া থাকে এবং মানবকে কখনই স্বীয় হৃদয়ের প্রকৃতদ্বার উদঘাটন করিবার অব-সর দান করে না।

এই প্রসঙ্গ মধ্যে সৌজন্যের কতিপয় স্থূল স্থূল লক্ষণ উল্লিখিত হইতেছে। কিন্তু জীবনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কার্য্য ও ব্যবহারে যাহাতে স্বাভাবিক সৌজন্য প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রত্যেকেরই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সাধনা করা কর্ত্তব্য। দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন, সামান্য সামান্য বিষয়ে নিজে একটু কষ্টস্বীকার করিয়া অপরকে সুখী করিবার চেষ্টা করা, অনর্থক অপরের হৃদয়ে আঘাতপ্রদান হইতে বিরত থাকা প্রত্যেক ভদ্রনামধারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত। সাধনা ও অভ্যাস, প্রকৃতির প্রফুল্লতা বিকাশের ন্যায়, সৌজন্যের বিকাশেও সমর্থ।

সৌজন্যের একটী লক্ষণ—অপরের প্রতি সম্মান। যাহার যে প্রকৃত গুণ তাহা অকপট চিত্তে স্বীয় অন্তরে অনুভব করিলে স্বভাবতঃই সেই গুণের জন্য তাহার প্রতি মানবের শ্রদ্ধা ও সম্মান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে। অপরের সহিত যেখানে মতের ও কার্য্যের ঐক্য হইতেছেনা, সেস্থলেও আপনার ন্যায় অপরের মত ও কার্য্যকে সম্মান প্রদান করিতে হইবে। স্বীয় মত ও বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার আমার যেমন সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অপরেরও তাহার নিজের মত ও বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার সেইরূপই অধিকার আছে এবং আমার সেই অধিকারকে আমি যে পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সকলকে বাধ্য মনে করি, আমিও সেই পরিমাণে প্রত্যেকের সেই অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য, এইরূপ বিবেচনা করিলে, পরস্পর পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা

আর অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত কলহ, মনোভঙ্গ ও সুহৃদ্বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মত, বিশ্বাস ও কার্য্যকে আমরা সম্মান করিতে বাধ্য। তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ ভ্রম বা অন্যায়ও থাকে, তবে অশ্রদ্ধার সহিত তাঁহার মতের প্রতিবাদ না করিয়া, সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার সরল বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। নচেৎ শান্তি ও সদ্ভাবের অভাব ঘটে এবং সৌজন্যের হানি হইয়া থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনদিগকে সম্মান করা সার্ব্বভৌমিক নীতির উপদেশ। বয়ঃকনিষ্ঠকেও যথাযথ সম্মান করিতে হইবে। বালক তাহার সহচরবর্গের মধ্যে যে সম্মান প্রাপ্ত হয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তাহাকে সেই সম্মান প্রদান করিবেন। প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র কাহারও নিকটে মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচনির্ব্বিশেষে সকলকে সম্মান করা উন্নত সৌজন্যের লক্ষণ। কারণ, সকলেরই হৃদয়ে মনুষ্যত্ব ও প্রীতি আছে। স্কচ্ কবি বার্ণ্স্ জনৈক সুশীল কৃষকের সহিত রাজপথে শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া একজন স্কচ্ যুবা তাঁহাকে অনুযোগ করেন। তাহাতে বার্ণ্স্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কৃষকের পরিচ্ছদের সহিত আলাপ করেন নাই। কিন্তু তদভ্যন্তরে যে মানব রহিয়াছে তিনি তাহারই সহিত কথা কহিয়াছেন এবং তিনি আরও বলিলেন যে, সেই মানব হয়ত কোনও দিন প্রকৃত মনুষ্যত্বে সেই

যুবককে ও তাঁহাকে, এবং তাঁহাদের ন্যায় আরও দশ জনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারে।

নারীজাতির প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করা ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। নারী বিধাতার সাক্ষাৎ পালনী শক্তি। নারী কোমলতার আধার, করুণা ও স্নেহের সুমিষ্ট উৎস, সহানুভূতি ও প্রীতির শীতল সরোবর এবং সেবা, যত্ন ও আত্মত্যাগের অবতার। নারী আমাদের জননী, নারী আমাদের ভগিনী। নির্ম্মল-স্বভাবা, সংসারের মাধুর্য্য ও শ্রীস্বরূপা নারীকে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, তাঁহার ন্যায় কাপুরুষ, পাষাণ হৃদয় ও কৃপাপাত্র আর কে আছে? যে জাতি নারীর সম্মান রক্ষা করেনা, তাহারা অশেষ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়া, ত্বরায় অধঃপতিত হইয়া থাকে। জগতের ইতিবৃত্ত ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্য্যগণ নারীজাতিকে যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিতেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণ ভারতবর্ষে সম্পূজিতা ছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহাদের পবিত্রনাম ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন, "যে জ্ঞানবান্ সে কদাপি প্রকৃতির (ঐশ্বরিক শক্তির) অবমাননা করিবে না। সকল পুরুষ যদ্রূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নারীও তদ্রূপ প্রকৃতির অংশ। * * * প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে যত গোপিবর্গ আছেন, তৎসমুদায়ই প্রকৃতির অংশ অথবা তাঁহার অংশের অংশ। অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে একটীকেও অপমান

করিলে প্রকৃতিরই অবমাননা করা হয়।” ভগবান মনু বলিয়াছেন, “যেখানে নারীজাতি পূজিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, আর যেখানে নারী সম্মানিত না হন সেখানে সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।” প্রাচীন ঋষি ও সংহিতাকারগণ নারীজাতির সম্মান সম্বন্ধে এইরূপ বহুল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

দেশের রাজাকে সম্মান করা বিধেয়। রাজা প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা, ন্যায়বিধাতা ও মঙ্গলদাতা। প্রজাগণকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিবার জন্য, তাহাদের ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষার জন্য রাজা দিবানিশি চিন্তিত ও ব্যস্ত। পিতামাতা যদ্রূপ পরিবারের অভিভাবক, রাজা তদ্রূপ দেশবাসিগণের বিধি-নির্দ্দিষ্ট অভিভাবক। জনক জননীকে সম্মান ভক্তি করা যদ্রূপ অবশ্যকর্ত্তব্য, রাজাকেও সম্মান ভক্তি করা তদ্রূপ অবশ্যকর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বাস করিয়া, দস্যু তস্করের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ও জীবনের অন্যান্য নানাবিধ সুখ শান্তির পন্থা লাভ করিয়াও, তাহাকে ভক্তি করেনা, কিন্তু কুশিক্ষায় বিকৃত হৃদয় হইয়া, রাজাকে দেশের উৎপীড়ক বা শত্রুজ্ঞানে, রাজাজ্ঞার অবমাননা করে, রাজবিধির অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, রাজবাক্যে অবহেলা করে, সে অন্যান্য বিষয়ে সফলকাম হইলেও, উন্নত সৌজন্য-রত্নে বঞ্চিত। মণিহীন

মুকুটের ন্যায়, তাহার অন্যান্য বিষয়ে উন্নত জীবন নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। দেশের অশেষ কল্যাণ ও সুখ বিধাতা রাজাকে ভক্তি প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। রাজার হিতকামনা রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করা প্রত্যেক প্রজারই অবশ্য কর্ত্তব্য।

আত্মসম্মান সৌজন্যের আর এক লক্ষণ। আত্ম সম্মান ব্যতীত পরকীয় সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা অসম্ভব। আত্মসম্মান অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতা নহে। স্বীয় চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাই আত্মসম্মান। যে আপনার সাধুতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, পবিত্রতা ও প্রীতিকে সম্মান করিতে জানেনা, যে কপর্দ্দকের বিনিময়ে এই সকল উচ্চ সামগ্রীকে সংসারের পণ্যক্ষেত্রে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে অপরের চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। যে স্বকীয় মত, বিশ্বাস, ও কার্য্যের মূল্য এবং মর্য্যাদা জানে, সে অপরের জীবনের ব্যাপারও সেইরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার আত্মসম্মান আছে, আত্মসংযম তাহার সঙ্গের সঙ্গী। সে আপনাকে লোক চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ করিতে যেরূপ কুণ্ঠিত, অপরকেও লোক সমক্ষে অযথা-প্রকাশিত হইতে দেখিলে সেইরূপ লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তি অপরের জীবনকে স্বীয় জীবনের ন্যায় শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা দান করিতে সমর্থ। আত্মমর্য্যাদা ব্যতীত স্বকীয় উন্নতি সংসাধিত হয় না, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানও সম্ভব হয় না।

সৌজন্যের অপর এক লক্ষণ বিনয়। স্বকীয় অন্তরে যে সদ্গুণ সমূহের অভাব আছে, প্রকৃতভাবে তাহা অনুভব করিলে এবং অপরের মধ্যে সেই সকল গুণের সমাবেশ দেখিয়া সরল চিত্তে তাহা স্বীকার করিলে মানব-অন্তরে বিনীতভাবের আবির্ভাব হয়। বিনীত ব্যক্তির বাক্য কোমল, দৃষ্টি দীনতা-ব্যঞ্জক, কার্য্য সলজ্জ ও সঙ্কুচিত এবং ব্যবহার অভিমান-পরিশূন্য হইয়া থাকে। উদ্ধত স্বভাব কাহারও প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। বিনীত-হৃদয় প্রশান্ত-স্বভাব ব্যক্তিই সকলের অনুরাগভাজন হন। আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ দাম্ভিক ব্যক্তি কখন আপনার ত্রুটি বা অভাব দেখিতে পায় না, সুতরাং তদ্দূরীকরণের ইচ্ছা তাহার মনোমধ্যে উদিত না হওয়াতে তাহার কোনও প্রকার উন্নতি সম্ভব হয় না। বিনয়ী ব্যক্তি কখনও আত্মসম্মান বিহীন নহেন। তাঁহার মুখে কখনও দৃপ্তভাব দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু স্বীয় সাধুতা ও চরিত্রের তেজ তাঁহার অন্তর মধ্যে নিয়ত জাগ্রত থাকে। সুতরাং তিনি যেমন এক দিকে আপনার প্রকৃত মহত্বের গৌরবে আপনি সম্মানিত হন, অন্য দিকে আপনার অভাব ও অপূর্ণতার জন্য সর্ব্বদাই বিনীত থাকেন। লোক সমক্ষে, স্বীয় সফলতার জন্য যেমন কখনও তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায় না, তেমনি বিনীত হইতে গিয়া, তিনি কখনও আত্ম-মর্য্যাদা বিস্মৃত হন না। বিনয়ের অহঙ্কার-পরিশূন্য অথচ আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, সলজ্জ অথচ প্রফুল্ল, প্রশান্ত অথচ সজীব

সুমিষ্ট হাস্যে ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। বিনীত ব্যক্তির কখনও সহানুভূতির অভাব হয় না। এবং তৎকর্তৃক কেহ কখনও অপকার বা মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তির হৃদয় বালকের ন্যায় সরল ও মুকুরের ন্যায় নির্ম্মল। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণ বিনয় সম্পন্ন ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা মহাজ্ঞানী নিউটন স্বীয় অলৌকিক প্রতিভায় জগৎকে চমৎকৃত করিয়াও আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান করিতেন। গ্রীস দেশীয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস বলিয়াছিলেন, "লোকে এই জন্য আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে, যে আমি আমার অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছি।" ইহাই প্রকৃত বিনয়। ঈদৃশ বিনয়-সৌরভেই জগৎ আমোদিত ও মুগ্ধ হয়। অপর সাধারণ লোক অহঙ্কারকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যে বিনয়ের পরিচয় প্রদান করে, তাহা বিনয়ের ছায়ামাত্র। যে বিনীত, সেই উন্নত হয়। যে বিনীত সেই জন সাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ দান করে এবং আপনিও আনন্দিত হয়।

সৌজন্যের আর একটী লক্ষণ কৃতজ্ঞতা। যে বিনয়ী সে কৃতজ্ঞ। এই সংসারে মানবগণ পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। প্রতিকূল ঘটনারাজিকে প্রতিহত করিয়া, উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে করিতে তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি প্রতিনিয়ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। কি জীবিকা-অর্জ্জনে, কি জ্ঞানোপার্জ্জনে, কি চরিত্রের সাধনায়, কি ধর্ম্মের

তপস্যায়, মানবগণ পরস্পরের একান্ত মুখাপেক্ষী। দুর্ব্বল মানব সাহায্যের আশায় নিঃসহায় দৃষ্টিতে সবল ভ্রাতার মুখের প্রতি চাহিতেছে; সবল দুর্ব্বলকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেমহস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই সাহায্য না থাকিলে জনসমাজ এতদিন অরণ্যে পরিণত হইয়া যাইত। ইতর প্রাণিগণও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। মানব কি পশু অপেক্ষাও অধম? তাহা কখনই নহে। যে হৃদয় তন্ত্রী স্বার্থের ধূলিকর্দ্দমে জড়িত হইয়া পড়ে নাই, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সামান্য মাত্রও উপকার লাভ করিলে অমনি তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গীতে ঝঙ্কার করিয়া উঠে। উপকৃত ব্যক্তি আপনার অক্ষমতা ও দাতার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া দীনতা ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া নীরবে অশ্রুপাত করেন; কখন বা দাতার মুখের দিকে সকরুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, প্রাণের অন্তস্তলনিঃসৃত সুমিষ্ট ও সরল ভাষায় তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে সুখী ও আপ্যায়িত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। আপ্যায়িত ও প্রত্যপকৃত ব্যক্তিও উপকৃতের কৃতজ্ঞতা ও সদ্ভাবে লোকাতীত আনন্দ রসে ভাসমান হন।

হৃদয় বৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রীতিতে। সাধনা দ্বারা প্রকৃতির কোমলতা ও সংযম লাভ এবং সদ্ভাব ও সৌজন্যের প্রস্ফুরণ হইলে, মানব হৃদয়ে সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতির

উদয় হয় এবং এই সহানুভূতিই গভীরতা লাভ করত, বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়া মানবকে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা প্রদান করিয়া থাকে ।

মানবের চরিত্র বিকাশের প্রথম সোপানে স্বার্থপরতা বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় স্বকীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত করিবার প্রতিই তাহার একাগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সুতরাং অহরহঃ জীবন সংগ্রামে অপরকে পরাজিত করিয়া, স্বয়ং প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লাভ করিবার চেষ্টা তাহাকে ঘোরতর স্বার্থে আবদ্ধ করিয়া রাখে। চরিত্রের দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিলে মানবের সামাজিক দৃষ্টি বিকাশ লাভ করে। তখন আপনার ন্যায় অপর সামাজিক জীবের অধিকারের প্রতিও তাহার চক্ষু নিপতিত হয় এবং তখন সে আপনার স্বার্থকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া অপর দশজনের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিতে আপনাকে বাধ্য অনুভব করে। তখন তাহার অন্তরে সত্য, ন্যায় ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং স্বকীয় উন্নতির জন্য সে যে সাহস ও তেজস্বিতা প্রকাশ পূর্ব্বক জীবন সংগ্রামে জয়লাভের চেষ্টা করিত, অপরকেও তাহার অংশ প্রদান করিতে আরম্ভ করে। 'আমিও জীবিত থাকি, তোমরাও জীবিত থাক, আমিও উন্নত হই, তোমরাও উন্নত হও; আমিও সুখ এবং আনন্দ লাভ করি, তোমরাও সুখ এবং আনন্দ লাভ কর,'—তখন এই ভাব তাহার অন্তরে উদিত হয়। মানবজীবনে ও মানবসমাজে ইহা নীতির যুগ। নীতি মানবজাতির মধ্যে সংগ্রাম দূর করে;

ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জনসমাজে শান্তি সংস্থাপন করে এবং পরস্পরের মধ্যে উত্তরোত্তর কার্য্য-সৌকর্য্যের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতির সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই মানব চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ নহে।

মানব যখন চরিত্র শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে, তখন তাহার নয়নের সম্মুখে এক অভিনব দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহার হৃদয়ের উপর হইতে স্বার্থের যবনিকা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় এবং সে তখন সমগ্র মানবজাতিকে প্রীতি-অনুরঞ্জিত, মধুর দৃষ্টিতে দর্শন করিতে থাকে। তখন আর 'আমিও থাকি, তোমরাও থাক'—এভাব থাকে না, তখন কেবল 'তোমরাই থাক, তোমরাই উন্নত হও, তোমরাই আনন্দ লাভ কর; আর আমি তোমাদের সুখের জন্য আপনাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়া ফেলি'—মানবহৃদয়ে এই বিশ্বব্যাপী প্রীতির ভাব সমুদিত হইয়া থাকে। এই প্রীতির মধ্যে স্বার্থ নাই, রোষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই,—কেবল করুণার অনন্ত ভাণ্ডার লইয়া সে প্রফুল্ল বদনে মানব জাতিকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা যদি তাহার প্রতি কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ কর, তাহাকে পদতলে দলন কর, ঘোর নির্য্যাতনে মৃতপ্রায় কর অথবা প্রাণেও বিনাশ কর তথাপি সে তোমাদিগকে প্রীতিদান করিতে ক্ষান্ত হইবে না। তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার বিমল সৌরভেই সে

বিভোর। সে আত্মহারা প্রেমের অনন্তজীবন লাভ করিয়াছে, মর্ত্ত্য-প্রাণ, মর্ত্ত্য-জীবন তাহার নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ।

জড় শক্তিতেই জগতের অধিকাংশ লোকের অটল বিশ্বাস। সংসারের যাবতীয় কার্য্য সংসাধনে, তাহারা জড়শক্তির অন্বেষণ করে। অগ্নি, জল, বায়ু, তাড়িত সংগ্রহ পূর্ব্বক লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ধাতু স্তূপীকৃত করত, বুদ্ধির সাহায্যে তাহাদিগের সম্মিলনে, জীবনযাপন ক্রিয়াকে অতি সহজ করিয়া তুলিতে চাহে। অল্প সময়ে অধিক সুযোগ উপার্জ্জন করাই বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার উদ্দেশ্য। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত অন্ন বস্ত্র, গৃহসজ্জা প্রভৃতি উপার্জ্জন অতি সহজ হইয়া আসিয়াছে। জড়ীয় সভ্যতায় জড়ীয় সুখ সাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু উহা কি মানবকে সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে? অসংখ্য বাষ্পীয় যন্ত্র, লৌহবর্ত্ম, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য কি দুঃখীর দারিদ্র্য মোচন করিতে পারিয়াছে? রোগীর রোগ যন্ত্রণা দূর করিতে পারিয়াছে? শোকার্ত্তের হাহাকার ঘুচাইতে পারিয়াছে? অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিতে পারিয়াছে? সভ্যতার ধর্ম্মাধিকরণ সমূহ কি অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিতে সমর্থ হইতেছে? কারাগার সমূহ কি পাপীকে সাধু করিতে পারিতেছে? পুলিশ প্রহরী কি কুক্রিয়াসক্ত, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক, নরহন্তাকে পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাধুপথে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইতেছে? না, তাহা হইবার নহে। জড়-শক্তিতে বহু সুযোগ লাভ হয় বটে; বুদ্ধি ও কৌশলে অনেক কার্য্য সংসিদ্ধ হয়

বটে, কিন্তু ধন বল ও বুদ্ধিকৌশল, মানবজাতির প্রকৃত সুখ বিধান করিতে অসমর্থ। প্রীতির আত্মহারা উন্মাদিনী শক্তিই কেবল তাহা করিতে সমর্থ।

প্রীতিই মানব জাতিকে যথার্থ প্রাণদান করে। যেখানে নিষ্ঠুরতা, যেখানে অন্যায়, যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে অজ্ঞানতা, সেই খানেই প্রীতি স্বীয় দয়া ও সান্ত্বনার হস্ত প্রসারিত করিয়া দেয়। শোকের হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে, যন্ত্রণার কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে, প্রীতি ব্যথিত ও বিগলিত হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ সকরুণ-নয়নে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য ত্বরিত গমন করে এবং পাপীর অনুতাপের গভীর হাহাকার-ধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া, জগৎ সংসার, মান সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া,তাহাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রীতির হৃদয়-কিরণ সম্প্রপাতে, এই দুঃখ যন্ত্রণাতাপকলুষময় ধরাতলে আর্ত্ত-আশ্রম, পীড়িতাশ্রম, অনাথাশ্রম, উন্মাদাশ্রম, উদ্ধারাশ্রম প্রভৃতি, অগণ্য কুসুমরাজিবৎ বিকসিত হইয়া, আতুর অন্ধ অনাথ ও দুঃখিগণের অকপট আশীর্ব্বাদরূপ বিমল-সৌরভ বিকীর্ণ করিতে থাকে। প্রীতিই জগতের মূল শক্তি; সংসারের কুহক-সঙ্গীত। প্রীতিই মানবের অপূর্ণতা বিদূরিত করিয়া ধরাতলে স্বর্গ রাজ্য সংস্থাপন করে।

সহানুভূতিতে প্রীতির অনুশীলন আরম্ভ হয়। সহানুভূতিই প্রীতির গূঢ়মন্ত্র। ইহা অমঙ্গল ও পাপকে পরাজিত এবং মঙ্গল ও পুণ্যকে সংস্থাপিত করে। ইহা উৎপীড়কের ক্রোধ-

শান্তি করে এবং মানবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ গুণ সমূহের বিকাশ সাধন করে। অন্যের মনোমধ্যে প্রবেশ করার নাম সহানুভূতি। স্বীয় অভ্যাসগত দৃষ্টি, চিন্তা ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরের দৃষ্টিতে দর্শন করা, অপরের চিন্তায় বিচার করা এবং অপরের ভাবে অনুভব করার নাম সহানুভূতি। স্বীয় ব্যক্তিত্বের নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় সংকীর্ণতার ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া, যখন আমরা অপরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার ব্যক্তিত্বে অধিবাস করি, তখনই আমাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব দূরীভূত হয়, তখনই আমরা তাহার সুখদুঃখ, অভাব সামর্থ্য, প্রতিভা বিনয় প্রভৃতি-স্বীয় হৃদয়ে গাঢ় ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হই এবং তখনই আমরা তাহাকে সাহায্য অথবা সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি অথবা আমাদিগের প্রতি তাহার হৃদয়ের সদ্ভাব অবগত হইয়া প্রচুর আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করি। সহানুভূতি ব্যতীত সৌহার্দ্দ বা প্রীতি কিছুই সম্ভব নহে।

নিঃস্বার্থ প্রীতি বিকাশের প্রথম ক্ষেত্র গৃহাশ্রম। সিসিরো বলিয়াছেন, "প্রথম সমাজবন্ধন বিবাহে, তৎপরে পরিবারে এবং তৎপরে রাজ্যে।" নিঃস্বার্থ প্রীতি ও সেবাতেই স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, পিতামাতা,ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির মধুর সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। পূজনীয় জনক মহাশয় সন্তানগণের মুখের দিকে চাহিয়া যেরূপ প্রগাঢ় পরিশ্রমে, আপনার স্বাস্থ্য ও সুখ বিসর্জ্জন করিয়া, তাহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য অর্থোপার্জ্জন করেন, সংসারের আর কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ নিঃস্বার্থ ভাবে তাহা

করিতে সমর্থ ? জননীর নিঃস্বার্থ স্নেহের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সে আত্মহারা স্নেহের মধুর কাহিনী কেহ বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ হয় না।

এইরূপ আত্মহারা প্রীতির রসে লালিত ও পালিত হইয়া বালকবালিকাগণও বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রীতিশীল প্রকৃতিলাভ করে এবং একত্রে অবস্থান বশতঃ ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত জীবনের নানা সুখ দুঃখের অবস্থায় সহানুভূতি করিতে অভ্যস্ত হয়। ভ্রাতা, ভগিনীকে অকপট যত্ন ও আদরে সাহায্য করে; ভগিনী স্নেহে বিগলিত হইয়া ভ্রাতার সেবা ও যত্ন করে। ভাই ভাইয়ের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ও বিপদে বিপদ্ অনুভব করিয়া থাকে এবং পরিবারের বিস্তৃতির সহিত তাহাদের হৃদয় প্রীতিতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে।

গৃহাশ্রম মধ্যে সহানুভূতি যে পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, সামাজিক জীবনের সংস্রবে আসিয়া তাহা সেই পরিমাণে জন-সমাজের উন্নতি অবনতি বা অভাব দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তখন আর তাহা পারিবারিক সুখ দুঃখের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেনা। স্বদেশের, জনসমাজের সুখে, দুঃখে আপনাকে গ্রথিত করিয়া, সামাজিক কল্যাণ-সাধন ও অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হয়। তখন স্বদেশ ও সমাজ তাহার আপনার হয় এবং তখন সে আত্মীয় স্বজনের ন্যায় জনসমাজের ধন, প্রাণ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, সম্ভ্রম, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রীতিবলে বলবান্ হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু ইহাও প্রীতির পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে। সহানুভূতির সম্যক্ পরিণতি হইলে মানব হৃদয়ের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং সে তখন পর্ব্বত-নিঃসৃত নির্ঝরিণীর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া শতমুখে সাগরবক্ষে প্রবেশের ন্যায়, বিশাল বিশ্ববক্ষোমধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়। তখন বিশ্বপ্রেমিক আর আপনাকে মত, সাম্প্রদায়িকতা বা অভিমানের আবরণ মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হন না। তখন সমগ্র জগৎ তাঁহার হইয়া যায় এবং তিনিও সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। তখন আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ বিদেশ তাঁহার নিকট সকলই একাকার হইয়া যায় এবং তিনি বিশাল-দৃষ্টি লাভ করত বিশ্ববক্ষের যাবতীয় মানবের মুখে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির পবিত্র-ছবি সন্দর্শন করিতে থাকেন। মানবমাত্রেই তখন তাঁহার নিকট পরম সমাদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। তিনি জগতের কোনও ব্যাপারেই আর উদাসীন থাকিতে পারেন না। কেহই আর তাঁহার শত্রু বা পর থাকেনা, তখন তাঁহার পক্ষে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" হইয়া পড়ে। তখনই তাঁহার হৃদয়ে উদার বিশ্ব-প্রেম স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং তাঁহার প্রীতি-হস্ত জগতের কল্যাণের জন্য আপনাআপনি প্রসারিত হইতে থাকে।

কপিলবস্তুর রাজকুমার রাজপ্রাসাদের দুর্ল্লভ ভোগ-বিলাস-সুখ-মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় মধ্যে সহানুভূতি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সুকোমল বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইল। জগতের জরা মরণ, শোক দুঃখের হুতাশন-মধ্যে

মানবগণকে দিবানিশি দগ্ধ হইতে দেখিয়া, সিদ্ধার্থের প্রাণ ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তিনি রাজ্যসুখ চরণে দলিত করিয়া, পতিব্রতা স্ত্রী, স্নেহের বন্ধন একমাত্র তনয় এবং স্নেহময় আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের দুঃখ মোচনে ভিখারীর বেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য উজ্জ্বল প্রতিভা ও অসামান্য পাণ্ডিত্যে ছাত্রাধ্যাপনা পূর্ব্বক গৃহাশ্রমে পতিব্রতা পত্নীর আনন্দ বর্দ্ধন ও দুঃখিনী জননীর সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণে প্রীতি ও ভক্তির তন্ত্রী ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। অমনি তিনি বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, বনিতা ও মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া,জগতে হরিভক্তি বিতরণ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা যীশু জগতের দুঃখ, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতা স্বীয় হৃদয়ে এরূপ গাঢ় ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, তিনি তজ্জন্য সর্ব্বদা বিষণ্ণ মুখে কালযাপন করিতেন। পাপীদের জন্য তাঁহার নয়ন যুগলে শতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইত। সেই অসীম ক্ষমাশীল মহাপুরুষ বিশ্বপ্রেমে এমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন, আপনার ব্যক্তিত্বকে জগতের ব্যক্তিত্ব মধ্যে এতাদৃশ নিমজ্জিত করিয়াছিলেন যে,যখন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে বধকাষ্ঠোপরি শেলবিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিতেছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছিল, ভীষণ মরণ যন্ত্রণা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, তখনও তিনি সেই পাষণ্ডগণের কল্যাণের জন্য দেবতার নিকটে কামনা করিতেছিলেন।

হে মানব! অহমিকাকে বিনাশ কর। স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরের জন্য চিন্তা করিতে শিক্ষা কর; পরের সুখে সুখী হইতে, পরের দুঃখে ক্রন্দন করিতে শিক্ষা কর। মতের আবরণে, সম্প্রদায়ের আবরণে, অভিমানের আবরণে বদ্ধ হইয়া থাকিও না। কপট সভ্যতার সংকীর্ণ সীমামধ্যে হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়া নীতি ও চরিত্রের দৃপ্ত অভিমান করিও না। প্রীতিতেই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। সৌজন্য শিক্ষা কর, সহানুভূতি শিক্ষা কর, হৃদয় মধ্যে উদার বিশ্বপ্রেম স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তখনই চরিত্রসাধনায় প্রকৃত সিদ্ধি লাভ হইবে। তোমার গৃহশিক্ষা, তোমার আত্মোৎকর্ষ ও শ্রমশীলতা, তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও আত্মসংযম বিশাল প্রীতিসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক বিরাম লাভ করিবে, এবং তোমাকে মানব চরিত্রের চরমলক্ষ্যে উপনীত করিয়া জীবনের সার্থকতা প্রদান করিবে।